লালবাঁধ

'লালবাঈ' নামে গিরিশ নাট্যপ্রতিযোগিতায়
বিশ্বরূপা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

নবকুমার গরাই

দীপক প্রকাশনী
৫৯-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
(কাশিমবাজার রাজবাড়ির সামনে)

॥ প্রকাশন ॥

শ্রীঅমলা গরাই

২৪৩ এল্, মানিকতলা মেন রোড,

কলিকাতা—৫৪



॥ মুদ্রণ ॥

শ্রীগঙ্গারাম পাল

মহাবিদ্যা প্রেস

১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড,

কলিকাতা-৬



॥ প্রচ্ছদ-অংকণ ॥

শ্রীশম্ভু রায়

আসনপুর, হুগলী



॥ প্রচ্ছদ-মুদ্রণ ॥

পি. আর. প্রেস

১।১, মনোমোহন পাণ্ডে রোড,

কলিকাতা-৬



॥ প্রথম প্রকাশ ॥

অক্ষয়-তৃতীয়া

২১শে বৈশাখ, ১৩৫৭



॥ উৎসর্গ ॥

পরমারাধ্য পিতৃদেব শ্রীসতীশচন্দ্র গরাই (সন্ন্যাসী)

পূজ্যপাদেষু—

বাবা !

আমার ভাগ্যনিয়ন্তা তোমার কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে রেখেছে··· তবুও আমি তোমাকে ভুলতে পারি না।···

স্কুল-কলেজে যখন পড়তুম তখন তুমি আমায় চিত্র-মঞ্চ-নাট্য-সংক্রান্ত প্রচুর পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক কিনে কিনে পড়তে দিয়েছ। অনেকে তখন এটাকে সুনজরে দেখেন নি ; কিন্তু তোমার মন আমার প্রয়োজনটা ঠিকই বুঝেছিল। তাই আজ তোমার ভাগ্যহত সন্তান তার 'লালবাঁধ'কে তোমার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম জানাচ্ছে।—

তোমার স্নেহের

মণ্টু

॥ 'লালবাঁধ' সম্বন্ধে সুধীজনের অভিমত ॥

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার **শ্রীমন্মথ রায় :**

আমাদের দেশে প্রাচীন এমন অনেক কীর্তি আছে—যা ধ্বংসোন্মুখ—যাকে ঘিরে অনেক কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে। মহাকালের প্রভাবে এসব কীর্তি একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে, কিন্তু তবু কিছুটা বেঁচে থাকবে কিংবদন্তীতে চিত্ররেখায় অথবা সাহিত্যের পাতায়। এমনি একটি কীর্তি বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ।

স্নেহাস্পদ নাট্যকার নবকুমার এই লালবাঁধ নিয়ে একটি নাটক লিখেছেন। আমি এই নাটকটির সাফল্য কামনা করি। নাটকটি—দেশবাসীর স্মৃতিতে লালবাঁধের অপূর্ব কাহিনী জাগ্রত রাখুক, এ আমার আন্তরিক কামনা।

* * *

মধুসংলাপী **শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য :**

বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ ও ইরানী নর্ত্তকী লালবাঈকে কেন্দ্র ক'রে ইতিহাসের যে অধ্যায় কামে-কামনায়-গুপ্তষড়যন্ত্রে ও ক্ষমতামত্ততায় আবর্ত্তিত হ'য়েছিল, যার চূড়ান্ত এবং নির্ম্মম পরিণতি বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ; সেই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রেই শ্রীনবকুমার গরাই 'লালবাঁধ' নামে একখানি নাটক লিখেছেন।

এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, সাম্প্রতিক কালের বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা কম তো নয়ই, বরং বেশী। কিন্তু সেই অনুপাতে নাট্যসাহিত্য ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। অথচ ইতিহাসভিত্তিক নাটকের উপযোগীতা ও প্রয়োজনীয়তা—জাতির জীবনে মোটেই কম নয়। ইতিহাস পড়া আর

ইতিহাস দেখা—দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। নাটকের মধ্য দিয়ে ইতিহাস কথা বলে।

শ্রীনবকুমার সেইদিক দিয়ে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁর নাটকের মেশিনপ্রুফটি আমি পড়ে দেখলাম। আমার বেশ ভাল লাগলো। নাট্যকার দীর্ঘকাল ধরে সৌখীন অভিনয়সংস্থার কর্ম্মপন্থার সঙ্গে জড়িত। কাজেই এ্যামেচার ক্লাবের অভিনয় উপযোগী ক'রেই তিনি 'লালবাঁধ' রচনা করেছেন।

আমি তাঁকে আশীর্ব্বাদ করছি।

* * *

খ্যাতিমান নট ও পরিচালক **শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ**

তরুণ নাট্যকার শ্রীনবকুমারের লেখা "লালবাঁধ" নাটকটি সত্যিই সুন্দর—অভিনয় ক'রে সত্যিই আনন্দ পাওয়া যাবে।—

* * *

চিত্র-মঞ্চ-বেতারের সুদক্ষ অভিনেতা **শ্রীমিহির ভট্টাচার্য:**

এটা অভিনয় ক'রে দর্শকদের তৃপ্তি দেবার অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে। অবৈতনিক সম্প্রদায় তো বটেই, এমন কি পেশাদারী দলও এ-নাটক অভিনয় ক'রে গণদেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন ব'লে মনে হয়।—

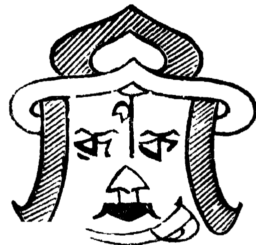
১লা বৈশাখ, ১৩৭২

শুদ্ধিঃ

১৩ পাতার ৮ লাইনে 'বদবখৎ' না হয়ে হবে 'বদ্‌মআশ'।

১৫ পাতার শেষ লাইনে 'জহুরাবাঈ' না হয়ে হবে 'বিলায়েত'।

প্রযোজনা



* সঙ্গীত-পরিচালনা *

শ্রীললিতমোহন সান্যাল

(সঙ্গীত-প্রভাকর)

* নৃত্য-পরিচালনা *

শ্রীজয়শ্রী কর

* আবহ-সঙ্গীত *

মেলডি অর্কেষ্টা

* রূপসজ্জা *

বি. ব্রাদার্স

* সংলাপ-স্মরণ *

শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য

* মঞ্চ-তত্বাবধান *

শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য

* ব্যবস্থাপনা *

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য

* কর্মাধ্যক্ষ *

শ্রীশংকরলাল চট্টোপাধ্যায়

* শিল্পী *

রঘুনাথ—নবকুমার গরাই

দেবানন্দ—নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রহিম খাঁ—মাতৃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইয়ারবক্স—দীপক গরাই

শোভা সিংহ—সুবোধ গরাই

হিমাদ্রি—মলয়পবন মহান্ত

রামশংকর—সত্যেন ঘোষ

নাদের—কৃষ্ণগোপাল চট্টোপাধ্যায়

সুবল—শিশির দত্ত

বিভিন্ন চরিত্রে—অভিমন্যু পাত্র, পারীন্দ্র পাত্র, বাসুদেব মণ্ডল, নব পাত্র, মোহিনী চৌধুরী, দিলীপ চন্দ্র, সুনীল মুখোপাধ্যায়, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, ক্ষুদিরাম পাত্র

চন্দ্রপ্রভা—বীণা রায়

লালবাঈ—ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

* পরিচালনা *

নবকুমার গরাই

চরিত্র

রঘুনাথ সিংহ	— বিষ্ণুপুরের মহারাজা
আচার্য দেবানন্দ দৈবজ্ঞ	— ঐ রাজমন্ত্রী
রামশংকর ভট্টাচার্য	— ঐ তরুণ সংগীতসাধক
সুবল সিংহ	— ঐ রাজরক্ষী
ঔরংজেব	—ভারত সম্রাট
আসদ খাঁ	— ঐ উজীর
রহিম খাঁ	—উড়িষ্যার আফগান-সর্দার
ইয়ারবক্স	— ঐ তাঁবেদার
শোভা সিংহ	—চেৎ-বর্ধার তালুকদার
হিমাদ্রি সিংহ	— ঐ অনুজ
ইসলাম আলি	—কাফ্রী
নাদের	—ইরানী-বৃদ্ধ
বিলায়েত খাঁ	—লক্ষ্ণৌএর এক ওস্তাদ
সোমনাথ	—অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
পান্থ বসু	—পর্যটক

জ০ ত., শিবিররক্ষীদ্বয়, মুঘলরক্ষীদ্বয়, চামরধারীদ্বয়, মুন্সী ও ওমরাহগণ

চন্দ্রপ্রভা	—শোভা সিংহের কন্যা
লালবাঈ	—ইরানী-নর্তকী

॥ লেখকের অন্যান্য রচনা ॥

ঝিন্দের বন্দী (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীর নাট্যরূপ)
— শ্রীগুরু লাইব্রেরী

অন্তরালে (শৌখিন নাট্যজগতের পটভূমিকায় পূর্ণাঙ্গ নাটক)
—যন্ত্রস্থ

বিষাগ্নি (আসামের পটভূমিকায় ভ্রাম্যমান থিয়েটার দলকে কেন্দ্র ক'রে পূর্ণাঙ্গ রহস্যঘন নাটক)— প্রকাশ-অপেক্ষায়

স্বপ্নসৌধ (ছায়াচিত্রোপযোগী উপন্যাস)—

পথচেয়ে (,, বড় গল্প)

॥ একাঙ্কিকা, নাটিকা ও প্রহসন ॥

টিকটিকি ● মান্থলি টিকিট ● মর্মান্তিক ● স্বর্ণ-স্বপ্না
বন্ধুত্ব ● মরুপথ ● সাক্ষী-গোপাল

লালবাঁধ

॥ প্রবেশক ॥

লালবাঁধ

[সন্ধ্যাকাল। ধীরে ধীরে নির্মেঘ আকাশে দেখা দিল পূর্ণচন্দ্র। ধরণী জোৎস্নালোকে ধৌত হইল, বাঁধ স্পষ্টতর হইল।

সোমনাথ ও পান্থ প্রবেশ করিলেন।]

সোমনাথ ॥ লালবাঁধ! এই বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত লালবাঁধ! এখানে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখ পান্থ—কি বিশাল এই দিঘি!

পান্থ ॥ এই রাত্রে না বেরিয়ে সকালে এলেই ভাল হ'ত স্যর।

সোমনাথ ॥ No my dear student—বিষ্ণুপুরে আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে তাই তোমাকে আজকের দিনেই আসতে লিখেছিলাম। আজ যে রাস-পূর্ণিমা··· এই রাতে···

পান্থ ॥ এই রাতে— ?

সোমনাথ ॥ ~~এই রাতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে~~ বিষ্ণুপুর-ইতিহাসের এক স্মরণীয় রাত···। পান্থ, ভাল ক'রে মর্মচক্ষু খোলো। You are a new-comer over here—তুমি এখানের নবীন আগন্তুক, তুমি সাহিত্যিক, তোমার চোখে অনেক জিনিস ধরা দেবে।

পান্থ ॥ সেই আশা নিয়েই আপনার কাছে এসেছি স্যর।

সোমনাথ ॥ Good···very good! I am rather fortunate যে তোমার মতো একজন সত্যানুসন্ধানী ছাত্র কোলকাতায় পেয়েছিলাম। Well পান্থ, কি যেন শোনাতে যাচ্ছিলাম···

পান্থ ॥ রাস-পূর্ণিমারাতের কথা—

সোমনাথ ॥ Yes—রাসপূর্ণিমা-রাত! এই লালবাঁধের ইতিহাসের সঙ্গে সেই রাত জড়িত। কিন্তু তার আগে তোমাকে চিনতে হবে অতীতের বিষ্ণুপুরকে।

পান্থ ॥ বেশ তো আপনি বলুন—

[কৃষ্ণবর্ণের দৃশ্যপটে পশ্চাতপট আবৃত হইল।]

সোমনাথ ॥ বিষ্ণুপুর একদিন ছিল শ্বাপদসংকুল অরণ্য, তাই লোকে বলে বন-বিষ্ণুপুর। উত্তরে দামোদর নদ; দক্ষিণে খড়্গপুর, তমলুক; পূর্বে কোতুলপুর, আরামবাগ, ~~হাওড়া~~; আর পশ্চিমে আদ্রা;—এই ছিল রাজ্যসীমা। Do you follow?

পান্থ ॥ হ্যাঁ স্যর—

সোমনাথ ॥ একদিন এই রাজ্য ছিল সৌন্দর্যে সমৃদ্ধিতে অমরাবতী। চারিদিকে ছিল অসংখ্য দেবমন্দির, সুদীর্ঘ সরোবর, সমুন্নত সৌধ, দুর্ভেদ্য দুর্গ, মনোরম রাজপথ, সুদৃঢ় সেতু আর সুরম্য উপবন।

পান্থ ॥ কিন্তু আজ— ?

সোমনাথ ॥ আজ! A saddest ruin my boy! আজ সব কিছু শ্মশানে পরিণত! রাজপ্রাসাদ, রাসমঞ্চ, মূর্চ্ছা পাহাড়,

নতুন-মহল—এমনি অগণ্য ভগ্নস্তূপ অতীত গৌরবের নির্বাক সাক্ষী হয়ে চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে! সাত-সাতটা বাঁধ মজে গেছে—নগরমধ্যে পোকাবাঁধ; পশ্চিমে যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গন্টনবাধ; পূর্বে কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাধ আর এই লালবাঁধ।

পান্থ ॥ লালবাঁধ—লালবাঁধের কথা আপনি বলুন স্যর!

সোমনাথ ॥ সতী নারীর চোখের জলে একদিন লালবাধ ভরে উঠেছিল। By the by··· এই বাঁধ কার কীর্তি ঘোষণা করছে জানো?

পান্থ ॥ জানি—মহারাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের।

সোমনাথ ॥ Yes—এই বাধ তারই নিষিদ্ধ-প্রেমের স্মৃতি। মাত্র দশটি বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন, তারই মাঝে বিষ্ণুপুরে এনেছিলেন সংগীতের প্লাবন। কিন্তু একটিমাত্র ভুলের জন্য তিনি অকালে চলে গেলেন! সেদিনও ছিল এমনি রাসপূর্ণিমা রাত—ঐ···ঐ···ঐ আবার সেই কান্না! কাঁদছে!

পান্থ ॥ কে···কে কাঁদছে?

সোমনাথ ॥ কংকাল।

পান্থ ॥ কংকাল!

সোমনাথ ॥ হ্যাঁ—অভিশপ্ত কংকাল! আড়াই-শো বছর ধ'রে গুমরে গুমরে কাঁদছে তার অশরীরী আত্মা! কান পেতে শোনো সাহিত্যিক—মৃদু-মন্দ বাতাসে অনুভব করবে তার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস!

পান্থ ॥ দীর্ঘশ্বাস···কান্না···কংকাল···

সোমনাথ ॥ হ্যাঁ—কংকালের কান্না আজও থামেনি, তার আত্মা আজও মুক্তি পায় নি! That poor Skeleton was dug out from the bottom of the Lalbandh while reexcavated. ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লালবাঁধ সংস্কার ক'রে পাওয়া গেল এই কংকাল। প্রায় দু'শো বছর বাঁধের তলায় সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল; কিন্তু তার আত্মা অতৃপ্ত—তাই আবার সে উঠে এসেছিল!

পান্থ ॥ তার জীবনের ইতিহাস আমাকে বলুন স্যর। আমি—

সোমনাথ ॥ Hush! I hear the silent foot-steps…ঐ…ঐ তার পদধ্বনি! Look back, look back…there…

[যেন বহুদূরে অতীতের অন্ধকারে নূপুর-নিক্কণ শ্রুত হইল।]

শুনতে পাচ্ছ?

পান্থ ॥ পাচ্ছি।

সোমনাথ ॥ ওরই ইতিহাস।

পান্থ ॥ জানতে চাই সে-ইতিহাস।

সোমনাথ ॥ তাহলে ফিরে চলো অষ্টাদশ শতাব্দীর সুরুতে—ঠিক এই জায়গায়, যেখানে এখন লালবাঁধ। তখন এখানে ছিল সমতলভূমি…দিল্লীর মসনদে ছিলেন বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব …আর বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে সেইদিন অভিষিক্ত হয়েছেন দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ। সেই অভিষেক-উৎসবের দিনে……

[মঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হইল, নূপুর-নিক্কণ স্পষ্টতর হইল।]

প্রথম অংক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

বিষ্ণুপুর নগরসীমান্ত

[পশ্চাতপটে অংকিত ছোট-ছোট পাহাড়·· দূরে শালবন, নদী·· নিকটে একটি তাঁবুর একাংশ।

অপরাহ্ন বেলা। পূর্বদৃশ্যের নূপুর-নিক্কণ এই দৃশ্যের সুরুতে যুক্ত হইল। দৃশ্য হইল—পথিপার্শ্বে এক ইরানী নর্তকী চটুল-ভঙ্গিতে নৃত্যগীতমগ্না, সঙ্গীবৃন্দ সুরে সুর মিলাইয়া যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করিতেছে। জনতা অর্ধচক্রাকারে সমবেত হইয়াছে। একপার্শ্বে এক কাফ্রী প্রহরী লুব্ধনেত্রে নৃত্যগীত উপভোগ করিতেছিল।]

(ইরানী নর্তকীর নৃত্যগীত)

রঙিন নেশার গীত শোনাতে
এই মুলুকে এলাম
বাবুজি সেলাম্ !
আমার এ গীত মন্দ ব'লে
বেদরদী যেয়োনা চ'লে,
প্রীতম আমার নাই-বা হ'লে
একটু থেমে যাও

ও বাবুজি—একটু শুনে যাও।
বাবুজি সেলাম—বাবুজি সেলাম—

[মধ্যে মধ্যে জনতার আনন্দোল্লাস ও উপহার বর্ষিত হইতেছিল। হঠাৎ দূরে অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল...জনতা চঞ্চল হইল...নৃত্যগীত বন্ধ হইল।]

জনতা ॥ মহারাজ! মহারাজ আসছেন!

বৃদ্ধ ॥ মহারাজবাহাদুর রঘুনাথ সিং!

১ম ॥ হ্যাঁগো ইরানী বুড়ো। অভিষেকের দিন নগরে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রজাদের দর্শন দিচ্ছেন।

২য় ॥ হ্যাঁ বুড়ো, কি নাম তোমার?

বৃদ্ধ ॥ নাদের।

৩য় ॥ ও নাদের, তুমি তো বিদেশী—আমাদের রাজার নাম জানলে কি ক'রে?

নাদের ॥ সারা হিন্দুস্তানে আমরা ভিখ মেগে বেড়াচ্ছি। নামজাদা ওস্তাদ, বাঈ আর সমঝদারদের নাম শুনেছি বৈকি! তোমাদের রাজাবাহাদুর যে সমঝদার। নে লালী, রাজাবাহাদুর আসছেন—শুরু কর্—

[নর্তকী অপূর্ব সুর ধরিল; অশ্বপদধ্বনি নিকটবর্তী হইয়া স্তব্ধ হইল।]

জনতা ॥ জয় মহারাজ রঘুনাথ সিংহের জয়!

[রঘুনাথ সিংহের প্রবেশ ও জনতার অভিবাদন।

রঘুনাথ ॥ **কে**···কে···কার কণ্ঠে অপূর্ব স্বরের মূর্চ্ছনা ?

[নর্তকী অগ্রসর হইয়া তসলিম করিল।]

তুমি কে ?

লালী ॥ এক ইরানী নাচনেবালী, গানেবালী—

রঘুনাথ ॥ ইরানী !

লালী ॥ জী রাজাবাহাদুর—

নাদের ॥ ইরান মুলুক থেকে নাতনীকে নিয়ে বেরিয়ে পথে পথে ভিখ মেগে ফিরছি, কানে এল বিষ্ণুপুরে রাজ-অভিষেক। ছুটে এলাম উৎসবে মাইফেলে সরগরম এই শহরে আপনাদের দোয়া লাভ করতে।

রঘুনাথ ॥ এস রামশংকর। (রামশংকরের প্রবেশ) পথের মাঝে এই ইরানী নর্তকী নৃত্যগীতে মগ্না ছিল ; দূর থেকে এর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়েছি। তুমি ক্ষণেক অপেক্ষা করো, এর গান শুনব। যাযাবরী—

লালী ॥ এ আমার খুশ-নসীব রাজাবাহাদুর—

(নৃত্যগীতের শেষাংশ)

সেলাম বাবুজি—বাবুজি সেলাম— !
এই তো তোমায় পেলাম আমি,
এই তো তোমায় পেলাম।
আমি কোন মুলুকে এলাম !
বাবুজি সেলাম—বাবুজি সেলাম !!

দূর ইরানের মেয়ে
তোমার পানে চেয়ে
খোয়াব দেখি বেগম হবার
আমায় তুমি নাও।
বাবুজি, বারেক ফিরে চাও।
ও বাবুজি— !
বাবুজি, এই অধরের রঙিন সুধা
মিটিয়ে দেবে সকল ক্ষুধা,
তোমার ও দিল্ ভরিয়ে দিতে
এই মুলুকে এলাম !
বাবুজি সেলাম, বাবুজি সেলাম,
বাবুজি সেলাম !!

[জনতার প্রস্থান

রঘুনাথ ॥ বাঃ··· ! এমন সুকণ্ঠ কথনো শুনি নি। রামশংকর, তুমি তো সংগীতসাধক। এই যাযাবরীর কণ্ঠ সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত ?

রামশংকর ॥ মহারাজের সঙ্গে আমি একমত। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করলে এই কণ্ঠ একদিন সারা দেশে স্বীকৃতি পাবে।

রঘুনাথ ॥ ইরানী-কন্যা, তোমার নৃত্যগীত নয়—তোমার সুমিষ্ট কণ্ঠ আমাকে মুগ্ধ করেছে; তাই তোমার পুরস্কার এই মোহরস্থলীর সমস্ত মোহর—

লালী ॥ রাজাবাহাদুর মেহেরবান— !

নাদের ॥ অভিষেকের দিনে রাজদর্শন, রাজইনাম লাভ···সবই দীন-দুনিয়ার মালেকের মরজি ! দীন-দুনিয়ার মালেকের

[লালীসহ প্রস্থান

রঘুনাথ ॥ চলো রামশংকর, প্রাসাদে ফেরা যাক ।

রামশংকর ॥ কিন্তু অমন জোর কদমে নয় মহারাজ । আমার তানপুরা-সেতার-ধরা হাতে অশ্ববল্গা ধ'রে আপনার সাদা আরবী ঘোড়ার পেছনে ছুটতে পারব না ।

রঘুনাথ ॥ সত্যি, নবীন মহারাজকে সওয়ার পেয়ে ও তুফান বেগে ছুটছে । জানো রামশংকর, আজ থেকে সত্তর বছর আগে বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে ছিলেন প্রথম রঘুনাথ । তিনি যে কোনো অশ্বে আরোহণ করতে পারতেন । তাই তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য তৎকালীন বঙ্গ-সুবাদার শাহ সুজা একবার ডেকে পাঠান রাজমহলে ।

রামশংকর ॥ তারপর ?

রঘুনাথ ॥ রঘুনাথকে দিলেন এক বিরাট দুর্দান্ত অশ্ব, যার পৃষ্ঠে আরোহণে কেউ সমর্থ হয় নি । রঘুনাথ অনায়াসে তার পৃষ্ঠে চ'ড়ে তীরবেগে কয়েকবার রাজমহল প্রদক্ষিণ ক'রে সেই দুর্দান্ত অশ্বকে—

রামশংকর ॥ শান্ত করলেন ।

রঘুনাথ ॥ না—শ্রান্ত করলেন ।

রামশংকর ॥ তারপর মহারাজ ?

রঘুনাথ ॥ শাহ সুজা প্রীত হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার রাজকর মকুব করলেন আর রঘুনাথকে দিলেন 'সিংহ'-উপাধি । সেই থেকে মল্লরাজেরা 'সিংহ' উপাধিধারী ।

রামশংকর ॥ আর সত্তর বছর পরে মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহও অসাধারণ বীর, সুদক্ষ অশ্বারোহী—

রঘুনাথ ॥ ভুলে যাচ্ছ রামশংকর, তুমি আমার স্তাবক নও—মিত্র।

রামশংকর ॥ কিন্তু মহারাজ, চোখের সামনে আপনার সাহসিকতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি! দিল্লীশ্বর আলমগীর বাদশাহের আদেশনামা অগ্রাহ্য ক'রে হিন্দু হয়ে আপনি প্রতিনিয়ত অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে বেড়ান—

রঘুনাথ ॥ তার কারণ বাদশাহের অন্যায় আদেশনামা মানতে পারি নি। আশ্চর্য আদেশ···বাদশাহের স্বধর্মীরাই কেবল চড়তে পাবে অশ্ব হস্তী আর পাল্‌কী!

রামশংকর ॥ তার ওপর সারা হিন্দুস্থানে নাচ-গান নিষিদ্ধ করেছেন! বাদশাহের এই হিন্দু-বিদ্বেষ—এ অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়!

রঘুনাথ ॥ মোগল-সম্রাটের এই অন্যায়কে মেনে নিয়ে আমি অন্যায় করতে পারি না। তাঁর এই আদেশ আমি অমান্য করব। হিন্দুস্থানে এই বিষ্ণুপুর হবে সংগীত-রাজ্য।

রামশংকর ॥ কিন্তু মহারাজ, যদি মোগলের রোষে এই বিষ্ণুপুর—

রঘুনাথ ॥ বিষ্ণুপুর মোগলের মিত্ররাজ্য। তবুও যদি বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতায় মোগল কোনোদিন হস্তক্ষেপ করে—সেদিন বিষ্ণুপুর রাজশক্তি নীরব থাকবে না!

[উভয়ের প্রস্থান···অশ্বপদধ্বনি দূরীভূত হইতে থাকে। নাদের ও লালী প্রবেশ করে।]

লালী ॥ চলো নানা, এবার আস্তানায় ফিরি ~~যাই~~—আন্ধার নামছে। অনেক কাজ বাকী—ঘুঙরের ভিতর ধলো

জমেছে, সাফ করতে হবে…সওদা করতে হবে…রোটি বানাতে হবে…

নাদের ॥ হাঁ-হাঁ চল্—

(কাফ্রী প্রহরীর প্রবেশ)

কাফ্রী ॥ এ…এ বুড্ঢা! খাড়া রহো।

নাদের ॥ এখন আর নাচগান হবে না, ফিন কাল।

লালী ॥ তুমি চলো নানা।

কাফ্রী ॥ আরে…এ লৌণ্ডী তো বহুত হারামী! শুনো বুড্ঢা, রুখ্ যাও।

নাদের ॥ বলো।

কাফ্রী ॥ ঐ যে তাম্বু—ঐ তাম্বুর বাঈসাহেবা আর ওস্তাদজি তোমাকে তলব করেছে।

নাদের ॥ বাঈসাহেবা…আর ওস্তাদজি…

কাফ্রী ॥ হাঁ—লখ্নউয়ের জহুরাবাঈ আর তার খসম বিলায়েত খাঁ—আমার মালেক—

বৃদ্ধ ॥ হঠাৎ আমায় কিসের তলব…

কাফ্রী ॥ শায়দ, ঐ জেনানীর নাচগান তাদের খুশ করেছে—

নাদের ॥ আয় লালী—

কাফ্রী ॥ আরে, আরে…উয় কহাঁ জায়েগী? হুকুম নেহি। শুধু তুম্হারা তলব, জলদি আ জাও—

নাদের ॥ একটু দাঁড়া, আমি জলদি ভেট সেরে আসছি।

[কাফ্রী ও বৃদ্ধ প্রস্থান করিল। লালী অন্যমনস্কভাবে পদচারণা করিতেছিল, অকস্মাৎ পিছন হইতে দুইখানি বজ্রকঠিন

বাহু তাহাকে বেষ্টন করিল, সে বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়াই কাফ্রীকে দেখিল।]

লালী ॥ কে!

কাফ্রী ॥ হাঃ হাঃ হাঃ!

লালী ॥ ছোড়্ দো···মুঝে ছোড়্ দো···

কাফ্রী ॥ লেকিন তোর ওপর আমার বড্ড পিয়াস নওজওয়ানী! তোর রূপের রোশনাই, তোর জওয়ান দেহের নাচ আমার কলিজায় আগ্ লাগিয়েছে! সেই আগ্ তুই নিভিয়ে দে—

লালী ॥ আ——!

কাফ্রী ॥ খবরদার···চিল্লাস নি! গর্দান চেপে দোবো খতম ক'রে!

[লালী কটিদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া আক্রমণ করিলে কাফ্রীর কপাল কাটিয়া গেল।]

লালী ॥ হোশিয়ার!

কাফ্রী ॥ চাক্কু! হাঃ হাঃ হাঃ! পহলে খুব-সুরতীর তীর দিয়ে জখম করলি, পিছে চালালি······খুন···ইয়ে তাজ্জি খুন! বহুত-আচ্ছা···আ জাও, ম্যয় তুমহারা রুস্তম—

লালী ॥ বে-আদব! শয়তান! বান্দর!

কাফ্রী ॥ নেহি···নেহি···নেহি···শের! হাঃ হাঃ হাঃ! তোরই মতো শেরনী আমার চাই!

লালী ॥ এক কদম মৎ বাঢ়ো!

কাফ্রী ॥ কিঁউ রে, আমার বদসুরৎ বুঝি ভালো লাগে না? বেশ, তুই তো রইলি—তোর সুরতের লাল রোশনি

আমার সুরতের আন্ধার হঠিয়ে দেবে। চল্ জওয়ানী, আমার সাথে ভাগবি চল্। খোদার কসম, তোকে সুখে রাখব…আও…আও মেরী জান—

[দ্রুত চাবুকহস্তে বিলায়েত খাঁর প্রবেশ, পিছনে মশালহস্তে নাদের।]

বিলায়েত ॥ ইসলাম !

ইসলাম ॥ মালেক—

বিলায়েত ॥ বদজাত্ ! জানওয়ার !

[প্রহার]

জেনানার ইজ্জত রাখতে জানিস্ না ! খোজা বান্দা ডেকে এখনই ঐ গাছের গোড়ায় জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেব !

ইসলাম ॥ মাফ…মাফ ওস্তাদজি…বেকসুর খালাস—

বিলায়েত ॥ খালাস ! তাই যা উল্লু, নিকাল যা এহাঁসে—তোকে আমি টহলদারী-কাম থেকে বরখাস্ত করলাম—

ইসলাম ॥ বরখাস্ত ! বহুত-আচ্ছা…সেলাম মালেক ! আর নওজওয়ানী —সেলাম !

[প্রস্থান

নাদের ॥ দুনিয়াভোর খালি চোর-ডাকাত-লুঠেরা-গুণ্ডা ! তারা সবাই আমার লালীকে নিয়ে মশগুল হতে চায় !

বিলায়েত ॥ কি নাম বললে নাদের ? কি নাম ওর ?

নাদের ॥ লালী।

বিলায়েত ॥ লালী ! বাঃ…বড়ো চমৎকার নাম ! মশালটা তুলে ধরো নাদের……পেয়েছি…পেয়েছি…সাচ্চা জহরৎ ! আয় বেটি, কাছে আয়—।

লালী ॥ বেটি··· !

বিলায়েত ॥ হাঁ রে হাঁ—বেটি। জহুরাবাঈ আর আমি তোর গীত শুনেছি, তোর নাচ দেখেছি তাম্বুর দরওয়াজায় দাঁড়িয়ে। রাজাবাহাদুর তারিফ ক'রে গেলেন তাও জানি। লালী · মেরী বেটি···

লালী ॥ ওস্তাদজি···

বিলায়েত ॥ এই খুব-সুরৎ নিয়ে দুনিয়ার পথে পথে ফিরছিস্ !

লালী ॥ কি করব আমার জিন্দগী·· আমার নসীব জমাট আঁধিয়ারায় ঢাকা !

নাদের ॥ দশ বরস যখন উমর—বাপ-মা দুজনকেই হারাল ; সেই থেকে ছ বছর ওকে বুক দিয়ে আগলে বেড়াচ্ছি। আর পারছি না···

বিলায়েত ॥ কি ঠিক করলে নাদের—দেবে তুমি লালীকে আমাদের হাতে ?

নাদের ॥ ওকে নিন আপনারা—

লালী ॥ নানা ! তুমি আমায় বিকিয়ে দিচ্ছ !

নাদের ॥ না রে না—তুই এঁদের কাছে থাকবি, সেরা উস্তাদ বিলায়েত খাঁর কাছে গানের তালিম নিবি, বাঈসাহেবার কাছে শিখবি নাচ, খুব সুখে থাকবি,

লালী ॥ চাই না সুখে থাকতে। তোমাকে নিয়ে আমি দেহাতে দেহাতে গীত গেয়ে ফিরব, তবু তোমাকে ছাড়তে পারব না– না, না।

বিলায়েত ॥ ছাড়তে হবে না লালী—তোমরা দুজনেই যাবে আমার লখনউয়ের জহুরা-মহলে।

লালী ॥　কিন্তু কেন···কেন আমাকে চাই ?

বিলায়েত ॥　তোকে আমাদের বড়ো জরুরত। আমাদের গানকে হিন্দুস্তানে বাঁচিয়ে রাখবি তুই। এই দুনিয়ায় আমাদের কেউ নেই রে! মনে মনে এত কাল বুঝি তোকেই খুঁজেছি। মেহেরবান খুদা মিলিয়ে দিয়েছেন! তোর মতো সুরৎ, তোর মতো মিঠি গলা হিন্দুস্তানে দুর্লভ। তাই তোকে ব্যর্থ হতে দেবো না। আমাদের সব কিছু উজাড় ক'রে তালিম দেবো—সন্তানের স্নেহে ধ'রে রাখব।

লালী ॥　কিন্তু আমি যে ইরানের স্বাধীন চিড়িয়া—উড়তে চাই হিন্দুস্তানের আসমানে-আসমানে—

বিলায়েত ॥　না, আর ইরানের চিড়িয়া নয়—তুই হবি হিন্দুস্তানের বুলবুল! তুই হিন্দুস্তানের আসমানে উড়ে বেড়াবি না—হিন্দুস্তানের আসমান এসে তোর পায়ে লোটাবে!

লালী ॥　ওস্তাদজি !

জহুরাবাঈ ॥　হ্যাঁ, তুই হবি ভারতের এক সেরা বাঈ—লালবাঈ !

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

চেৎ-বর্দ্ধার দুর্গ-প্রাসাদকক্ষ

[শোভা সিংহ ও হিমাদ্রি সিংহ]

শোভা সিংহ ॥ না, না হিমাদ্রি, আর অপেক্ষা নয়—এইবার অভিযান স্বরু করতে হবে।

হিমাদ্রি ॥ কিন্তু দাদা—

শোভা সিংহ ॥ কোনো কিন্তু নয়। কালবিলম্ব হলে হিন্দুদ্বেষী ঔরংজেব সমগ্র হিন্দুস্থানকে ইসলাম সাম্রাজ্যে পরিণত করবে!

হিমাদ্রি ॥ তা জানি দাদা। একদিন মহাপ্রাণ আকবর শাহ হিন্দু-মুসলমানের মিলন-স্বপ্ন দেখেছিলেন। আর আজ তাঁর প্রপৌত্র ঔরংজেব সমগ্র হিন্দুজাতিকে অত্যাচারে নির্যাতনে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে!

শোভা সিংহ ॥ স্পর্ধা তার আকাশ-স্পর্শী হযে উঠেছে! ভেবেছে আসমুদ্র-হিমাচলের অধীশ্বর হয়ে নিজের খেয়ালের সাম্রাজ্য রচনা করবে! শুধু হিন্দুরাই রাজকর্ম থেকে বরখাস্ত হচ্ছে! তাদেরই ওপর জারী হচ্ছে জিজিয়া কর, তীর্থ কর! তারপর হুকুম জারী হয়েছে সিন্ধুতীর হতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সমগ্র দেবমন্দির চূর্ণ করার!

হিমাদ্রি ॥ শুধু তাই নয় দাদা—ফৌজদারদের কাছে আদেশনামা পাঠিয়েছে, দেবমন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ হলে কাজী ও মৌলবীদের স্বাক্ষরিত পত্র পাঠাতে হবে।

শোভাসিংহ ॥ শয়তান! শঠ! সারা বাঙলায় এমন বিদ্রোহের আগুন জ্বালব, যার উত্তাপ ঔরংজেবকেও স্পর্শ করবে!

হিমাদ্রি ॥ মেদিনীপুরের ক্ষুদ্র চেৎ-বর্ধা পরগণার ভূস্বামী হয়ে—

শোভাসিংহ ॥ হ্যাঁ, তবুও শোভাসিংহ বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখে !

হিমাদ্রি ॥ দাদা…

শোভা সিংহ ॥ দেশের স্বাধীনতা আমার কাম্য। স্বাধীনতার অর্থ ধর্মের মুক্তি। আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ধর্ম আজ মোগলের পদানত। তারই উদ্ধার কামনায় আজ আমি একব্রত।

হিমাদ্রি ॥ আপনার ব্রত আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে দাদা। আমিও জীবনপণ ক'রে ধর্মরক্ষা করব।

শোভা সিংহ ॥ তাহলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন—বিধর্মী আলমগীরের উৎখাত !

(চন্দ্রপ্রভার প্রবেশ)

চন্দ্রপ্রভা ॥ সর্বনাশ ! এ তুমি কি বললে বাবা !

শোভা সিংহ ॥ ঠিকই বলেছি মা। সর্বনাশ নয়—সর্বনাশা বিধর্মের প্লাবন থেকে আমি বাঁচাতে চাইছি আমার হিন্দুস্থানকে !

[প্রস্থান

চন্দ্রপ্রভা ॥ বিদ্রোহ…প্রবল-প্রতাপ আলমগীরের রাজত্বে বিদ্রোহ…!

হিমাদ্রি ॥ চন্দ্রপ্রভা, তোর চোখেমুখে এত উৎকণ্ঠা কেন ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ কাকামণি, তুমিও এই বিদ্রোহে সম্মত ?

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ—আমরা চাই দেশের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তোমরা এই বিদ্রোহে সাফল্যলাভ করবে ?

হিমাদ্রি ॥ মনটাকে সাফল্যের অনুকূলেই প্রস্তুত রাখতে হবে। ফলাফল জানেন একমাত্র দেবী খড়্গেশ্বরী।

চন্দ্রপ্রভা ॥ না, না…অজানা আশংকায় বুক কেঁপে উঠছে ! কাকামণি,

বাবাকে বুঝিয়ে বলো, কাজ নেই। কতটুকু আমাদের শক্তি—

হিমাদ্রি ॥ ওরে, শক্তি-সাহায্য আমরা পাব। সমগ্র বাঙলার নির্যাতিত প্রজারা বিদ্রোহের জন্য অধীর, তারাই আমাদের উৎস। তারপর উড়িষ্যার আফগান-সর্দার রহিমখাঁর সাহায্যও নিশ্চয় পাব।

চন্দ্রপ্রভা ॥ রহিম খাঁ! আজ আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি!

হিমাদ্রি ॥ হ্যাঁ, তোমার পিতৃবন্ধু। ঐ তিনি আসছেন। তুমি অন্দরে যাও—

[চন্দ্রপ্রভার প্রস্থান

(রহিম খাঁ-সহ শোভা সিংহের প্রবেশ)

আসুন আফগান-সর্দার—আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে নি তো?

রহিম খাঁ ॥ না হিমাদ্রি সিং, আপনাদের বিনয়ে সৌজন্যে আতিথ্যে আমি মুগ্ধ। আশা করি, পাঠান রহিম খাঁকে চেৎ-বর্ধার তালুকদার শোভা সিং বন্ধুভাবেই গ্রহণ করবেন।

শোভা সিংহ ॥ আফগান-সর্দার রহিম খাঁ, আমিও আশা করি আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হবে।

রহিম খাঁ ॥ উত্তম, এবার বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি। জানবেন—আফগান যাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে, কখনো তার সঙ্গে বেইমানি করে না।

শোভা সিংহ ॥ তা জানি, তাই তো আপনার সাহায্য কামনা করি।

রহিমখাঁ ॥ বলুন কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

াভা সিংহ ॥ মোগল ঔরংজেবের অত্যাচার থেকে আমি চাই হিন্দুস্থানকে রক্ষা করতে—

হিম খাঁ ॥ সত্য—সত্য তালুকদার। বাদশাহ ঔরংজেবের অত্যাচারে সমগ্র দেশ আজ বিপর্যস্ত। কিন্তু···

াভা সিংহ ॥ কিন্তু বাদশাহ আপনার স্বধর্মী—তাই বিধর্মী আমাকে আপনি সাহায্য করবেন না !

হিম খাঁ ॥ না তালুকদার, এ আপনার মিথ্যা অনুমান। আমি বলতে চাই—এক প্রবল শক্তির কাছে নগণ্য, তুচ্ছ, দুর্বল—

মাদ্রি ॥ বাহু আপনার দুর্বল নয় সর্দার !

াভা সিংহ ॥ আপনি বীর—অস্ত্রবিদ। সুদূর আফগানিস্তান হতে দাসত্ব করবার জন্যই কি এসেছেন ?

মাদ্রি ॥ বীর কখনো দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে না !

াভা সিংহ ॥ আমি আশা করি, আপনি আমার সঙ্গে মিলিত হবেন। উভয় শক্তি একত্র হলে কেউ বাধা দিতে সক্ষম হবে না,—তখন আমরা অচিরে দাসত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্তিলাভ করব। তারপর আপনাতে আমাতে—আফগানে হিন্দুতে—মিলে হিন্দুস্থানে এক নূতন স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপন করব।

হিম খাঁ ॥ নূতন স্বাধীন সাম্রাজ্য ! হাঃ হাঃ হাঃ ! হিন্দু চিরকালই কল্পনাবিলাসী !

শোভা সিংহ ॥ কেন সর্দার !

রহিম খাঁ ॥ বাদশাহী শক্তিকে অত তুচ্ছজ্ঞান করলেন কোন্ সাহসে !

হিমাদ্রি ॥ আফগান-সর্দার, বাদশাহী শক্তি প্রতিরোধের জন্য গোপনে যুদ্ধের আয়োজন করতে হবে, শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে।

রহিম খাঁ ॥ শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সমগ্র হিন্দু ভূস্বামী ও সামন্তদের সহযোগিতা।

শোভা সিংহ ॥ তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—বিদ্রোহ মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। এবার আপনিও আমাকে আশ্বাস দিন; তারপর দেখি—অস্থিচর্মসার বৃদ্ধ সম্রাটের বাহুতে কত শক্তি!

হিমাদ্রি ॥ সর্দার, শুধু একবার স্মরণ করুন বাদশাহের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী।—জিজিয়া প্রবর্তনের সময় দিল্লীর বিরোধী হিন্দুদের বন্যহস্তীর পদতলে নিক্ষেপ···আগ্রার মন্দির ভূমিসাৎ ক'রে তার দেবমূর্তি দিয়ে মসজিদের সোপান গাঁথবার আদেশ দান—

শোভা সিংহ ॥ আর সেই সোপানে পাদস্পর্শ ক'রে তাঁর স্বধর্মীরা যাবে নমাজ করতে! চমৎকার···চমৎকার বাদশাহী ব্যবস্থা!

হিমাদ্রি ॥ সেই ব্যবস্থা প্রতিপালিত হ'ল উদয়পুর, যোধপুর, বারাণসী মথুরা—সর্বত্র···সর্বত্র!

রহিম খাঁ ॥ ক্ষান্ত হন, ক্ষান্ত হন আপনারা! আমি ধর্মের গোঁড়ামি ঘৃণা করি।

শোভা সিংহ ॥ সর্দার রহিম খাঁ!

রহিম খাঁ ॥ শুনুন শোভা সিং, আমি সর্বতোভাবে আপনাদের সাহায করব—কামান, গোলাবারুদ, রিসালহা—যা প্রয়োজন।

শোভা সিংহ ॥ আমি ধন্য। আফগান-সর্দার, এক সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিন। সপ্তাহান্তে সসৈন্য আপনি এই চেৎ-বর্ধা মিলিত হোন, তারপর দুই বাহিনী নিয়ে আমরা অগ্রস

হব। আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে মোগলের মিত্ররাজ্য বিষ্ণুপুর।

[নেপথ্যে ভারীবস্তু-পতনের শব্দ]

কিসের শব্দ ?

[দ্রুত প্রস্থান

বিষ্ণুপুর !

হ্যাঁ—বিষ্ণুপুর জয় ক'রে আমরা শক্তিবৃদ্ধি করব। তারপর দ্বিতীয় লক্ষ্য বর্ধমান।

উত্তম, তাহলে সপ্তাহান্তে আবার সাক্ষাৎ হবে। বিদায় দোস্ত—

[প্রস্থান

(দ্রুত হিমাদ্রি সিংহের প্রবেশ)

দাদা, চন্দ্রপ্রভা হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছে।

সে কি ! আহত হয়েছে ?

কপাল কেটে রক্ত বের হচ্ছে।

চলো দেখি—

(চন্দ্রপ্রভার প্রবেশ)

না বাবা, আঘাত গুরুতর নয়, সামান্য একটু কেটে গিয়েছে।

হঠাৎ পড়ে গেলে কেন মা ? তোমার কি কোনো অসুখ—

না বাবা, ও কিছু নয়। তুমি ভেব না, ভাল হয়ে যাবে।

তা কি হয় মা ! চল্, অন্দর-দাসীকে অনুলেপন দিতে বলি।

চন্দ্রপ্রভা ॥ কেন তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ বাবা?

শোভা সিংহ ॥ হব না! তুই আমার একমাত্র মাতৃহারা কন্যা। আমি যদি না দেখি কে তোকে দেখবে মা!

চন্দ্রপ্রভা ॥ এত ভালবাসো আমায়?

শোভা সিংহ ॥ কেন মা, তাতে কি সন্দেহের অবকাশ আছে?

চন্দ্রপ্রভা ॥ না, তা নয়।

শোভা সিংহ ॥ তবে—?

চন্দ্রপ্রভা ॥ একটা কথা বাবা—শুনবে?

শোভা সিংহ ॥ বল্—

চন্দ্রপ্রভা ॥ এ বিদ্রোহে কাজ নেই।

শোভা সিংহ ॥ সে কি কন্যা!

হিমাদ্রি ॥ তুই আবার ও কথা বলছিস!

চন্দ্রপ্রভা ॥ আমার যে কেবলই ভয় করছে—

শোভা সিংহ ॥ কিসের ভয়?

চন্দ্রপ্রভা ॥ সব হারানোর—

হিমাদ্রি ॥ এ ভয় তোর অমূলক।

শোভা সিংহ ॥ ওরে আমরা দুর্বল নই, জয় আমাদের করায়ত্ত—

চন্দ্রপ্রভা ॥ তবুও বাবা—

হিমাদ্রি ॥ কেন, কেন বাধা দিচ্ছিস্ চন্দ্রপ্রভা? তুই তো জানিস বিধর্মীরা কত অত্যাচারী! বাঙলার পানে তাকিয়ে দেখ্—কত কুমারী, কত গৃহস্থ-বধূ নবাবের, ফৌজদারের লালসার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! নারী হয়ে তুই অত্যাচারীদের ক্ষমা করতে বলিস্!

চন্দ্রপ্রভা ॥ না, না কাকামণি, তারা ক্ষমার যোগ্য নয়। তবু... বাবা—

শোভা সিংহ ॥ কি মা ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ বিষ্ণুপুর আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করো।

শোভা সিংহ ॥ কেন !

চন্দ্রপ্রভা ॥ তুমি কি ভুলে গেছ—বিষ্ণুপুররাজ একদিন আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন—

শোভা সিংহ ॥ ভুলে যাব কেন মা ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ সেদিন ফিরিঙ্গি-দস্যুদের হাত থেকে তিনি যদি আমাকে উদ্ধার না করতেন তো কোথায় থাকত তোমার আদরিণী কন্যা ?

শোভা সিংহ ॥ তা জানি মা।

হিমাদ্রি ॥ আর জানলেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তা উপেক্ষা করতে হয়।

চন্দ্রপ্রভা ॥ কিন্তু আমি উপেক্ষা করতে পারি না। জ্যোৎস্না রাত… কংসাবতী নদী…বজরা ভাসিয়ে সোজা দক্ষিণে চলেছি জলবিহারে…হঠাৎ পূর্ণচন্দ্র কালো মেঘে ঢেকে গেল… তীরবেগে ছুটে এল জলদস্যুদের নৌকা…নিদারুণ সংঘাত …আমি ছিটকে পড়লুম— .

শোভা সিংহ ॥ চুপ কর্ মা, চুপ কর্—

চন্দ্রপ্রভা ॥ দেবদূতের মতো যুবরাজ এলেন…পিতৃ-আদেশে বেরিয়েছিলেন জলদস্যুদমনে—সেই মুহূর্তে—

শোভা সিংহ ॥ মনে আছে মা, সব মনে আছে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তবে তাঁর রাজ্যের পানে কেন লুব্ধ-নয়নে তাকিয়ে আছ ?

শোভা সিংহ ॥ তিনি মোগলের বন্ধু, তাই আমাদের শত্রু।

চন্দ্রপ্রভা ॥ কিন্তু তিনি স্বাধীনতার উপাসক।

হিমাদ্রি ॥ চন্দ্রপ্রভা !

চন্দ্রপ্রভা ॥ তা যদি না হতেন তাহলে সেদিন ফিরিঙ্গিদস্যু-দমনে ছুটে যেতেন না।

হিমাদ্রি ॥ দাদা—

শোভা সিংহ ॥ চলে এস হিমাদ্রি, সৈন্যাবাসে যেতে হবে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ আমার অনুরোধ—

শোভা সিংহ ॥ এখন কারও কাতর অনুরোধে কর্ণপাত করার সময় আমাদের নয়।

চন্দ্রপ্রভা ॥ বাবা···

শোভা সিংহ ॥ না—একমাত্র স্নেহের পাত্রীরও না!

[হিমাদ্রিসহ প্রস্থান

চন্দ্রপ্রভা ॥ হায় পিতা, জিগীষায় তুমি অন্ধ—তাই তোমার মনে কৃতজ্ঞতার কোনো চিহ্ন নেই!···এই ঘনায়মান দুর্যোগের দিনে কী আমার কর্তব্য···হৃদয়ের মধ্যে যাঁকে দেবতার আসন দিয়েছি তাঁর অমর্যাদা···না, না···বিষ্ণুচক্র-অংকিত তাঁর অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়···এই অঙ্গুরীয় আর একখানি পত্র··· ! পারাবত······পারাবত····· আমার নীলকণ্ঠী পারাবত—

[প্রস্থান

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

বিষ্ণুপুররাজের সংগীতকক্ষ

[প্রাতঃকাল। তানপুরাহস্তে রঘুনাথ সিংহ একনিষ্ঠচিত্তে রেওয়াজ-মগ্ন। নেপথ্যে গীত শ্রুত হইল...রঘুনাথ উৎকর্ণ হইয়া মুগ্ধনয়নে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।]

(নেপথ্য-সংগীত)

ভাটিয়া—চৌতাল

সবগুণ নিধান মহারাজ রঘুনাথ,
তুঅ দরবার সায়ত শোহাওএ।
অনেক গুণিজন চহুঁ চকসে আয়ে,
অওর সব অযাচক পদ পাওএ।
তুঁহি দাতা বীর সবকো কর বেপীর,
বিক্রমসে দুরজন সব দূর জাওএ।
তুঅ সম রাজ জগমেঁ নহী দুজো,
ইস লিয়ে বহাদুর নিশদিন গুণ গাওএ ॥

রঘুনাথ ॥ কার···কার কণ্ঠ! স্বর্গের অমৃত-নির্ঝর কি মর্ত-মানুষের তৃষ্ণা দূর করতে নেমে এল!

(ফরমান-হস্তে দেবানন্দের প্রবেশ)

দেবানন্দ ॥ বৎস রঘুনাথ—

রঘুনাথ ॥ মন্ত্রীমশায়, কার কণ্ঠে মহারাজ রঘুনাথের প্রশস্তি ধ্বনিত হ'ল? কে সেই সুধীজন?

দেবানন্দ ॥ ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ।

রঘুনাথ ॥ বাহাদুর খাঁ! তানসেন-বংশধর ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ! এসেছেন···দিল্লী ছেড়ে এসেছেন!

দেবানন্দ ॥ না এসে উপায় কি রঘুনাথ! দিল্লীশ্বর সংগীত-সরস্বতীর সমাধি রচনা করেছেন—তাই তো মাত্র পাঁচ শত মুদ্রা মাসিক দক্ষিণায় তিনি বিষ্ণুপুরে এলেন—

রঘুনাথ ॥ আর মৃদঙ্গ-বিশারদ পীরবক্স খাঁ— ?

দেবানন্দ ॥ তিনিও এসেছেন।

রঘুনাথ ॥ দিল্লীর দুই বিখ্যাত গুণীকে একসঙ্গে পেয়েছি! এইবার মোগল-দরবারের সম্পদ আহরণ ক'রে বিষ্ণুপুর হবে ছোট-দিল্লী, আর এইখানেই প্রতিষ্ঠিতা হবেন সংগীত-সরস্বতী!

দেবানন্দ ॥ তাহলে রাজ্যের সংগীত-শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণ জানাই?

রঘুনাথ ॥ অবশ্যই। আমার এই সংগীতকক্ষে রাজা-প্রজা বিভেদ ভুলে সংগীত-সরস্বতীর সাধনা করবে।

দেবানন্দ ॥ রঘুনাথ!

রঘুনাথ ॥ সংগীতই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। জানেন তো—ন বিদ্যা সংগীতাৎ পরা, গানাৎ পরতরং ন হি!

দেবানন্দ ॥ সংগীত-ভগীরথ রাজা রঘুনাথ, যে সুরের সুরধুনীকে বাঙলার মাটীতে ডেকে আনছ তারই পুণ্যস্রোতধারায় একদিন সারা ভারতের হবে মুক্তিস্নান!

রঘুনাথ ॥ মন্ত্রীমশায়! আপনি আমার পিতৃবন্ধু—আপনি আচার্য দৈবজ্ঞ—আমার সত্যপথদ্রষ্টা—আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন সত্যই আমি বিষ্ণুপুরকে সংগীতের পীঠস্থান ক'রে

তুলি···যেন এ রাজ্য যুগযুগ ধ'রে হয়ে থাকে সারা ভারতের গৌরবস্থল।

দেবানন্দ ॥ মৃন্ময়ী দেবীর কৃপায় তোমার প্রচেষ্টা সফল হবে বৎস। আর আমার আশীর্বাদ···সে তো সব সময় তোমাকে রক্ষাকবচের মতো বেষ্টন ক'রে আছে। তোমার পিতার মৃত্যুশয্যায় শপথ করেছিলাম, যতদিন জীবিত থাকব ততদিন তোমার জীবনে বিষ্ণুপুরের জীবনে কোনো অমঙ্গলের ছায়া নেমে আসতে দেবো না।—আমার সেই শপথ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

রঘুনাথ ॥ আপনি আমার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনি যতদিন আছেন ততদিন আমি সংগীত-সাধনায় স্থিরচিত্ত।

দেবানন্দ ॥ হ্যাঁ—যে প্রয়োজনে তোমার সংগীতকক্ষে এসে তোমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটিয়েছি, তাই এখনও জ্ঞাপন করি নি।

রঘুনাথ ॥ কী মন্ত্রীমশায় ?

দেবানন্দ ॥ বাদশাহী-ফরমান এসেছে। তোমার সিংহাসন-প্রাপ্তি ঔরংজেব অনুমোদন ক'রে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষা জানিয়েছেন।

রঘুনাথ ॥ তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন। মোগল বিষ্ণুপুরকে সুদীর্ঘকালের বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছে, আর তার সাহায্যও আমাদের অপরিহার্য—নইলে···

দেবানন্দ ॥ নইলে— ?

রঘুনাথ ॥ মোগল-বাদশাহের ঔদ্ধত্যের জবাব আমি দিতাম !

দেবানন্দ ॥ রঘুনাথ !

রঘুনাথ ॥ সারা হিন্দুস্থানে অত্যাচারের বাহু মেলে দিয়েছেন ঔরংজেব—তাঁরই জন্য গুণী শিল্পীরা সংগীতকে বাঁচাবার জন্য আশ্রয় খুঁজছেন—তাঁরই জন্য—

দেবানন্দ ॥ থাক্ রঘুনাথ। এই বৃদ্ধ দেবানন্দ দৈবজ্ঞের মিনতি, তোমার কণ্ঠে যেন বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত না হয়। মৃত্যু-শয্যায় দুর্জন সিংহ আমাকে ব'লে গেছেন—বিদ্রোহ ক'রে মোগলের হাত থেকে বাঙলাকে স্বাধীন করার সময় এখন নয়।

রঘুনাথ আমাকেও ব'লে গেছেন—সর্বাগ্রে দমন করতে হবে মগ, পর্তুগীজ, বর্গী আর পাঠান। এদের নির্যাতন লুণ্ঠন প্রতিরোধ করতে হ'লে মোগলের মিত্রতা একান্ত প্রয়োজন।

দেবানন্দ তাই করো বৎস—পিতৃ-আদেশ বর্ণে বর্ণে পালন ক'রে তাঁর সিংহাসনের যোগ্য উত্তরসাধক হয়ে তাঁর আত্মাকে তৃপ্ত করো।

[প্রস্থান করিলেন। রঘুনাথ ~~তানপুরা উঠাইয়া~~ রেওয়াজ সুরু করিলেন, প্রবেশ করিল রামশংকর।]

রামশংকর। মহারাজ—

রঘুনাথ ॥ রামশংকর! এসেছ বন্ধু! এস-এস—মন তোমাকেই চাইছিল, একা-একা—

রামশংকর একা কোথায় আপনি! বেশ তো সুরকে নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। সুরের ইন্দ্রজাল যৌবনের রঙিন স্বপ্নকেও দেখছি মুছে দেয়!

রঘুনাথ ॥ কি বলছ রামশংকর ?

রামশংকর ॥ বলছি চেৎ-বর্ধার ভৌমিক-কন্যা চন্দ্রপ্রভার কথা—

রঘুনাথ ॥ চন্দ্রপ্রভা !

রামশংকর ॥ হ্যাঁ—একদিন যাঁর চিন্তা আপনার মনের আসনে ঠাঁই নিয়েছিল—

রঘুনাথ ॥ ছিল নয়—আজও আছে রামশংকর।

রামশংকর ॥ তবে তাঁর কথা বিস্মৃত হলেন কি ক'রে !

রঘুনাথ ॥ বিস্মৃত হইনি বন্ধু, বিস্মৃত হইনি। আজও মাঝে মাঝে মানস-পটে উদ্ভাসিত হয় সেই জ্যোৎস্না-রাতের কাহিনী।—হিংস্র-দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার-করা কুমারী··· তার সুন্দর ঢলঢল মুখ···মিনতিভরা চোখ···সেই চোখে আত্মনিবেদনের অশ্রু···সেই অশ্রুর মুক্তায় মুক্তায় আমার হৃদয়-ক্রয়ের দীপ্তি···আমার জীবনের সব শূন্যতাকে ভরিয়ে দিয়ে তার পরম-পাওয়ার তৃপ্তি···

রামশংকর ॥ মহারাজ—মহারাজ ! তাহলে কেন এই আত্মপ্রবঞ্চনা ? তাঁকে কাছে পাবার আগ্রহে মন আপনার ব্যাকুল হয়ে ওঠে না ?

রঘুনাথ ॥ ওঠে ; কিন্তু তবুও অপেক্ষা করতে হবে। সময় যেদিন আসবে সেদিন সে আপন মহিমায় বিষ্ণুপুর-সিংহাসনে পাবে রাজমহিষীর মর্যাদা।

মশংকর ॥ জানি না মহারাজ সে সময় কত দূরে !

বীজ শুভক্ষণে নিহিত করেছিলেন—একদিন তা অংকুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত হয়ে তার সৌরভ চতুর্দিক আমোদিত করবে।

রামশংকর ॥ অপেক্ষা করুন মহারাজ…ক্ষণেক অপেক্ষা। একটা পারাবত কক্ষের বাইরে উড়ে বেড়াচ্ছে…আমি দেখে আসি…

[প্রস্থান

রঘুনাথ ॥ পারাবত! কার পারাবত! তবে কি…

(দ্রুত রামশংকরের প্রবেশ)

রামশংকর ॥ মহারাজ, সংবাদবাহী পারাবত—কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না—পায়ে বাঁধা পত্র আর অঙ্গুরীয়।

রঘুনাথ ॥ পত্র আর অঙ্গুরীয় ?

রামশংকর ॥ হ্যাঁ মহারাজ—

রঘুনাথ ॥ নীলকণ্ঠী পারাবত ?

রামশংকর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোত্থেকে এসেছে ?

রঘুনাথ ॥ আগে পত্রোদ্ধার করি বন্ধু, তারপর জানাব।

[দ্রুত প্রস্থান

রামশংকর ॥ বাঃ…মহারাজকে দেখেই পারাবত তাঁর হাতে উড়ে এসে বসল! নিশ্চয় সুশিক্ষিত পারাবত…কিন্তু কোথা থেকে কোন্ সংবাদ বহন ক'রে আনল!

[পত্র ও অঙ্গুরীয় হস্তে রঘুনাথের প্রবেশ]

রঘুনাথ ॥ রামশংকর—রামশংকর—

রামশংকর ॥ মহারাজ—কার পত্র ?

রঘুনাথ ॥ চন্দ্রপ্রভার। ছ'বছর আগে এই অঙ্গুরীয় তার আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে বলেছিলাম প্রয়োজন হলে স্মরণ করতে।

রামশংকর ॥ যাক্ নিশ্চিন্ত হলাম।

রঘুনাথ ॥ কিন্তু আমি হলাম চিন্তিত।

রামশংকর ॥ কিসের চিন্তা? একটা প্রণয়-পত্রে—

রঘুনাথ ॥ আমাকে প্রস্তুত হতে লিখেছে।

রামশংকর ॥ অভিসারের জন্য ?

রঘুনাথ ॥ না—যুদ্ধের জন্য।

রামশংকর ॥ যুদ্ধ !

রঘুনাথ ॥ হ্যাঁ—তার পিতা শোভা সিংহ সপ্তাহমধ্যে আসছেন বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে।

রামশংকর ॥ সামান্য ভূস্বামীর এত স্পর্ধা !

রঘুনাথ ॥ তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে উড়িষ্যার পাঠান-সদার রহিম খাঁ।

রামশংকর ॥ সে কি মহারাজ! এখন কর্তব্য ?

রঘুনাথ ॥ রাজা রঘুনাথের জীবনে একমাত্র কর্তব্য—রাজ্যরক্ষা ও শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা; তার ধর্ম হ'ল সংগীত-সাধনা। এখন ধর্মকে ছাপিয়ে জেগেছে কর্তব্যের আহ্বান।···সুবল সিংহ !

(সুবল সিংহের প্রবেশ)

সুবল ॥ মহারাজ—

রঘুনাথ ॥ মন্ত্রীমশায়কে সংবাদ দাও—শোভা সিংহ আর রহিম খাঁ আসছে বিষ্ণুপুর অধিকার করতে। তাদের এই অন্যায় আচরণের প্রত্যুত্তর দিতে—শিলাই নদীর উত্তর তীরে

শালবনে আমরা সৈন্য-সমাবেশ করব, অরণ্যের ঘন অন্ধকারে সজ্জিত করব কামান।

সুবল ॥ উত্তম মহারাজ। কিন্তু বিপক্ষের আক্রমণের অনেক দেরি, প্রস্তুত হবারও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে—তাই আপনি উৎকণ্ঠিত না হয়ে সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন।

রামশংকর ॥ হ্যাঁ মহারাজ, আসুন আরও কিছুক্ষণ তানপুরা নিয়ে—

রঘুনাথ ॥ তানপুরা নয়, তান নয়, গান নয়—মান—বিষ্ণুপুরের মানরক্ষার দায়িত্ব এখন আমার। তাই আমাকে সুর ভুলে হ'তে হবে অসুর—তানপুরা নামিয়ে হস্তে ধারণ করতে হবে উন্মুক্ত তরবারি।

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

চেৎ-বর্ধার দুর্গপ্রাসাদ-কক্ষ

[রাত্রি দ্বিপ্রহর। বহুদূর হইতে কামানের আওয়াজ ও কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে।

প্রবেশ করিলেন সুসজ্জিতা চন্দ্রপ্রভা।]

চন্দ্রপ্রভা ॥ দূরে কামান গর্জন! তবে কি বিজয়ী মহারাজ আমাকে গ্রহণ করতে সৈন্য-কামান নিয়ে ছুটে আসছেন! এস মল্লরাজ···এস বীরশ্রেষ্ঠ···স্বাগতম! সুস্বাগতম!

(ইয়ারবক্সের প্রবেশ)

কে! কে তুমি!

ইয়ারবক্স ॥ আমি ইয়ারবক্স—পাঠান-সর্দার রহিম খাঁর তাঁবেদারও বটে আবার ইমানদার সৈনিকও বটে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তুমি এখানে কেন! চলে যাও—

ইয়ারবক্স ॥ একলা তো যাব না হুজুরাইন—আপনাকে সঙ্গে নিয়ে তবে যাব।

চন্দ্রপ্রভা ॥ মুখ সামলে কথা বলো শয়তান!

ইয়ারবক্স ॥ কেন হুজুরাইন, গোস্তাকি করলাম নাকি! যদি ক'রে থাকি মাফ করবেন।

চন্দ্রপ্রভা ॥ কি ক'রে এখানে এলে ?

ইয়ারবক্স ॥ সোজা কিল্লার ফটক পার হয়ে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ শীঘ্র বেরিয়ে যাও—

ইয়ারবক্স ॥ বলেছি তো একা আমি যাব না। আমার প্রতি মনিবের নিষেধ আছে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তোমার মনিব সেই রহিম খাঁ— ?

ইয়ারবক্স ॥ জী হুজুরাইন। পত্রখানা পড়ুন—সব বুঝতে পারবেন।

চন্দ্রপ্রভা ॥ ফেলে দাও পত্র—উঃ···দস্যু পাঠান! বন্ধুত্বের আবরণে প্রচ্ছন্ন থেকে সে করল বিশ্বাসঘাতকতা!

ইয়ারবক্স ॥ কি দেওয়ানার মতো বকছেন! খাঁ-সাহেব আপনার ভালোর জন্যই তো হাতী পাঠিয়েছেন। হাতীর পিঠে হাওদায় ব'সে—

চন্দ্রপ্রভা ॥ নরকে যেতে রাজি নই!

ইয়ারবক্স ॥ নরক! মানে জাহান্নম! ছি-ছি হুজুরাইন, সেখানে যাব তো আমরা। আপনি যাবেন বেহেস্তে—মানে উড়িষ্যার আফগান-হারেমে।

[নিকটে তোপধ্বনি, সামরিক বাদ্য ও জয়োল্লাস]

ঐ…ঐ এসে গেছে… আর সময় নেই। আপনি আসুন হুজুরাইন, নইলে আমার মনিব ক্রুদ্ধ হবেন, আপনার মহান পিতাও ক্ষুব্ধ হবেন।

চন্দ্রপ্রভা ॥ পিতা…কোথায় আমার পিতা ?

ইয়ারবক্স ॥ বড়োই দুঃসংবাদ হুজুরাইন! তিনি আর খাঁ-সাহেব যুদ্ধে পরাজিত হয়ে উড়িষ্যার প্রাসাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়েছেন। পথে আপনার পিতা এই পত্র লিখে আমাকে দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তিনি পরাজিত ··তবে…তবে কে দুর্গ-আক্রমণ করেছে ?

ইয়ারবক্স ॥ বিষ্ণুপুররাজ।

চন্দ্রপ্রভা ॥ বিষ্ণুপুর-রাজ! ও…

[প্রস্থান

ইয়ারবক্স ॥ কি হ'ল রে বাপ! বিষ্ণুপুররাজের নাম শুনে দু চোখের আঁসু উবে গেল…উপচে উঠল খুশীর জোয়ার! উঁহুঁ… নিশ্চয়ই দুজনের মধ্যে আশনাই-টাশনাই—

(তোপধ্বনি

এয় বাপ! কোথা যাই—

(সুবল সিংহের প্রবেশ)

সুবল ॥ দাঁড়াও!

ইয়ারবক্স ॥ কে…হিঁদু সৈন্য! তুমি কে বাপ ?

সুবল ॥ আমি বিষ্ণুপুররাজের প্রধান রক্ষী সুবল সিংহ।

ইয়ারবক্স ॥ আমার কোনো দোষ নেই ভাই, তালুকদারের লড়কীকে তোমাদের হাত থেকে বাঁচাতে এসে—

সুবল ॥　পেয়েছি !

ইয়ারবক্স ॥　কী পেয়েছ ?

সুবল ॥　পাঁঠা !

ইয়ারবক্স ॥　পাঁঠা…কই কোথায়…

সুবল ॥　আমার সামনে—তুমি—

ইয়ারবক্স ॥　তোবা-তোবা ! পাঠানকে পাঁঠা বলতে নেই, গুণা হয়। …জবাই করবে নাকি !

সুবল ॥　হাঃ হাঃ হাঃ ! চ'লে আয়—তোর রক্ত খাবার লোভে তরোয়াল লকলক করছে !

ইয়ারবক্স ॥　হঁ্যা, চলেই যাচ্ছি, কিছু মনে ক'রো না ভাই…এঁ্যা— ?

সুবল ॥　দাঁড়াও—

ইয়ারবক্স ॥　হায় বিবিজান…

সুবল ॥　এগিয়ে এস—

ইয়ারবক্স ॥　আমাকে খুন ক'রো না দোস্ত, গোসা করব—হঁ্যা !

সুবল ॥　তরোয়াল ধরো, যুদ্ধ করো।

ইয়ারবক্স ॥　(তরবারি নিক্ষেপ) আমি নিরস্ত্র ভাই—

সুবল ॥　(ইয়ারের কর্ণধারণ) বেশ, তাহলে ব'স্—ওঠ্—ব'স্…

ইয়ারবক্স ॥　এয় বাপ !

সুবল ॥　ওঠ্—

ইয়ারবক্স ॥　এয় খুদা !

সুবল ॥　ব'স্—

ইয়ারবক্স ॥　পানি খাব…

সুবল ॥　ওঠ্—

ইয়ারবক্স ॥　বড়ো তিয়াস…গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে !

সুবল ॥　ভয়ে ?

ইয়ারবক্স ॥ হ্যাঁ···না, না—

সুবল ॥ আরে ভয় কি—

ইয়ারবক্স ॥ ভরোসাই কি !

সুবল ॥ এক কোপে নেমে যাবে। আরে-আরে, কাঁপছ কেন ?

ইয়ারবক্স ॥ কাঁপি নি তো ··শীত করছে···

সুবল ॥ শীত করছে—এই গরমে —হাঃ হাঃ হাঃ !

ইয়ারবক্স ॥ শীত মানে শীত-শীত···মানে জর আসছে।

সুবল ॥ তাহলে চল্ কামানের গোলার মুখে ফেলে দিই—গা গরম হয়ে যাবে।

ইয়ারবক্স ॥ এয় বাপ, জানে মারা যাব···মাইরি বলছি, বিবির সাথে মুলাকাত হবে না !

সুবল ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! তবে দূর হ কাপুরুষ—

[ধাক্কা দিয়া লইয়া গেল। নেপথ্যে বিজয়ী সৈন্যদেব জয়োল্লাস ও শৃঙ্গ নিনাদ···]

ঘোষক ॥ (নেপথ্যে) যুদ্ধবিজয়ী মহামান্য বিষ্ণুপুরাধিপতি প্রবলপরাক্রান্ত অমিতপ্রতাপ মল্লেশ্বর মহারাজাধিরাজ শ্রী দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ——— !

[রঘুনাথ সিংহ প্রবেশ করিলেন পুষ্পমাল্য-হস্তে চন্দ্রপ্রভাও আসিলেন।]

চন্দ্রপ্রভা ॥ হে বিজয়ী বীব ! তোমার জন্য জয়মাল্য রচনা করেছি—সেই মাল্য কণ্ঠে ধারণ ক'রে আমাকে ধন্য করো।

[মাল্যদান ও প্রণাম···নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ··]

রঘুনাথ ॥ চন্দ্রপ্রভা—

চন্দ্রপ্রভা ॥ মহারাজ !

রঘুনাথ । তোমার-আমার প্রথম পরিচয়ের দিনটি আমি আজও ভুলি নি। প্রথম দর্শনেই তোমার শান্ত-স্নিগ্ধ রূপে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। তুমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তুমি সত্যাশ্রয়ী রাজা।

রঘুনাথ ॥ চন্দ্রা, সত্যপালন মানুষের ধর্ম। তোমার কাছে আমি সত্যে আবদ্ধ ছিলাম—তাই তো তোমার আহ্বানে ছুটে এসেছি। এ আমার কর্তব্য।

চন্দ্রপ্রভা ॥ শুধু কর্তব্যবোধ আর সত্যবোধ তোমাকে টেনে এনেছে! আর কিছুই না!

রঘুনাথ ॥ অভিমান ক'রো না চন্দ্রা। প্রেম সর্বাপেক্ষা মহান। সেই প্রেমের আহ্বানেই এসেছে আমার সত্যবোধ, কর্তব্যবোধ। সেই প্রেমের আকর্ষণেই তুমি সেদিন জ্যোৎস্না-ধৌত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে চন্দ্র সাক্ষী ক'রে পরিয়েছিলে তোমার বাহুবল্লরী!

চন্দ্রপ্রভা ॥ মহারাজ…

রঘুনাথ ॥ কি বলছিলে বলো। কী—সব কথা হারিয়ে গেল ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ কথা হারায় নি। ভয় হচ্ছে… হয়তো বহুর মধ্যে আমি হারিয়ে যাব!

রঘুনাথ ॥ না চন্দ্রা, তোমাদের ইষ্টদেবী খড়্গেশ্বরীর নামে শপথ করছি—তুমি হবে বিষ্ণুপুরের পট্টমহারানী। যদি কোনো দিন অন্য নারীর আকর্ষণে তোমার অমর্যাদা করি সেদিন…যেন তোমার হস্তেই নেমে আসে আমার মৃত্যু!

চন্দ্রপ্রভা ॥ ছি ছি, এ কি বলছ !

রঘুনাথ ॥ অপূর্ব লগ্নে আমাদের মিলন হ'ল চন্দ্রা। অর্ধেক সৈন্য হারিয়ে রাজ্য ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন তোমার পিতা…তাঁর সেই পরিত্যক্ত রাজ্য আমি দখল করলাম… রাজ্যের যাবতীয় মূল্যবান সম্পত্তি অধিকার করলাম… প্রাসাদে এসে হরণ করলাম সিংহ-কন্যা…

(রামশংকরের প্রবেশ)

রামশংকর ॥ মহারাজ ! রাজভাণ্ডারের অমূল্য সামগ্রী, দেববিগ্রহ, দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ—সমস্ত আমাদের হস্তগত।

রঘুনাথ ॥ শুনলে ··শুনলে চন্দ্রা…অপূর্ব লগ্নে আমাদের মিলন…

রামশংকর ॥ এ-মিলনেও সুখ আছে মহারাজ। মিলনের শঙ্খধ্বনি নেই—আছে তোপধ্বনি ; নহবতের আগমনী সুর নেই—আছে রণবাদ্য ; আলোকসজ্জার পরিবর্তে সৈন্যদের শত শত মশাল ; ললাটে আপনার চন্দন নেই—আছে বারুদের কৃষ্ণ কালি !

রঘুনাথ ॥ বাঃ…চমৎকার উপমা ! চন্দ্রা, আমার অন্তরঙ্গ মিত্র রামশংকর ভট্টাচার্য—উৎসবে, ব্যসনে, রাজদ্বারে, সমরে, শিবিরে সর্বত্র আমার সঙ্গী। এর আরও পরিচয় আছে—প্রতিভাবান কবি, গায়ক—তাই সবাই বলে তরুণ সঙ্গীতরথী।

রামশংকর ॥ অভিবাদন গ্রহণ করুন বধূরানী।

(সুবল সিংহের প্রবেশ)

সুবল ॥ মহারাজ, চেৎ-বর্ধার যাবতীয় রত্ন-ঐশ্বর্য, শিল্পকলার নিদর্শন, ভাস্কর্যের চিহ্ন সমস্তই বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কংসাবতী তীরে—আমাদের বজরায়।

রঘুনাথ ॥ উত্তম, সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রস্তুত হতে বলো। প্রত্যূষের প্রথম ক্ষণেই আমরা মেদিনীপুর পরিত্যাগ করব।

সুবল ॥ যে-আজ্ঞে—

[প্রস্থান

রঘুনাথ ॥ রামশংকর, মন্ত্রীমশায় বোধ হয় নিকটেই অবস্থান করছেন—তাঁকে একবার আহ্বান জানাও।

[রামশংকরের প্রস্থান

চন্দ্রা, পিতৃবন্ধু মন্ত্রীমশায়কে আমি পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করি—তুমিও তাই করবে।

(দেবানন্দেব প্রবেশ)

দেবানন্দ ॥ বৎস রঘুনাথ, আমায় স্মরণ করেছ ?

রঘুনাথ ॥ হ্যাঁ মন্ত্রীমশায়। আমাদের প্রত্যাবর্তনের পর থেকে সারা বিষ্ণুপুরে এক মাস ধরে চলবে উৎসব। প্রজাদের মধ্যে খাদ্য বস্ত্র অর্থ স্বর্ণ বিতরণ করতে হবে। রাজ্যের দীনতম প্রজার মুখেও যেন হাসি ফুটে ওঠে, কারণ রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূস্বামী-কন্যা চন্দ্রপ্রভাকেও গ্রহণ করেছি।

(চন্দ্রপ্রভা প্রণতা হইলেন)

দেবানন্দ ॥ থাক্ মা, থাক্। দেখি মা মুখখানি…অপরূপা…রাজ-রানীর উপযুক্তা…যাও মা, নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করো।

[চন্দ্রপ্রভার প্রস্থান

রঘুনাথ, এ-বিবাহ অসম্ভব।

রঘুনাথ ॥ অসম্ভব !

দেবানন্দ ॥ হ্যাঁ, অসম্ভব।

রঘুনাথ ॥ কেন মন্ত্রীমশায় ?

দেবানন্দ ॥ সে-কথা জানতে চেয়ো না—সে বড়ো নির্মম !

রঘুনাথ ॥ হোক নির্মম—আমি শুনতে চাই।

দেবানন্দ ॥ চন্দ্রপ্রভার ললাট-লিখন পরীক্ষা ক'রে দেখলাম—তার অদৃষ্টে বড়ো ভয়ঙ্কর যোগ ! সে—

রঘুনাথ ॥ সে— ?

দেবানন্দ ॥ সে···না, না, সেই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করতে পারব না। তাকে বিবাহ করার বাসনা তোমাকে পরিত্যাগ করতেই হবে—এই-ই জ্যোতিষশাস্ত্রের নির্দেশ।

রঘুনাথ ॥ শাস্ত্র ! শাস্ত্র ! শাস্ত্রের বিধানই হবে সত্য—মিথ্যা হয়ে যাবে দু'টি হৃদয়ের আবেদন ! না, না—লক্ষ্মীরূপা তেজোদ্দীপ্তা চন্দ্রপ্রভার দুর্নাম দেয় যে-শাস্ত্র, সে-শাস্ত্র মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা—

দেবানন্দ ॥ মিথ্যা ! রঘুনাথ, বিষ্ণুপুর সব শক্তিকে অবজ্ঞা করতে পারে কিন্তু জ্যোতিষকে অবিশ্বাস করে না। এই বৃদ্ধ আচার্য দেবানন্দ দৈবজ্ঞের জ্যোতিষচর্চা কখনো ব্যর্থ হয় নি। তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য চন্দ্রপ্রভাকে বিস্মৃত হওয়াই উচিত।

রঘুনাথ ॥ মার্জনা করবেন, সে-স্পর্ধা আমার নেই। চন্দ্রপ্রভার কাছে আমি প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। আমার জীবনে যত বড়ো অমঙ্গল আসে আসুক—তবুও—

দেবানন্দ ॥ তবুও— ?

রঘুনাথ ॥ দেবীস্বরূপা চন্দ্রপ্রভাই হবে বিষ্ণুপুরের রাজলক্ষ্মী !

বিরতি—৫ মিনিট

দ্বিতীয় অংক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

উড়িষ্যা—রহিম খাঁর রঙমহল

[সন্ধ্যা। সুবৃহৎ কক্ষের পিছন দিকে কয়েক সারি সোপান, তাহার উপর দর-দালান। উন্মুক্ত অলিন্দপথে ভগ্ন-চন্দ্রের জ্যোৎস্না ও নক্ষত্রের ঝিকিমিকি দৃষ্ট হয়। এক কোণে সুন্দর মখমল-পর্দাবৃত কক্ষদ্বার, অন্যদিকে হর্মতলে সুন্দর ফরাশ ও তাকিয়া।

পর্দা সরাইয়া অশ্রুসিক্ত লোচনে নাদের প্রবেশ করিল, তাহাকে অনুসরণ করিয়া বিলায়েত খাঁ আসিলেন।]

বিলায়েত ॥ তুমি আবার কাঁদছ নাদের!

নাদের ॥ না ওস্তাদজি—

বিলায়েত ॥ ঝুট! উড়িষ্যার রঙমহলে এসে অবধি কাঁদছ। ভুলে যেয়ো না, আজ তোমার লালীর জিন্দগীতে প্রথম ওড়না সরাবার দিন। আঁসু মোছো।

নাদের ॥ না-না, তার অমঙ্গল আমি চাইনা। সে অকূলে কূল পেয়েছে···তার জিন্দিগীতে সুখের রোশনাই জ্বলে উঠেছে···

বিলায়েত ॥ তবে! লালীকে দেখে যদি আফগান-সর্দার বেগমের ইজ্জত দেন তাহলে তার চেয়ে খুশ-খবর আর কী হতে পারে!

নাদের ॥ কিন্তু আমি যে পারি না···কিছুতেই লালীকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতে পারি না। আমি কোথায় যাব ওস্তাদজি ?

বিলায়েত চিন্তা নেই। আমি তোমার জন্য আফগান-সর্দারের কাছে আশ্রয় ভিখ্ চেয়ে নেব।

নাদের ॥ যদি তিনি ওকে বেগমের ইজ্জত না দেন— !

বিলায়েত আমার বিশ্বাস—লালীর স্বরৎ পাঠানের পাষাণ-কলিজায় আগ লাগাবে, তার নাচগান তাঁকে দুনিয়া ভোলাবে। আর তা যদি না হয় তবুও সারি হিন্দুস্তানের খানদানী বংশের মহফিল জরুর তাকে ডাক দেবে···যশ-ঐশ্বর্য দু-পায়ে ছড়িয়ে পড়বে···

নাদের ॥ ওস্তাদজি, লালী পারবে তো মাইফেল সরগরম করতে ?

বিলায়েত আলবৎ। বছরের পর বছর আমরা তাকে সেই তালিমই দিয়েছি, মজলিসী আদব-কায়দা সবই শিখিয়েছি। আমাদের অক্লান্ত সাধনা ব্যর্থ হতে পারে না।

নাদের ॥ জরুর ! আল্লাতায়লা তাকে সুখী করুন—

বিলায়েত ওকে প্রতিষ্ঠিতা ক'রে আমি একবার মুঘল-দরবারে যেতে চাই নিষিদ্ধ নাচ-গানের ফরমান বদলের আরজি করতে।

নাদের ॥ কিন্তু বাদশাহ্ ঔরংজেব তো চিরকালের মতো নাচ-গানকে তালাক দিয়েছেন—

বিলায়েত দেহলী, আগ্রা, লখনউয়ের নামজাদা ওস্তাদ আর বাঈদের ডেকে আমি একবার শেষ চেষ্টা করব।

তারপর···আমার কিয়ামতের দিন আসন্ন···আমি হব হজযাত্রী···

(ইয়ারবক্সের প্রবেশ)

ইয়ারবক্স ॥ আদাব, আদাব। আমি আফগান-সর্দার রহিম খাঁর পেয়ারের তাঁবেদার ইয়ারবক্স। খাঁ-সাহেবের তাঞ্জাম আসছে, আপনারা মাইফেলের জন্য তৈরি হন।

বিলায়েত ॥ আমরা তৈরি। খাঁ-সাহেবের ডাক পৌঁছলেই লালবাঈ আসরে হাজির হবে। এস নাদের—

[উভয়ের প্রস্থান

ইয়ারবক্স ॥ লালবাঈ! বাঃ···বেশ খাসা নাম!

(তাঞ্জামবাহীদের শব্দ)

ঐ···ঐ সর্দারের তাঞ্জাম!

(রহিম খাঁ ও শোভা সিংহের প্রবেশ)

রহিম খাঁ ॥ সিং-জী, প্রচুর আশরফি ব্যয় ক'রে বানিয়েছিলাম এই রঙমহাল। বহুকাল পরে আজ ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলে উঠেছে—এসেছে এক নওজওয়ানী বাঈ, নাম তার লালবাঈ! তাঁবেদার—

ইয়ারবক্স ॥ হুকুম জনাব—

রহিম খাঁ ॥ শরাব, আতর-তামাক, ঔর পেশওয়ারী মেওয়া—

ইয়ারবক্স ॥ জী জনাব—

[প্রস্থান

রহিম খাঁ ॥ জানলে দোস্ত, লখনউ-এর তয়ফাওয়ালী জহুরাবাঈ জানিয়েছিল—নাচে তাউসের পেখম ওড়ায় লালবাঈ, গানে বুলবুলকেও হার মানায়। তাই আমি সানন্দে

ভেট পাঠিয়েছিলাম— আর বলেছিলাম, লালবাঈ যদি রূপে-গুণে সত্যই অদ্বিতীয়া হয় তাহলে তাকে দেবো বেগমের ইজ্জত ·····কি হ'ল সিং-জী, এত চিন্তাক্লিষ্ট কেন ? তোমারই চিত্তবিনোদনের জন্য এই মহ্‌ফিল-আসর—

শোভা সিংহ ॥ না খাঁ-সাহেব, জলসা-আসর অপেক্ষা যুদ্ধ-আসরই আমার কাম্য ।

রহিম খাঁ ॥ ঠহ্‌রও দোস্ত, ঠহ্‌রও। বর্ধমানরাজ চর-মারফৎ কি সংবাদ পাঠান দেখ। যদি তাঁর জওয়াব আমাদের অনুকূল হয় তাহলে একটা বলিষ্ঠ রাজশক্তি বিদ্রোহ-পথের পাথেয় হবে ।

শোভা সিংহ ॥ উন্মাদ হয়েছ রহিম খাঁ— মোগল-দাস কৃষ্ণরাম রায় যোগ দেবে আমাদের সঙ্গে ! আমার ভ্রাতার হস্তে কন্যা-সমর্পণ ক'রে সে আমাকে আবদ্ধ করবে আত্মীয়তার বন্ধনে !

রহিম খাঁ ॥ কে জানে হয়ত মুঘল-অত্যাচার সেই হিন্দু-অন্তরকে বিদ্রোহী করেছে ! প্রয়োজন হ'লে তিনি শির উন্নত ক'রে দাঁড়াতেও পারেন—

শোভা সিংহ ॥ কেউ মুঘলের বিরুদ্ধে শির উন্নত করবে না সর্দার— বিষ্ণুপুর-রাজকে দিয়েই তার প্রমাণ পেয়েছি। উঃ·· তার কাছে পরাজয় আমার সারা জীবনে হয়ে রইল একটা কলঙ্ক !

রহিম খাঁ ॥ সে সব ভুলে যাও দোস্ত।

শোভা সিংহ ॥ স্মৃতি আমাকে ভুলতে দিচ্ছে কই ! আমার পরগণার সম্পদ-লুণ্ঠন, দুর্গ-ধূলিসাৎ, কন্যাহরণ—

রহিম খাঁ ॥ তোমার বন্দিনী কন্যা ছিল নিরুপায়—

শোভা সিংহ বন্দিনী হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে পাথর-দেওয়ালে মাথা ঠুকে সে কেন করেনি আত্মহত্যা !

রহিম খাঁ ॥ থাক্ সে সব কথা। স্বেচ্ছায় সে আত্মসমর্পণ করেছে, আর বিষ্ণুপুররাজও তাকে শাদী করেছে।

শোভা সিংহ যার জন্য কন্যা আমার বুকে শেল হেনেছে—আমি পিতা হয়ে অভিসম্পাত দিচ্ছি—সেই প্রিয় স্বামীও তার বুকে শেল হানবে !

[ইয়ারবক্স ইতিমধ্যে শরাব, পানপাত্র, মেওয়া ও ফরসি আনিয়াছে।]

রহিম খাঁ। বসো দোস্ত, তোমার মন আজ বড়ো উথল। ইয়ারবক্স, স্বর্ণপাত্রে সরাব ঢালো—সরাবের নেশায় আর লালবাঈয়ের নৃত্যগীতে আমেজ আসুক !...এস দোস্ত, এস—। লালবাঈ— !

[যন্ত্রসঙ্গীতে সুর-মূর্চ্ছনা ..পর্দাভ্যন্তর হইতে অপরূপ নৃত্য-ভঙ্গিমায় লালবাঈ-যের আবির্ভাব, একখানি শুভ্র মসলিনের স্বচ্ছ ওড়নায় তাহার মুখশ্রী আবৃত।]

ইয়ে লালবাঈ !

(বিলায়েত খাঁর প্রবেশ)

বিলায়েত জী জনাব—

রহিম খাঁ। তোফা ! তোফা ! জহান-কি-কোহিনূর !

বিলায়েত আফগান-সর্দার, প্রথমে আপনি লালবাঈয়ের মুখের ওড়না উন্মোচন করুন। আজ আপনার রঙমহলে ওর পহেলি-মহফিল।

রহিম খাঁ ॥ বহুত-আচ্ছা !

বিলায়েত ॥ লেকিন ইয়াদ রাখবেন জনাব—স্বেচ্ছায় যদি লালবাঈ মুক্তি না চায় তাহলে আপনাকেই দিতে হবে ওর ঠাঁয়্ আর ইজ্জত।

রহিম খাঁ ॥ উস্তাদ বিলায়েত খাঁ, সামান্য বাঈজীর ইজ্জত নয়—লালবাঈ পাবে আমার বেগমের ইজ্জত।

(ওড়না উন্মোচন)

লালবাঈ! শুরু হোক তোমার নাচ—নাচের ঘূর্ণিতে ওঠাও ঝড়-তুফান—ঘোরাও পেশওয়াজের সলমা-চমক কিনার!

(লালবাঈয়ের নৃত্য)

রহিম খাঁ ॥ ওয়া! ওয়া! শাবাশ! শাবাশ!

শোভা সিংহ ॥ অপূর্ব! অপূর্ব!

লালবাঈ ॥ (আতঙ্কে) আ——!

[নৃত্যতাল বিচ্ছিন্ন হইল। মুহূর্তে সকলে বিস্মিতনেত্রে লালবাঈয়ের পানে তাকাইয়া দেখিল সে শঙ্কিত চক্ষে পিছনে চাহিয়া আছে—সেখানে সবেমাত্র কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইয়াছে ইসলাম।]

রহিম খাঁ ॥ ও…হাঃ হাঃ হাঃ! ইসলাম, তোমার ঐ সুরৎ দেখে ভয় পেয়েছে লালবাঈ।·· ডরো মৎ! ও আমার বিশ্বস্ত নফর—সহ-সৈন্যাধ্যক্ষ ইসলাম আলি।…কি সংবাদ ইসলাম?

ইসলাম ॥ জনাব, বর্ধমানরাজের হস্তে প্রস্তাবনামা তুলে দিতেই তিনি তা পাঠ ক'রে কুমার জগৎরামকে উপযুক্ত জওয়াব

দিতে বললেন। জগৎরাম প্রস্তাবনামা পড়ে শতছিন্ন ক'রে এই পত্র লিখে দিয়েছেন।

[পত্রদান ও প্রস্থানকালে লালবাঈয়ের দিকে দাঁত বাহির করিয়া হাসিল]

শোভা সিংহ ॥ এত দর্প! এত অহংকার!

রহিম খাঁ ॥ পাঠ করো দোস্ত।···বিলায়েত খাঁ, মহফিল আজকের মত মুলতবী রইল।

[বিলায়েত খাঁ, লালবাঈ ও ইয়াববক্সের প্রস্থান

শোভা সিংহ ॥ "রাজ্যহারা শোভা সিংহের ভ্রাতা বর্ধমান-রাজনন্দিনীর আজ্ঞাবহ দাসের উপযুক্ত। যদি সেই কার্যে ভ্রাতাকে নিযুক্ত করিতে পারেন তাহা হইলে অবিলম্বে ভ্রাতাসহ উপস্থিত হউন।"···(পত্রনিক্ষেপ) উত্তম—অবিলম্বেই সেখানে উপস্থিত হব!

রহিম খাঁ ॥ এতখানি বে-ইজ্জতি!

শোভা সিংহ ॥ এই অপমানের উপযুক্ত প্রতিফল চাই! হাঃ হাঃ হাঃ—মদোন্মত্ত রাজার ছিন্নশির···তারপর—বন্দিনী রাজনন্দিনী করবে আমার ভ্রাতার পদসেবা···অবশেষে জগৎরাম···জগৎরাম···

রহিম খাঁ ॥ শোভা সিং—শোভা সিং—

শোভা সিংহ ॥ শোভা সিংহ—সিংহেরই শোভা! তার আবির্ভাবে মুষিক জগৎরাম গর্তের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবে!

(হিমাদ্রি সিংহের প্রবেশ)

হিমাদ্রি ॥ দাদা! হিন্দুর তীর্থ, মন্দির, দেবতা মোগল নির্মমভাবে ধ্বংস করছে। কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দির, মথুরার কামেশ্বর

মন্দির চূর্ণ ক'রে সেখানে গড়েছে মসজিদ। এইবার বাদশাহী-পরোয়ানা এসেছে—তাম্রলিপ্ত হতে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত সব দেবমন্দির ধ্বংস করার।

রহিম খাঁ ॥ শোভান-আল্লা!

শোভা সিংহ ॥ আর নয়, আর নয় রহিম খাঁ। আবার বিদ্রোহ করব। কটক থেকে মেদিনীপুর, মেদিনীপুর থেকে বর্ধমান, বর্ধমান থেকে হুগলী—সমগ্র অঞ্চল আমাদের পদানত করতে হবে, তারপর আমরাই হব বাঙলার ভাগ্যবিধাতা।

রহিম খাঁ ॥ বাঙলার স্ববেদারী-তক্ত্! বহুত-আচ্ছা, তাই হোক··· তাই হোক!···হিমাদ্রি সিং, একবার ইসলাম আলিকে পাঠিয়ে দাও—

[হিমাদ্রি সিংহের প্রস্থান

এই কাফরীটা বহুত হিম্মত ধরে। ছিল ক্রীতদাস, হ'ল আমার নওকর, এখন সহকারী-সৈন্যাধ্যক্ষ। এখানে থেকে যুদ্ধবিদ্যা বেশ আয়ত্ব করেছে। ওটাকে দিয়ে··· এই যে ইসলাম!

(ইসলামেব প্রবেশ)

ইসলাম ॥ বন্দেগি জনাব—

রহিম খাঁ ॥ ইসলাম, তকদীর-সন্ধানে তুমি এসেছ হিন্দুস্তানে। তুমি বীর—তোমাকে আমি উন্নতির সোপান-আরোহণের একটা স্বযোগ দিতে চাই।

ইসলাম ॥ ফরমাইয়ে জনাব—

রহিম খাঁ ॥ বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই। সর্বাগ্রে উড়িষ্যা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত—অবশ্য বিষ্ণুপুর বাদে—আমরা

করায়ত্ত করতে চাই। তুমি কিভাবে সাহায্য করতে পার ?

ইসলাম ॥ বর্ধমান—বর্ধমান অধিকারের ভার আমাকে দিন জনাব।

রহিম খাঁ ॥ পারবে তুমি ?

ইসলাম ॥ জী জনাব—আপনার হুকুমে এই বান্দা এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে বর্ধমান জয় করতে পারে।

রহিম খাঁ ॥ উত্তম, বাকী সৈন্য নিয়ে আমরা যাব হুগলীর পানে; হুগলী জয় ক'রে সসৈন্য আমি বর্ধমানে ফিরে আসব। আমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে চাই বর্ধমান-প্রাসাদচূড়ায় তোমার জয়-পতাকা উড়ছে !

ইসলাম ॥ আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে হজরৎ।

শোভা সিংহ ॥ বর্ধমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ অবরোধ করবে—একটি প্রাণীও যেন পলায়নে সক্ষম না হয়।

রহিম খাঁ ॥ গুরু-দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পিত হয়েছে ইসলাম। এ-দায়িত্ব পালনে যদি অক্ষম হও তো এখনো বলো—

ইসলাম ॥ জনাব, কাফরী কখনো জবান দিয়ে খেলাপ করে না ! আমি দায়িত্ব-পালন করবই।

শোভা সিংহ ॥ তাহলে বন্ধু, আমি সৈন্যাধ্যক্ষকে সত্বর বাহিনী সজ্জিত করবার আদেশ জানাই—

[প্রস্থান

রহিম খাঁ ॥ ইসলাম !

ইসলাম ॥ হুকুম জনাব—

রহিম খাঁ ॥ ধরো বর্ধমান জয় হ'ল না, অথচ বাহিনী হ'ল বিপর্যস্ত—

ইসলাম ॥ কাফরী ইসলাম তা হতে দেবে না জনাব—তার জান কবুল !

রহিম খাঁ ॥ শাবাশ !

ইসলাম ॥ কিন্তু কাজ হাসিল্ হ'লে—

রহিম খাঁ ॥ ইনাম পাবে।

ইসলাম ॥ কী ইনাম—

রহিম খাঁ ॥ যা তোমার খুশী।

ইসলাম ॥ তাই মিলবে ?

রহিম খাঁ ॥ পাঠানও তার জবান রাখে কাফরী।

ইসলাম ॥ বেশ, তাহলে আমার ইনাম—

[লালবাঈ প্রবেশ করিয়া কুনিশ করিতে ছিল, তাহাকে দেখিয়া ইসলাম হাসিল।]

আমার ইনাম জনাব !

রহিম খাঁ ॥ লালবাঈ !

ইসলাম ॥ জী জনাব। চিন্তা ক'রে দেখুন, বলিষ্ঠ রাজশক্তির পরাজয়ের জন্য কতখানি তাকত দরকার—তার বিনিময়ে সামান্য একটা নাচনেওয়ালি···

রহিম খাঁ ॥ বেশ, তাই হবে—তুমি···তুমি ইনাম পাবে !

ইসলাম ॥ মেহেরবান জনাব, আদাব—

[প্রস্থান

লালবাঈ ॥ জনাব !

রহিম খাঁ ॥ ডর নহী হ্যায় ! লাল···মেরে লাল···তোমাকে আমি কলিজার মধ্যে স্থান দিয়েছি, তোমাকে বেগম করার খোয়াব দেখেছি। তোমার পানে যে বেশরম হাত বাড়াবে তাকে আমি কতল করব !

লালবাঈ ॥ জনাব—

রহিম খাঁ ॥ কী লাল ?

লালবাঈ ॥ মহফিল-আসরে নাচ থামিয়ে যে অন্যায় করেছি তার জন্য আমি লজ্জিত। মেরা কসুর মাফ কিজিয়ে…

রহিম খাঁ ॥ পিয়ারী, তুমি বেকসুর।

লালবাঈ ॥ জনাব!

(রক্তগোলাপ দান)

রহিম খাঁ ॥ আফগানের কড়া খুনে তুমি নেশা জাগিয়েছ। আমার রেগিস্তানের বসরাই গুলাব—তোমার খুশবয়ে আমি মাতোয়ালা!

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

বিষ্ণুপুর রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান

[অপরাহ্ন।…রঘুনাথ শ্বেত প্রস্তর-বেদিকায় বসিয়া চন্দ্রপ্রভার গীত শ্রবণ করিতেছিলেন।]

(চন্দ্রপ্রভার গীত)

বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ও দুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে ॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।

পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি ॥
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
তোমার স্মিরিতি তোমার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥

রঘুনাথ ॥ চন্দ্রা, কণ্ঠে তোমার কত মধু! তোমার মতো স্ত্রী পেয়ে আমি সত্যই ভাগ্যবান। বলো প্রিয়ে, তুমি তো সুখী ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ প্রভু, সামান্য ভৌমিক-কন্যা আমি—পেয়েছি তোমা স্ত্রীর মর্যাদা, পেয়েছি পাটরানীর আসন—এতেই আমি মহাসুখী।

রঘুনাথ ॥ তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই—বলো চন্দ্রা, তু আমার কাছে কী চাও।

চন্দ্রপ্রভা ॥ কিছুই চাই না প্রিয়। পেয়েছি তোমার মন-প্রাণ—সে আমার মহা-ঐশ্বর্য। কিন্তু জানি না তোমার জীবনে কতখানি পূর্ণ করেছি!

রঘুনাথ ॥ চন্দ্রা, তুমি আমার জীবনকে পরিপূর্ণ করেছ! তোমা কোলে মদনমোহনের রূপ ধরে এসেছে গোপাল সিংহ— বিষ্ণুপুর-সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী - তার কল কাকলীতে আমার জীবন ভরে উঠেছে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ আমার গোপালকে দীর্ঘজীবী করুন দেবী মৃন্ময়ী।

রঘুনাথ ॥ দেবী মৃন্ময়ী! ত্রিশূলধারিণী দেবীর ইতিহাস তুমি জানো

চন্দ্রপ্রভা ॥ না প্রভু—তুমি বলো।

রঘুনাথ ॥ বিষ্ণুপুরের আদি রাজা ছিলেন রঘুনাথ মল্ল। তিনি যথ

মাতৃগর্ভে, তার পিতা-মাতা উভয়েই তীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যাত্রাকালে গভীর অরণ্যে জন্ম নিলেন রঘুনাথ। সদ্যোজাত শিশু আর তার জননীকে সেইখানে পরিত্যাগ ক'রে স্বামী তীর্থযাত্রা করলেন।

চন্দ্রপ্রভা ॥ উঃ···কি নিষ্ঠুর!

রঘুনাথ ॥ রাত্রে হিংস্র পশু এসে জননীকে ভক্ষণ করল, তারপর··· তারপর শিশুকে আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ল—ঠিক সেই সময়ে দেবী মৃন্ময়ী ভয়ংকরী রূপ ধারণ ক'রে রক্ষা করলেন শিশুটিকে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তার পর প্রভু?

রঘুনাথ ॥ ক্ষুধাতুর শিশু অবিরাম চিৎকার করছে···তখন দেবী বৃক্ষশাখায় সৃষ্টি করলেন মধুচক্র···সেই চক্র হতে বিন্দু বিন্দু মধু বর্ষিত হ'ল ক্ষুধাতুর শিশুর মুখে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ আঃ···দেবী কৃপাময়ী!

রঘুনাথ ॥ এইভাবে দেবীর কৃপায় সেই শিশু পরিণত হ'ল বালকে। বালকের জীবিকা হ'ল গোচারণ। গোচারণকালে সে যখন নিদ্রা যেত সেই সময়ে দেবী সর্পরূপে ফণা তুলে তার রৌদ্রতপ্ত মুখে ছায়াদান করতেন।

চন্দ্রপ্রভা ॥ বড়ো অলৌকিক শক্তিময়ী দেবী!

রঘুনাথ ॥ হ্যাঁ—শক্তিময়ী মৃন্ময়ী দেবীই একদিন রাখাল রঘুনাথকে দিলেন রাজসিংহাসন। সেই থেকে চন্দ্রা, ঐ দেবীর চরণে বিষ্ণুপুর সর্বস্ব সমর্পণ করেছে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ জাগ্রতা দেবী! জাগ্রতা দেবী!

(উদ্দেশে প্রণাম)

(রামশংকরের প্রবেশ)

রামশংকর ॥ মহারাজ—মহারাজ—

রঘুনাথ ॥ এস রামশংকর।

রামশংকর ॥ মহারাজ, আজ সন্ধ্যায় সংগীতকক্ষে গানের আসর বসবে। ওস্তাদজী ব'লে পাঠালেন, সেই আসরে আপনাকেও সংগীত পরিবেশন করতে হবে।

রঘুনাথ ॥ ওস্তাদজীর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই ভাই।

রামশংকর ॥ তাহলে আমি গিয়ে ওস্তাদজীকে জানাই। আসি বধূরানী—

[প্রস্থান

রঘুনাথ ॥ সরল, উদার রামশংকর!

চন্দ্রপ্রভা ॥ ওর পদ-রচনাও যেমন সাবলীল, কণ্ঠও তেমনি সুমধুর!

(দেবানন্দের প্রবেশ)

দেবানন্দ ॥ রঘুনাথ—

রঘুনাথ ॥ মন্ত্রীমশায়!

দেবানন্দ ॥ বৎস, দারুণ দুঃসংবাদ…

রঘুনাথ ॥ দুঃসংবাদ!

দেবানন্দ ॥ শোভা সিংহ আর রহিম খাঁ—

চন্দ্রপ্রভা ॥ আবার বিদ্রোহী!

দেবানন্দ ॥ গুপ্তচর সেই সংবাদই বহন ক'রে এনেছে মা!

চন্দ্রপ্রভা ॥ কি বলছেন মন্ত্রীমশায়!

দেবানন্দ ॥ শত্রুরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে একসঙ্গে বর্ধমান ও হুগলী

আক্রমণ করতে ছুটেছে। কে জানে এবার হয়তো এই বিষ্ণুপুর—

রঘুনাথ ॥ বিষ্ণুপুর! বিষ্ণুপুরের মাটিতে শত্রুর পদচিহ্ন পড়বার আগেই তাদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

দেবানন্দ ॥ রঘুনাথ!

রঘুনাথ ॥ আমি এই মুহূর্তে হুগলী রওনা হব। আমার অশ্বারোহী সৈন্য আর ওলন্দাজের কামান নিশ্চয়ই বিদ্রোহীদের পরাজিত করবে। তারপর বর্ধমানে ফিরে এসে বিদ্রোহ দমন করব।

দেবানন্দ ॥ বীর হাম্বিরের বংশধর তুমি—মৃন্ময়ী দেবীর কৃপায় নিশ্চয় জয়যুক্ত হবে! আমি যাই বৎস—অবিলম্বে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করবার আজ্ঞা দিই।

[প্রস্থান

রঘুনাথ ॥ চন্দ্রা, আমার সংগীত-সাধনা এমনি ক'রে বাধা পাচ্ছে! আজ সন্ধ্যায় সংগীত-আসরে উপস্থিত হতে পারলাম না!

চন্দ্রপ্রভা ॥ প্রভু—স্বামী—

রঘুনাথ ॥ কী আশ্চর্য চন্দ্রা—জীবনে বার বার পূজনীয় শ্বশুর ঠাকুরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হচ্ছে!

চন্দ্রপ্রভা ॥ প্রিয়তম, তোমার রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভেবে হৃষ্টমনে অগ্রসর হও। বিদ্রোহীদের সাজা দিয়ে অন্যায় উৎপীড়নের অবসান করো।

রঘুনাথ ॥ কিন্তু···কিন্তু কী ভীষণ এর পরিণাম তুমি কল্পনা করতে পার?

চন্দ্রপ্রভা ॥ পারি। তবুও তোমাকে শত্রুধ্বংস করতে হবে।

রঘুনাথ ॥ সে-শত্রু তোমার-আমার পরমাত্মীয় চন্দ্রা !

চন্দ্রপ্রভা ॥ তবুও—

রঘুনাথ ॥ পিতা কিম্বা পতি—একজনকে তুমি হারাবেই !

চন্দ্রপ্রভা ॥ তবুও…তবুও তোমাকে যেতে হবে। জাগ্রতা দেবী মৃন্ময়ী, শক্তি দাও…শক্তি দাও… ! চলো আমি স্বহস্তে তোমাকে যুদ্ধবেশ পরিয়ে দিই।

রঘুনাথ ॥ চন্দ্রা, আমার জন্য তুমি দেবীর কাছে শক্তিভিক্ষা করলে। যদি জয়ী হই তাহলে তোমার জন্য কী নিয়ে আসব রানী ? দস্যু-লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ না—

রঘুনাথ ॥ রত্ন-ঐশ্বর্য ? বহুমূল্য রাজ-আভরণ ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ তাও না।

রঘুনাথ ॥ তাহলে— ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর জল এনো আমার জন্য একটি মৃৎপাত্রে।

রঘুনাথ ॥ পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর জল ! বেশ তাই হবে রানী, তাই হবে। তোমার জন্য শুদ্ধচিত্তে নিয়ে আসব—পতিত পাবনী ভাগীরথীর অমৃতধারা !

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

বর্ধমান—যুদ্ধশিবির

[দৃশ্যারম্ভের পূর্বে অন্ধকারে রণ-কোলাহল, কামান-গর্জন ও সৈন্যদের বিজয়োল্লাস "জয় শোভা সিংহের জয়"। ধীরে ধীরে তাহা বিলীন হইলে দৃশ্য প্রকাশিত হইল।

রাত্রি।··· বিজয়ী শোভা সিংহ মদ্যপানরত, নিকটে ইসলাম দণ্ডায়মান ; দ্বারে বর্শাহস্তে দুইজন রক্ষী।]

শোভা সিংহ ॥ শোভা সিংহের জয়! শোভা সিংহের জয়ধ্বনিতে বর্ধমানের আকাশ-বাতাস মুখরিত···হুগলী আর বর্ধমান আমাদের করতলগত···কিন্তু এ কি নূতন বিঘ্ন উপস্থিত ইসলাম! ঔরংজেব-পৌত্র আজিম-উস-সান ফৌজ নিয়ে বাঙলার সুবাদার হয়ে এল...

ইসলাম ॥ হ্যাঁ জনাব—সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ, জবরদস্ত খাঁ আর ফৌজদার নূর-উল্লা খাঁ—এই তিনজনের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ঔরংজেব তাকে পাঠিয়েছে।

শোভা সিংহ ॥ বাঙলায় প্রবেশ ক'রেই সে আমাদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল দামোদরের পরপারে! প্রত্যূষের প্রতীক্ষায় সে প্রহর গণনারত···

ইসলাম ॥ খাঁ-সাহেবের নিযুক্ত গুপ্তঘাতক ছদ্মবেশে বাদশাহী ফৌজের মধ্যে আত্মগোপন করেছে···আজই রাত্রে সুযোগ বুঝে সে যদি পারে আজিম-উস-সানকে খতম করতে—তো ব্যস···

শোভা সিংহ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—অসম্ভব ! বিশালবাহিনী সহ উপস্থিত আজিম-উস-সান। আর তার জন্য দায়ী একমাত্র পলাতক রাজকুমার জগৎরাম ! ওঃ, তাকে যদি একবার পেতাম··· ! আমার সমস্ত জয়ের আনন্দ ম্লান করেছে সে ! আশ্চর্য ইসলাম···বিদ্রোহের আভাস পেয়ে তোমার আক্রমণের পূর্বেই সে ঘোড়া ছুটিয়েছে মোগল-দরবারে সংবাদ পৌঁছে দিতে !

ইসলাম ॥ রাজকুমার পলাতক সত্য, কিন্তু আপনার আকাঙ্ক্ষা তো পূর্ণ। বর্ধমানরাজ যুদ্ধে নিহত, রাজকন্যা বন্দিনী—

শোভা সিংহ ॥ বন্দিনী রাজকন্যা ! তারই পদসেবা গ্রহণ করতে হুগলী দুর্গে সসৈন্য অবস্থান করছে হিমাদ্রি সিংহ ! আর বিলম্ব নয়, রাজকন্যাকে এই মুহূর্তে হুগলী প্রেরণ করতে হবে। ইসলাম, কোথায় সেই বন্দিনী ?

ইসলাম ॥ কারাগারে—সেখানে তাতার-প্রহরিণীরা তাকে আগলে আছে—এই প্রমত্ত অবস্থায়—

শোভা সিংহ ॥ আঃ···বাধা দিয়ো না, আমি সম্পূর্ণ সক্ষম।···রাজনন্দিনী, তোমাকে যে-সম্মান দিতে চেয়েছিলাম—অহংকারী তোমার পিতা তা প্রত্যাখান করেছিল—আর তাই প্রাণ দিয়ে সে করেছে প্রায়শ্চিত্ত ! এইবার তুমি—হাঃ হাঃ হাঃ— !

[প্রস্থান

ইসলাম ॥ প্রতিহিংসায় উন্মাদ সিংজী ! তার প্রাপ্য আজ ওয়াসিল ! এইবার রহিম খাঁর কাছে আমাকেও ওয়াসিল করতে হবে আমার পাওনা !

(রহিম খাঁর প্রবেশ)

রহিম খাঁ ॥ ইসলাম—

ইসলাম ॥ জনাব—

রহিম খাঁ ॥ তাম্বুর দরওয়াজা দিয়ে আসমানের পানে তাকাও তো—কী দেখছ ?

ইসলাম ॥ আঁধিয়ার !

রহিম খাঁ ॥ ফিকে ?

ইসলাম ॥ না জনাব—জমাট !

রহিম খাঁ ॥ জমাট ! জমাট আঁধিয়ারায় ঢাকা পড়ছে আসমান ! আঁধিয়ার হটবে, না দুর্যোগ নামবে ·· ?

ইসলাম ॥ জনাব !

রহিম খাঁ ॥ আজিম-উস্-সানের ফৌজ যুদ্ধ ক'রে হটানো সম্ভব নয়, তাই করেছি গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র।

ইসলাম ॥ কিন্তু যদি তা ব্যর্থ হয় তাহলে কি করবেন জনাব···শ্বেত নিশান উড়িয়ে সন্ধি ?

রহিম খাঁ ॥ সন্ধি ! যার অর্থ দাসত্ব— ? কভি নহী ! আফগানরা বাহুবলে দুনিয়ায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, তারা হিন্দুকুশের মতো অচল অটল, পদতলে সমগ্র দেশকে তারা অবনত করে। সেই বীর জাতির খুন বইছে আমার শিরায় শিরায়। প্রয়োজন হলে পাঠান সর্দার রহিম খাঁ সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ দেবে – তবু হীনতা স্বীকার করবে না !

ইসলাম ॥ জনাব ! বর্ধমানজয়ের ইনাম এখনো পাই নি।

রহিম খাঁ ॥ পাবে পাবে—সব একসঙ্গে মিলবে। আসমানের এই আঁধিয়ার আগে হটুক···তারপর তুমি হবে ফৌজদার, এই তোমার সেরা ইনাম।

ইসলাম ॥ না, আমার ইনাম লালবাঈ !

রহিম খাঁ ॥ খবরদার ! বদজবান করিস্ না বেইমান !

ইসলাম ॥ বে-ইমান ! হাঃ হাঃ হাঃ ! ইমান আপনার মধ্যে নেই জনাব—থাকলে বুঝতেন কে বেইমান ! দিন জনাব, প্রতিশ্রুত ইনাম আগে মিটিয়ে দিন।

রহিম খাঁ ॥ হ্যাঁ, ইনাম তুমি পাবে ! তোমার কার্যের নয়—স্পর্ধার !

ইসলাম ॥ স্পর্ধা বলেই তো কার্যোদ্ধার করেছি জনাব ! তাই তো চাইছি লালবাঈকে।

রহিম খাঁ ॥ চুপ রহ বেতমিজ ! লালবাঈ আমার বেগম। আমার তলবভোগী গুলাম হয়ে যদি তাকে চাও, তাহলে তার যোগ্য-ইনাম—!

(ছুরিকা প্রদর্শন)

ইসলাম ॥ হত্যা—? হাঃ হাঃ হাঃ—বেশ, তাই হবে জনাব—হত্যা …হত্যা…

রহিম খাঁ ॥ কোথা যাও ?

ইসলাম ॥ আসছি জনাব—দেখি যোগ্য-ইনাম কিভাবে লাভ করা যায় !

[প্রস্থান

(লালবাঈয়ের প্রবেশ)

লালবাঈ ॥ জনাব !

রহিম খাঁ ॥ লাল—

লালবাঈ ॥ আমার ডর লাগছে জনাব !

রহিম খাঁ ॥ ডর কিসের—তুমি আমার কাছে কাছে রয়েছ !

লালবাঈ ॥　ডর ঐ কাফরীটাকে। আমি দরওয়াজার আড়াল থেকে সব শুনেছি জনাব!

রহিম খাঁ ॥　অধিকারের বাইরে লোভের হাত বাড়িয়েছে ইসলাম! যুদ্ধশেষে ওকে করব খতম!

লালবাঈ ॥　তুমি আফগান—প্রতিশোধ নিতে পারবে জানি। তবুও বারবার আমার বুক কেঁপে উঠেছে!

রহিম খাঁ ॥　লাল! মেরে লাল! মেরে আঁখো-কি-রৌশন! আমি বেঁচে থাকতে কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

লালবাঈ ॥　জনাব···আমি বদনসীব। তাই সোবে হয়—আমার সব সুখ হয়তো বরবাদ হবে!

রহিম খাঁ ॥　না পিয়ারী, আমি ভরোসা দিচ্ছি—তুমি নিশ্চিন্ত মনে তোমার তাম্বুতে ফিরে যাও। তবে হ্যাঁ, একটু হোশিয়ার থাকবে · শয়তানটাকে বিশ্বাস নেই!

লালবাঈ ॥　ইরানী মেয়ে সব সময়ে হোশিয়ার থাকে জনাব! (ছুরিকা-প্রদর্শন) এতেও যদি ফল না হয়, তখন অঙ্গুশতরীর মধ্যে লুকোনো বিষ তার ইজ্জত বাঁচাবে!

[প্রস্থান

(ইয়ারবক্সের প্রবেশ)

ইয়ারবক্স ॥　জনাব, হুগলী থেকে এক পাঠান ঘোড়-সওয়ার সংবাদ এনেছে—মহারাজ রঘুনাথ সিং ওলন্দাজদের সাহায্যে হুগলী-দুর্গ পুনরুদ্ধার করেছেন।

রহিম খাঁ ॥　কী···কী বললে ইয়ারবক্স···হুগলী দুর্গ···হস্তচ্যুত!

ইয়ারবক্স ॥　হ্যাঁ জনাব—

রহিম খাঁ ॥ আর হিমাদ্রি সিং—?

ইয়ারবক্স ॥ তিনি…নিহত !

রহিম খাঁ ॥ নিহত ! হিমাদ্রি সিং নিহত !…একা মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে কতক্ষণ দুর্গরক্ষা করবে ! এত আয়োজন, এত অর্থব্যয়, লোকক্ষয় নিমেষে ব্যর্থ…

ইয়ারবক্স ॥ জনাব, দুঃখ করবেন না৷ জনাব…আবার আক্রমণ ক'রে দুর্গজয় করবেন—

রহিম খাঁ ॥ আর তা হয় না ইয়ারবক্স—আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছে !

ইয়ারবক্স ॥ এমন করে ভেঙে পড়লে চলবে না জনাব ! পাঠান-দূত আরও জানিয়েছে—রঘুনাথ সিং সসৈন্যে বর্ধমান পানে ছুটে আসছেন !

রহিম খাঁ ॥ সে কি‥ সম্মুখে দুশমন, পশ্চাতেও দুশমন, পলায়নের পথও রুদ্ধ ! কী কর্তব্য…

ইয়ারবক্স ॥ জনাব—

রহিম খাঁ ॥ তুমি শোভা সিংকে এই সংবাদ পৌছে…না, না, না, তাকে বরং এইখানে একবার পাঠিয়ে দাও।

[ইয়ারবক্সের প্রস্থান

এতখানি আঘাত সে কি সহ্য করতে পারবে ! বিষ্ণুপুর—বিষ্ণুপুরকে আঘাত করা হয়েছিল, বিনিময়ে সে দিয়েছে চরম প্রতিঘাত !

(ইয়ারবক্সের প্রবেশ)

ইয়ারবক্স ॥ জনাব, কারাকক্ষ থেকে আগত এক রক্ষীর সঙ্গে তাম্বুর দরওয়াজায় ভেট হ'ল। সে বললে—তালুকদার সেখানে রাজকন্যার গুপ্তঅস্ত্রে নিহত—

রহিম খাঁ ॥　নিহত শোভা সিং! এসব কী! সজ্জিত ঘটনা, না সত্য?

ইয়ারবক্স ॥　সত্য জনাব—সেই সঙ্গে রাজকন্যাও আত্মহত্যা করেছেন।

রহিম খাঁ ॥　বন্ধু শোভা সিং…বিদ্রোহের অধিনায়ক…মিথ্যা…মিথ্যা বলছিস্ তুই—তোকে আমি কতল করব!

ইয়ারবক্স ॥　এয় বাপজান—তাহলে আর বাঁচব না! ছেড়ে দিন জনাব, পানি খাব—

রহিম খাঁ ॥　না, না, তোর কসুর নেই। তুই যা—

[ইয়ারবক্সের প্রস্থান

খোদাতায়লা, এ তোমার কী মরজি! হুগলী-দুর্গ আমাদের হাতে তুলে দিয়ে আবার কেড়ে নিলে…যার জন্য বিদ্রোহ তাকে তুমি সরিয়ে নিলে…সামনে হাজির করলে বাদশাহী শত্রু, পিছনে আনলে বিষ্ণুপুরী শত্রু… আর আমি পারি না…রণক্লান্ত…

[মদ্যপান… তোপধ্বনি ও ''আল্লা আল্লা হো—'' ধ্বনি!]

এ কি…মুহুর্মুহু তোপধ্বনি! বাদশাহী ফৌজের উল্লাস …তবে কি ওরা দামোদর পার হয়ে ধেয়ে আসছে! উত্তম, আমিও নৈশ-আক্রমণের প্রতিশোধ নেব!

(তূর্যনিনাদ করিলেন)

হো পাঠান—জাগো! জাগো! হো রেসেলদার—কামান দাগো!

[সমগ্র শিবির জাগ্রত হইয়া কোলাহল-মুখর হইল…ঘনঘন কামান-গর্জন সুরু হইল।]

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! জাগ্রত পাঠান, বাদশাহী ফৌজের অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ নাও—তার ঔদ্ধত্যের জওয়াব দাও—জওয়াব দাও!

[পানপাত্র তুলিযা লইলেন। ইসলাম সন্তর্পণে প্রবেশ করিয়া রহিম খাঁকে ছুরিকাবিদ্ধ করিল।]

আঃ——!

[রহিম খাঁ ক্ষতস্থান চাপিয়া বসিয়া পড়িলেন, রক্তধারায় তাঁহার হস্ত রঞ্জিত হইল। হস্তধৃত পানপাত্র হইতে রঙিন পানীয় ঝলকে ঝলকে মাটিতে পতিত হইল।]

ইসলাম ॥ হাঃ হাঃ হাঃ!

রহিম খাঁ ॥ ইসলাম!

ইসলাম ॥ হ্যাঁ—ইসলাম।

রহিম খাঁ ॥ নিমকহারাম!

ইসলাম ॥ প্রতারক—তোমার বেইমানির এই প্রতিশোধ!

রহিম খাঁ ॥ রক্ষী—টহলদার—ইয়ারবক্স—

(তোপধ্বনি)

ইসলাম ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! কেউ নেই—আজিম-উস-সানের অতর্কিত আক্রমণে সবাই ছত্রভঙ্গ! বাদশাহী গোলন্দাজদের গোলাবর্ষণে তারা দলে দলে বিধ্বস্ত!

রহিম খাঁ। আঃ···আঃ···

ইসলাম ॥ মরবার আগে শুনে যাও রহিম খাঁ—তোমার প্রেরিত গুপ্তঘাতক ধরা পড়েছে। তারপর এই কাফরী ইসলাম আজিম-উস-সানের সামনে উপস্থিত হয়ে তোমার ষড়যন্ত্র ফাঁস করেছে।

রহিম খাঁ বিশ্বাসঘাতক···!

ইসলাম ॥ এইবার আজিম-উস-সানের ফরমান নিয়ে মুঘল-দরবারে গিয়ে বাদশাহের কাছ থেকে নিয়ে আসব মনসবদারীর আদেশনামা।

রহিম খাঁ মনসবদারী···!

ইসলাম ॥ হাঁ—রহিম খাঁ! এই কাফরী ইসলাম হবে দোহাজারী মনসবদার! তারপর আমার ইনাম লালবাঈ! ভূতপূর্ব মালেক—সেলাম! সেলাম!

[দ্রুত প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে রহিম খাঁ নিদারুণ যন্ত্রণায় ও উত্তেজনায় সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া একবার সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর ছোরা তুলিয়া শিথিল হস্তে ছুঁড়িয়া দিলেন—ছোরা নিকটেই পড়িল আর স্বয়ং চক্রাকারে পাক খাইয়া মঞ্চের বাহিরে গিয়া পড়িলেন।]

ইয়ারবক্স (নেপথ্যে) ইয়া আল্লা! খুন···সর্দার খুন!

(লাফাইয়া মঞ্চে প্রবেশ করিল)

সর্দার খুন! বেগমসাহেবা—না না, চিল্লাব না সবাই ছুটে এসে যদি আমাকে খুনী ব'লে বাঁধে···তাহলে

গর্দান যাবে! আমার বিবিজান বেওয়া হবে, আবার নিকে করবে! তাহলে আমি এখন কি করব—যাব —না থাকব—না যাব—

(লালবাঈয়েব প্রবেশ)

লালবাঈ ॥ কি হয়েছে ইয়ারবক্স? (দূরে দেখিয়া) আঃ—! কে করলে!

ইয়ারবক্স ॥ আমি করি নি, আমি করি নি! এইমাত্র ইসলাম আলি এখান থেকে বেরিয়ে গেল—

লালবাঈ ॥ ইসলাম!

ইয়ারবক্স ॥ জী বেগমসাহেবা—

লালবাঈ ॥ মালেক···মালেক নেই!

ইয়ারবক্স ॥ বেগমসাহেবা, এখন শোকের সময় নয়। পিছন থেকে বিষ্ণুপুরও আমাদের আক্রমণ করেছে।

লালবাঈ ॥ একি, হঠাৎ রণকোলাহল স্তব্ধ···তবে কি আমরা পরাজিত!

[নেপথ্যে বহুকণ্ঠেঃ "জয় রঘুনাথ সিংহের জয়" ও "আল্লা আল্লা হো—" ধ্বনি!]

ইয়ারবক্স ॥ ঐ···এবার বোধহয় তাম্বু লুট করতে আসছে! আপনি ভেতরে যান বেগমসাহেবা—আমি আপনাকে রক্ষা করব।

[লালবাঈয়ের প্রস্থান

(সুবল সিংহের প্রবেশ)

সুবল ॥ শিবিরমধ্যে যে যেখানে আছ, অস্ত্রত্যাগ করো—

ইয়ারবক্স ॥ আরে কে ও—দুর্বল সিং!

স্বল ॥　দুর্বল সিং নই, স্বল সিংহ।

ইয়ারবক্স ॥　ঐ একই কথা। এতদিনে তোমাকে পেয়েছি আমার কবলে! খবরদার—এক পা-ও এগিয়ো না, তাহলে এই হেতের দিয়ে তোমার গর্দান উড়িয়ে দোবো!

স্বল ॥　বটে—পরাজিত পাঠানের এত স্পর্ধা! শীঘ্র অস্ত্রত্যাগ কর্—

ইয়ারবক্স ॥　ও, ভয় দেখিয়ে নিরস্ত্র করতে চাও! বেশ—(অস্ত্রত্যাগ) এইবার যা করতে পার ক'রো!

স্বল ॥　বহুকাল পরে সাক্ষাত—এস একটু আলাপ করি।

ইয়ারবক্স ॥　ইযারবক্স শত্রুর সঙ্গে আলাপ করে না!

স্বল ॥　আরে, পালাচ্ছ কোথায়? তোমার ইয়ার-বন্ধু কেউ বেঁচে নেই। যারা শিবিরে আছ সবাইকে বন্দীর মতো আমাদের সঙ্গে বিষ্ণুপুর যেতে হবে।

ইয়ারবক্স ॥　সে কি!

স্বল ॥　এ কি! কাঁপছ কেন! শীত করছে?

ইয়ারবক্স ॥　হুঁ…উঁহুঁ, গরমকালে আবার শীত করে নাকি! জ্বর আসছে…

স্বল ॥　এই তরোয়ালের পানে তাকাও—ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাবে।

ইয়ারবক্স ॥　এয় বাপ! পানি খাব—

স্বল ॥　শীঘ্র এস আমার সঙ্গে। অনেকদিন আফগানের পানি খেয়েছ, এইবার হিন্দুর পানি খাবে!

ইয়ারবক্স ।　আল্লা-আল্লা—

[উভয়েব প্রস্থান

(দ্রুত নাদেরের প্রবেশ)

নাদের ॥ লালী—লালী—এই যে লালী !

(লালবাঈয়ের প্রবেশ)

লালবাঈ ॥ নানা—

নাদের ॥ আমরা চারিদিক থেকে আক্রান্ত—বিষ্ণুপুরী সৈন্য তন্নতন্ন ক'রে আমাদের শিবির তল্লাশ করছে। এবার বোধহয় ওরা আমাদের ধরে ফেলবে !

লালবাঈ ॥ কি হবে নানা ! এখন কি উপায় ?

নাদের ॥ উপায়···এখনই রঘুনাথ সিং হাজির হবে, তার হাত থেকে খালাস পেয়ে তাকেই করতে হবে বন্দী !

লালবাঈ ॥ সে কি !

নাদের ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ! গান তার পিয়ারী—গান গেয়ে তার নরম দিল্ জখম করতে পারবি ?

লালবাঈ ॥ পারব, পারব !

নাদের ॥ তাহলে শুরু কর্—আমি আমার তাম্বুতে ফিরে যাচ্ছি।

[প্রস্থান

(লালবাঈয়ের গীত)

ঠুংরি—পিলুবারোয়া

কাসে কহুঁ জি-কে বাত

সাঁবরিয়া রে !

যবসে পিয়া পরদেস সিধারে

তরসত জিয়া দিনরাত।

[গানের শেষদিকে অতি ধীরে রঘুনাথ সিংহ প্রবেশ করিলেন, গীতশেষে মুগ্ধকণ্ঠে কথা বলিলেন—]

রঘুনাথ ॥　চমৎকার! কে আপনি সুকণ্ঠী?

লালবাঈ।　রাজবাহাদুর! (কুর্নিশ) আমি বেগম লালবাঈ।

রঘুনাথ ॥　কে! এ মুখ যেন পরিচিত বোধ হচ্ছে! কোথায় যেন···

লালবাঈ　রাজাবাহাদুর, আপনার অভিষেকের দিন বিষ্ণুপুর নগরসীমান্তে আমার কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়ে ইনাম দিয়েছিলেন।

রঘুনাথ ॥　ও···তুমিই সেই ইরানী-কন্যা!

লালবাঈ ॥　জী রাজাবাহাদুর।

রঘুনাথ ॥　এভাবে সুরকে আয়ত্ব করলে কি ক'রে?

লালবাঈ ॥　লখনউয়ের জহুরাবাঈয়ের সাগরেদ হয়ে।

রঘুনাথ ॥　তুমি রত্ন!

লালবাঈ ।　বন্দিনীর প্রতি আপনার হুকুম—

রঘুনাথ ॥　হুকুম নয়, অনুরোধ—তুমি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে বিষ্ণুপুর রওনা হবে।

লালবাঈ।　সে কি রাজাবাহাদুর! আমার এতখানি অমর্যাদা···

রঘুনাথ ॥　অমর্যাদা নয়। তুমি সুরলক্ষ্মী—আমি চাই তোমার প্রতিষ্ঠা। বিষ্ণুপুর তোমার যোগ্য-মর্যাদা দেবে!

লালবাঈ।　কিন্তু রাজাবাহাদুর, আমি যে বিধর্মী—

রঘুনাথ ॥　ধর্মভেদ সংগীত-জগতে নেই লালবাঈ।

(মৃত্তিকাঘট-হস্তে সুবলসিংহের প্রবেশ)

সুবল ॥ মহারাজ, আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত। যাত্রাকালে এই গঙ্গাবারি আপনি স্পর্শ করবেন বলেছিলেন—

[হস্তচ্যুত হইয়া ঘট ভগ্ন হইল, গঙ্গাবারি মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িল।]

রঘুনাথ ॥ একি···গঙ্গাবারি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল! পুনরায় বারি গ্রহণের অবসরও নেই। অগ্রসর হও সুবল সিংহ—

[সুবলসিংহের প্রস্থান

চলো লালবাঈ—(লালবাঈয়ের প্রস্থান)—একি, ভাগীরথীর পূতধারা পদদলিত!···ওঃ, বিজয়ের শুভ-মুহূর্তে অমঙ্গলের সূচনা···চন্দ্রার আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ··· জানি না, জানি না কি লেখা আছে অদৃষ্ট-পটে!

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

দিল্লী—দিওয়ান-ই-আম

[বেলা প্রথম প্রহর। দরবারকক্ষের এক কোণে জার্কাব। মধ্যস্থলে মখমল-নির্মিত বহুমূল্য গদিমণ্ডিত রত্নখচিত ময়ূরসিংহাসন। আসনের দুইপার্শ্বে ও পশ্চাতে জরির কামদার তাকিয়া—মস্তকোপরি সবুজ রেশমী

কারুকার্যখচিত রাজছত্র, তাহার ঝালর মুক্তার, বাঁট হীরকখচিত স্বর্ণের। আসনের বাম পার্শ্বে প্রস্তরখচিত কোষবদ্ধ তরবারি, পশ্চাতে বিচিত্রকারুকার্য-শোভিত ঢাল। সিংহাসনের উভয়পার্শ্বে দুইজন চামরধারী, চামরের হাতল হীরকখচিত স্বর্ণনির্মিত। সিংহাসন-নিম্নে রৌপ্য-রেলিংঘেরা বেদিকায় বহুমূল্য বিচিত্র পরিচ্ছদধারী ওমরাহগণ উপবিষ্ট। একদিকে উজীরের আসনে আসদ খাঁ আসীন। মুনসীর নিকটে পরাতের উপর কলমদান ও কিছু রাজকীয় কাগজপত্র। মূল্যবান রেশমী বস্ত্রমণ্ডিত হর্মতলের আসনে ইসলাম ও বিলায়েত খাঁ। বল্লমধারী রক্ষীগণ যথাস্থানে দণ্ডায়মান।

নাকাড়া বাজিয়া উঠিল, নকীব হাঁকিল, তূর্যধ্বনি হইল। সকলে আসনত্যাগ করিয়া কুর্নিশ করিলেন।]

নকীব ॥ আসমুদ্র-হিন্দোস্তান-বিজয়ী তখত্-এ-তাউস মালেক ভারত-সম্রাট শাহনশাহ বাদশাহ গাজী মহিউদ্দিন আওরাংজেব আলামগীর——— !

[যষ্টির প্রতি ভর রাখিয়া বৃদ্ধ ঔরংজেব প্রবেশ করিলেন—তাঁহার বর্ণ গৌর, ঈষৎ পীতাভ ; দীর্ঘ ও উন্নত নাসিকা ; নয়ন অর্ধাবৃত, তেজোদ্দীপ্ত ও প্রতিভান্বিত ; প্রশস্ত ললাট ; শ্বেতশ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত-মুখমণ্ডল। পরনে রেশমী ফুলদার শ্বেত

শাটিনের মহার্ঘ পরিচ্ছদ, তাহার চারিদিকে জরি ও নানা বর্ণের রেশমী সূতার কারুকায। জরির তাজের উপর একটি প্রকাণ্ড কল্কা তোলা, কল্কার নিম্নে তিনটি বড়ো হীরক ও উপরে একটি বড়ো ফিরোজা বসানো, কল্কার চূড়ায় সুন্দর ময়ূরপুচ্ছের গুচ্ছ। বড়ো বড়ো মুক্তার একছড়া হার গলদেশ হইতে নাভিদেশ পযন্ত বিলম্বিত।… বাদশাহ্ আসন গ্রহণ করিলে সকলে উপবেশন করিলেন।]

ঔরংজেব ॥ উম্‌দত্‌ উল্‌মুল্‌ক্ ওয়াজির আসদ খাঁ—দরবারের কার্য সুরু করতে পার।

আসদ খাঁ ॥ (দরবারী-কাগজপত্র দেখিয়া) জহাঁপনাহ্, আজকের দরবারে লখনউএর নামজাদা ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ তাঁর আরজি পেশ করবেন।

ঔরংজেব ॥ তাকে আরজি পেশ করতে বলো।

আসদ খাঁ ॥ ওস্তাদজী, সম্রাট সম্মতি দিয়েছেন।

বিলায়েৎ ॥ সাম্রাজ্যের দীন খাদিম বিলায়েত খাঁর তসলিম গ্রহণ করুন সম্রাট। দেহলী, আগ্‌রা আর লখনউয়ের সমস্ত ওস্তাদ আর বাঈজীদের তরফ থেকে আমি মহামান্য বাদশাহের দরবারে আরজি পেশ করতে এসেছি।

ঔরংজেব ॥ সংক্ষেপে পেশ করো।

বিলায়েত ॥ জহাঁপনাহ্! আপনি সারা হিন্দুস্তানে সংগীতচর্চা নিষিদ্ধ করেছেন, তার ফলে হাজার হাজার গুণী শিল্পী অনাহারে মৃতপ্রায়!

ঔরংজেব ॥ মৃতপ্রায় শিল্পীরা অবিলম্বেই মৃত হবে বিলায়েত খাঁ !

বিলায়েত ॥ সম্রাট !

ঔরংজেব ॥ সংগীতই যখন মৃত, তখন সংগীতজ্ঞের মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী ।

বিলায়েত ॥ আমার মিনতি সম্রাট, নাচগানকে এইভাবে খতম ক'রে হিন্দুস্তানের সাধনাকে ব্যর্থ করবেন না !

ঔরংজেব ॥ কতকগুলো খেয়ালী মানুষের বদখেয়ালকে বরদাস্ত ক'রে আমি পবিত্র কোরাণ-শরীফের তৌহিদ বরবাদ করতে পারি না ! বিলাসিতা, মদ্যপান, নাচ গান এসব আমি অপবিত্র মনে করি ।

বিলায়েত ॥ তাহলে রুদ্ধ হবে আমাদের কণ্ঠ, হারিয়ে যাবে আমাদের গান !

ঔরংজেব ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেবাক হারিয়ে যাবে···হিন্দোস্তান হবে নাচ-গানের কবরস্তান !

[পতনোন্মুখ বিলায়েত খাঁ আসন ধরিয়া নিজেকে সামলাইলেন ।]

আসদ খাঁ ॥ কি হ'ল···ওস্তাদজী ?

বিলায়েত ॥ কিছু না, হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল । মার্জ্জনা করবেন জহাঁপনাহ্, অসুস্থ দেহ নিয়ে দরবারে—

ঔরংজেব ॥ ওয়াজির, অসুস্থ বিলায়েত খাঁ ইচ্ছা করলে দরবার ত্যাগ করতে পারে ।

আসদ খাঁ ॥ সম্রাট আপনাকে দরবার ত্যাগ করবার অনুমতি দিয়েছেন ।

[বিলায়েত খাঁর প্রস্থান

ঔরংজেব ॥ আসদ খাঁ, কার্যক্রমের দ্বিতীয় দফা ঘোষণা করো।

আসদ খাঁ ॥ মহামান্য সম্রাটের অনুমতি নিয়ে আমি বাঙলার জরুরী সংবাদ পেশ করছি।

(পত্র প্রদান)

ঔরংজেব ॥ থাক্, পরিবেশন করো।

আসদ খাঁ ॥ জহাঁপনাহ্ নিশ্চয় অবগত আছেন—কাফের শোভা সিংহ ও পাঠান-দস্যু রহিম খাঁর অত্যাচারে সমগ্র বাঙলা উৎপীড়িত—

ঔরংজেব ॥ সে কথা বিস্মৃত হবার মতো স্থবিরত্ব ঔরংজেবের ঘটে নি!

আসদ খাঁ ॥ জহাঁপনাহ্ মার্জনা করবেন।

ঔরংজেব ॥ বাঙলা! বাঙলা! বাঙলার বিদ্রোহ দমন করবার জন্য সুদূর দাক্ষিণাত্য হতে আমাকে দেহলীতে ছুটে আসতে হয়েছে। ক্ষুদ্র অগ্নিকণাই এক সময়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটায়, তাই আমি চাই সেই অগ্নিকণার চির-নির্বাণ! *(পত্রপাঠ) একি! কাফর বা জাহান্নম্ রফত! আচ্ছা···* বহুত-আচ্ছা! কাফেররা তাহলে জাহান্নমে গেছে!

(দেওয়ালগাত্রে দৃষ্টি স্থাপন)

আসদ খাঁ ॥ দিওয়ান-ই-আমের দীবারে কি পাঠ করছেন সম্রাট?

ঔরংজেব ॥ উঁ···ঐ ফারসী-বয়েত লিখা—

"অগর্ ফীরদূস্ বার্ রু-ই জমীনস্ত্
হামেনস্ত—উ হামেনস্ত—উ হামেনস্ত।—"

এই মাটির দুনিয়ায় যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তা এইখানে, তা এইখানে, তা এইখানে।···ওয়াজির! স্বর্গের একচ্ছত্র অধিপতি খোদা, আর এই ভূস্বর্গের

একেশ্বর দুনিয়াজয়ী ঔরংজেব। তাঁর রাজত্বকালে কোনো শক্তিই উন্নতশির হতে পারে না!

আসদ খাঁ ॥ জহাঁপনাহ্।

ঔরংজেব ॥ বিদ্রোহীশক্তি ধ্বংসের মূলে দেখছি এক শক্তিশালী কাফরীর অপূর্ব কৌশল, তার নাম ইসলাম আলি।

(ইসলাম আলি কুর্নিশ করিল)

আসদ খাঁ ॥ ইসলাম আলি আজকের দরবারে উপস্থিত জহাঁপনাহ্।

ঔরংজেব ॥ তুমি ইসলাম আলি! তোমার পরিচয়-জ্ঞাপক কোনো চিহ্ন…

আসদ খাঁ ॥ আপনার পৌত্র আজিম-উস্-সানের স্বাক্ষরিত এই ফরমান—

(সম্রাটের ফরমান গ্রহণ ও পাঠ)

ঔরংজেব ॥ হুঁ…ইসলাম আলি! খোদাতায়লা তোমাকে রক্ষা করুন। তুমি স্বীয় প্রাণ তুচ্ছ ক'রে আমার প্রিয় পৌত্র আজিমের জীবন রক্ষা ক'রে নিঃসন্দেহে বীরোচিত কার্য করেছ। তোমার অতুলনীয় শৌর্য-বীর্যে মুগ্ধ হয়ে মুঘল তোমাকে মিত্র ব'লে গ্রহণ করল। আমার বিশ্বাস, মুঘলের সর্বপ্রকার স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

ইসলাম ॥ আমি শাহেনশা'র হুকুমবরদার।

ঔরংজেব ॥ ওয়াজির, কলমদান—। ইসলাম আলি, আমার পৌত্র পুরস্কারস্বরূপ তোমাকে বঙ্গদেশে দোহাজারী মনসবদারের পদ দিতে চেয়েছে—আমি তা মঞ্জুর করলাম।

(দস্তখত ও প্রদান)

ইসলাম ॥ ভারত-সম্রাটের কাছে আমি আমরণ কৃতজ্ঞ থাকব।

ঔরংজেব ॥ আর আজ এই মুহূর্ত হতে তোমাকে আমি 'খাঁ' খেতাব প্রদান করলাম—তুমি হ'লে ইসলাম আলি খাঁ!

(মুনসী সনদ প্রস্তুত করিল)

বাদশাহী সনদ আমি দস্তখত ক'রে দিচ্ছি।…যাও, আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে।

ইসলাম ॥ (নতজানু হইয়া গ্রহণ) মহানুভব বাদশাহ, আপনি গ্রহণ করুন আমার লাখো সেলাম—লাখো সেলাম—

[প্রস্থান

আসদ খাঁ ॥ আজ এইখানেই দরবার-ভঙ্গ—

[বাদশাহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ওমরাহদের সকলকে প্রস্থানের ইঙ্গিত করিলেন, নিমেষে দরবার শূন্য হইল। বাদশাহ নামিয়া আসিয়া সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।]

ঔরংজেব ॥ আসদ খাঁ!

আসদ খাঁ ॥ জহাঁপনাহ্—

ঔরংজেব ॥ বাঙলার বিদ্রোহী-শক্তি আমার ময়ূর-সিংহাসনকেও কাঁপিয়েছিল—খোদার দোয়ায় তা রক্ষা পেয়েছে। জানো ওয়াজির—কাল শেষরাত্রে আমি এক ভীষণ স্বপ্ন দেখেছি।

আসদ খাঁ ॥ কী স্বপ্ন সম্রাট?

ঔরংজেব ॥ দেখলাম…কে এক প্রবল পরাক্রান্ত বিদেশী এসে মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করল…দেহলীর বাদশাহ তাকে বাধা দিতে গিয়ে হ'ল পরাজিত! সেই বিদেশী বীর তখন

বিজয়গর্বে রণডংকা বাজিয়ে নিশান উড়িয়ে প্রবেশ করল রাজধানীতে। তার সৈন্যরা মেতে উঠল লুণ্ঠনে··· নগরবাসী হ'ল ভীত-সন্ত্রস্ত···তারপর···তারপর আসদ খাঁ—

আসদ খাঁ ॥ কী সম্রাট ?

ঔরংজেব ॥ সেই বিদেশী শত্রু শুরু করল হত্যার উৎসব···দেহলীর রাজপথে প্রবাহিত হ'ল রাঙা রক্তস্রোত···সেই স্রোতে কাতারে কাতারে ভেসে যাচ্ছে নরকবন্ধ, নরমুণ্ড! গৃহে গৃহে জ্বলে উঠেছে আগুন···সেই আগুনের লেলিহান শিখায় সমস্ত আসমান লালে লাল!

আসদ খাঁ ॥ সম্রাট—সম্রাট—

ঔরংজেব ॥ শত্রু একদিন দেহলী ত্যাগ করল। যাবার সময় সেই অত্যাচারী নরহত্যাকারী কী নিয়ে গেল জানো? নিয়ে গেল—পিতাকে বন্দী ক'রে ভাইদের হত্যা ক'রে একদিন যা আমি করায়ত্ত করেছিলাম—আমার ঐ সাধের তক্‌ত্‌-এ-তাউস্!

আসদ খাঁ ॥ সম্রাট, আপনি ক্ষান্ত হোন—ক্ষান্ত হোন—

ঔরংজেব ॥ ঘুম ভেঙে গেল। তবুও আসদ খাঁ, সেই জাগ্রত অবস্থাতেও—যেন দূর হতে আমার কানে ভেসে এল কাদের সকরুণ আর্তনাদ—বাঁচাও···বাঁচাও সম্রাট··· আমাদের বাঁচাও—

আসদ খাঁ ॥ সে-আর্তনাদ আপনার স্বপ্নের কবন্ধহীন মানুষদের নয়—সে-আর্তনাদ তামাম হিন্দুস্তানের ওস্তাদ আর বাঈদের। তারা চায় না এই সংগীত-সমাধি!

ঔরংজেব ॥ আসদ খাঁ— ?

আসদ খাঁ ॥ জহাঁপনাহ্, শিল্পকলার কখনো মৃত্যু হয় না—সে অমর ; সে আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। তার কণ্ঠরোধ করলে ভাবীকালের ইতিহাস আপনার নামে কলঙ্ক ছড়াবে !

ঔরংজেব ॥ ইতিহাসের কলঙ্ক ! ঐতিহাসিকের ফৈজৎ ! উত্তম. তাদের রচনা আমি বন্ধ করব। কিন্তু আসদ খাঁ. সাবধান ! ঔরংজেবের দুর্বল-মুহূর্তে যে প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারণ করেছ, ভবিষ্যতে তোমার ওষ্ঠে যেন আর কখনো তা ফুটে না ওঠে ! যাও—

[আসদ খাঁ প্রস্থান করিলেন। বাদশাহ জাফরিব কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন ক্ষণকাল পরে—]

আসদ খাঁ ! আসদ খাঁ—

(আসদখাঁর প্রবেশ)

আসদ খাঁ ॥ জহাঁপনাহ্—

ঔরংজেব ॥ প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করো, বাদশাহী শড়কে ও কিসের শোভাযাত্রা—

আসদ খাঁ ॥ শোভাযাত্রা নয় জহাঁপনাহ্—ও শোকযাত্রা।

ঔরংজেব ॥ শোকযাত্রা !

আসদ খাঁ ॥ হ্যাঁ সম্রাট। দরবার-কক্ষের বাইরে প্রহরীরা পরস্পর আলোচনা করছিল—অসুস্থ বিলায়েত খাঁ এখান থেকে বেরিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তাই সুসজ্জিত শবাধার কাঁধে জনতা চলেছে কবরখানায়।

ঔরংজেব ॥ বিলায়েত খাঁ মৃত! সংগীত মৃত!

আসদ খাঁ ॥ অপরাধ মার্জনা করবেন বাদশাহ—শববাহীরা নাকি বলেছে, সংগীতকে বাদশাহ হত্যা করেছেন তাই তাঁকে কবরশাহী করতে যাচ্ছি।

ঔরংজেব ॥ কিন্তু হোশিয়ার! ওরা যেন কবরটা গভীর করে আর শক্ত ক'রে মাটি চাপা দেয়,—যেন মুরদার কণ্ঠস্বর কবরগাহ্ ভেদ করে তুনিয়ার বাতাসে মিশে না যায়! সংগীত! সংগীত! হাঃ হাঃ হাঃ— !

বিরতি—৮ মিনিট

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

লালমহল

[নবনির্মিত মহলের মুক্ত গবাক্ষপথে চন্দ্রলোকিত গড়ের একাংশ দৃষ্ট হয়। দীপাবলির উজ্জ্বল আলোকে লালবাঈ তানপুরা বাজাইযা রঘুনাথ সিংহকে গীত শোনাইতেছিল। রঘুনাথ সুখাসনে অর্ধশায়িত হইয়া মধ্যে মধ্যে স্ফটিক-নির্মিত সুরাপাত্র হইতে সুরা ঢালিযা পান করিতেছিলেন।]

(লালবাঈয়ের গীত)

পরী হোঁ পায় প্যারে মোরে
আজ কী র‍্যায়ন জিন জগবো।
সব নিস জাগী তুমরে উমাহে
লে হোঁ বলৈয়াঁ বারবার ॥

রঘুনাথ ॥ বাঃ…বাঃ! স্বর্গীয়! স্বর্গীয় এই সংগীতকে বাদশাহ হত্যা করেছিলেন, কিন্তু আমি তাকে পুনর্জীবন দান করেছি। লালবাঈ, তোমার সংগীত-মূর্চ্ছনায় মুগ্ধ হয়ে বুঝি-বা রাতের চাঁদও অস্ত যেতে ভুলে যায়!

লালবাঈ ॥ আপনার মতো সেরা সমঝদার পেয়ে আমি ধন্য রাজাবাহাদুর।

রঘুনাথ ॥　আমার কাছে তোমার কী আকাঙ্ক্ষা বলো লালবাঈ— আমি তা পূর্ণ করব।

লালবাঈ ॥　আমার আর কোনো আবদার নেই, রাজাবাহাদুর। আপনার অকুণ্ঠ চিত্তের অমূল্য দান—লালবাঁধ, লালমহল—আমাকে খুশী করেছে।

রঘুনাথ ॥　লালবাঁধ! লালমহল! তুমি যে আমার মমতাজ লালবাঈ—তাইতো তোমার স্মৃতিকে বিষ্ণুপুর-ইতিহাসে অক্ষয় রাখতে—গড়ের দক্ষিণে খনন করিয়েছি বিশাল দিঘি, নাম দিয়েছি লালবাঁধ; দুর্গের উত্তর-পূর্বসীমান্তে তৈরি করিয়েছি নূতন মহল, নাম দিয়েছি লালমহল— এ আমার প্রেমের তাজমহল!

লালবাঈ ॥　লালমহলের গবাক্ষে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে প্রাসাদ-দুর্গ পানে চেয়ে থাকি আর ভাবি—কতটুকুই-বা ব্যবধান— মাঝখানে পরিখা, পরপারে দুর্গপ্রাচীর, সেই প্রাচীর-অন্তরালে আমার মাশুক···আমার প্রিয়তম···এত কাছে কিন্তু কত দূরে!

রঘুনাথ ॥　অথচ আমার মন পড়ে থাকে তোমারই কাছে।

লালবাঈ ॥　রাজবাহাদুর!

রঘুনাথ ॥　লালবাঈ, তোমাকে আমি আরও গভীরভাবে কাছে পেতে চাই। কিন্তু আমার ধর্ম তোমায় তো গ্রহণ করবে না, তাই শুধু তোমারই জন্য আমি গ্রহণ করব তোমার ধর্ম।

লালবাঈ ॥　সামান্যা বাঈজীর জন্য স্বধর্মত্যাগ···ছি-ছি! এ কঠিন সংকল্প ত্যাগ করুন; নইলে আমাকে হারাবেন।

রঘুনাথ ॥ কিন্তু সবার মাঝে থেকে তুমি যে হারিয়ে যাবে লাল, তাই তো অতীত মুছে ফেলতে চাই—

(সুরাপাত্র ধারণ)

লালবাঈ ॥ আর আপনাকে সুরাপান করতে দেবো না। রাতের পর রাত অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ছেন। আজ আপনাকে প্রাসাদে ফিরতেই হবে রাজবাহাদুর।

রঘুনাথ ॥ না লাল, আমি চাই তোমারই কাছে থাকতে।

লালবাঈ ॥ কিন্তু আপনার রাজ্য, প্রজা, স্ত্রী-পুত্র, সংসার—

রঘুনাথ ॥ ওরা আমার অন্তরের জ্বালাকে আরও বাড়িয়ে দেয়—তাই তো বিস্মৃতির অন্তরালে সব কিছু তলিয়ে দিতে চাই।

লালবাঈ ॥ না, আমার অনুরোধ—আর না। রাজাবাহাদুর, আমি আপনার মনে সবার মাঝে বেঁচে থাকতে চাই—একক ভাবে নয়। চলুন, এই চাঁদনী রাতে প্রমোদ-তরণী ভাসিয়ে জলবিহার ক'রে আসি লালবাঁধে।

রঘুনাথ ॥ লালবাঁধে!

লালবাঈ ॥ হ্যাঁ—লালবাঁধে! লালবাঁধ…অতলান্ত লালবাঁধ আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে!

রঘুনাথ ॥ লালবাঁধ ডাকে লালবাঈকে!

লালবাঈ ॥ হ্যাঁ রাজাবাহাদুর—গভীর রাতে মন বার বার সেখানে ছুটে যেতে চায়!

রঘুনাথ ॥ তাই চলো লাল—মনকে অতৃপ্ত না রেখে লালবাঁধের ডাকে সাড়া দেওয়াই ভাল।

(ইয়ারবক্সের প্রবেশ)

ইয়ারবক্স ॥ মহারাজ! রানীসাহেবা—

রঘুনাথ ॥　কোথায় ?

ইয়ারবক্স ॥　এই লালমহলে।

রঘুনাথ ॥　কি ক'রে এল ?

ইয়ারবক্স ॥　একজন রক্ষী সঙ্গে নিয়ে ডিঙি চেপে পরিখা পার হয়ে এসেছেন— আমি দেখেই জলদি খবর দিতে এলাম।

লালবাঈ ॥　যাও ইয়ারবক্স, রানীসাহেবাকে সসম্মানে এইখানে পৌঁছে দাও।

[ইয়ারবক্সের প্রস্থান

রঘুনাথ ॥　লালবাঈ— !

লালবাঈ ॥　রানীসাহেবা হয়তো কিছু বলতে চান, আপনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করুন। আমি·· আমি যাই—

[প্রস্থান। রঘুনাথ এক নিঃশেষে সুরা-পান করিলেন। ইয়ারবক্স চন্দ্রপ্রভাকে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।]

চন্দ্রপ্রভা ॥　মহারাজ···

রঘুনাথ ॥　বিষ্ণুপুরের মহারানী চন্দ্রপ্রভা— এই নিশীথে—লালমহলে—

চন্দ্রপ্রভা ॥　হ্যাঁ, নিশীথে লালমহলে চোরের মতোই আমাকে আসতে হয়েছে।

রঘুনাথ ॥　লালমহলে রাজ-অন্তঃপুরচারিণী রাজরানীর আগমন কতখানি অমার্জনীয় অপরাধ তা তুমি জানো ?

চন্দ্রপ্রভা ॥　কর্তব্যবোধ আমাকে টেনে এনেছে।

রঘুনাথ ॥　তোমার কর্তব্যবোধ আমার মর্যাদাকে কতখানি ক্ষুণ্ণ করতে পারে তা কি এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তা ক'রে দেখেছ ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ সে অবসর পাই নি। মহারাজের ধর্মসঙ্গিণী আমি— একটা কথা জানবার জন্য মান-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছিলুম। কিন্তু মহারাজকে এই অবস্থায় দেখে আমার সব প্রশ্নের উত্তর মিলে গেছে।

রঘুনাথ ॥ উত্তম, তাহলে অবিলম্বে এখান থেকে প্রস্থান করো। আমার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটিয়ো না!

চন্দ্রপ্রভা ॥ বিশ্রাম! বিধর্মী এক বাঈজীর কক্ষই তাহলে বিষ্ণুপুর-রাজের বিশ্রামস্থল!

রঘুনাথ ॥ হ্যাঁ মহারানী! তুমি এখন এই মহল ত্যাগ করো।

চন্দ্রপ্রভা ॥ মহলত্যাগের পূর্বে একটি প্রশ্নের উত্তর আমাকে জেনে যেতেই হবে।—চারিদিকে জনশ্রুতি, মহারাজ ধর্মান্তর গ্রহণ করবেন।—এ কি সত্য?

রঘুনাথ ॥ যদি সত্য হয়, কার কি আপত্তি আছে?

চন্দ্রপ্রভা ॥ মহারাজ—!

রঘুনাথ ॥ বিশ্বাসই ধর্ম। আমার বিশ্বাস, অন্য উপায়ে ঈশ্বরের আরাধনা করতে আমি সক্ষম। মিথ্যে পৌত্তলিকতায় আমার আস্থা নেই, ওটা ভণ্ডামি!

চন্দ্রপ্রভা ॥ ভণ্ডামি! মহারাজ হয়তো বিস্মৃত যে, এই পৌত্তলিকতার ওপরই মহারাজের পুণ্যশ্লোক পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস চির-অটুট ছিল, আর সেইজন্যই একদিন এই বিষ্ণুপুর রাজ-বংশের প্রথম পুরুষ ঈশ্বরের কৃপালাভ করেছিলেন,— একথা মহারাজের মুখেই শোনা।

রঘুনাথ ॥ সে কথা নতুন ক'রে স্মরণ করাতেই কি দ্বিপ্রহর রাত্রে এখানে মহারানীর আবির্ভাব!

চন্দ্রপ্রভা ॥　না। আমি শুধু জানতে এসেছি স্বধর্মের প্রতি মহারাজের এতখানি বিতৃষ্ণা কেন ?

রঘুনাথ ॥　তার কৈফিয়ৎ বিষ্ণুপুরাধিপতি রঘুনাথ সিংহ স্বল্পবুদ্ধি এক নারীকে দেয় না!

চন্দ্রপ্রভা ॥　মহারাজ! আমার অনুরোধ—সনাতন স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে নিজেকে কলঙ্কিত ক'রো না, বিষ্ণুপুরের চিরপবিত্র রাজবংশে কলঙ্কলেপন ক'রো না।

রঘুনাথ ॥　যাও রানী, কর্তব্যচঞ্চল রঘুনাথকে পথনির্দেশ ক'রো না। ধর্মান্তর গ্রহণ নির্ধারিত। ইয়ারবক্স—

(ইয়ারবক্সের প্রবেশ)

ইয়ারবক্স।　মহারাজ—

রঘুনাথ ॥　মৌলবীকে সংবাদ পাঠাও—কাল প্রাতে কলমা প'ড়ে আমি অন্য ধর্ম গ্রহণ করব।

ইয়ারবক্স।　কাল প্রাতে…কী মহারাজ ?

রঘুনাথ ॥　উল্লুক! আমি স্বধর্ম ত্যাগ করব।

ইয়ারবক্স　যো হুকুম মহারাজ!

[প্রস্থান

রঘুনাথ ॥　কী রানী, ধর্মান্তর গ্রহণ সম্বন্ধে এখনো সন্দেহ ?

চন্দ্রপ্রভা ॥　তবে কি আমায় এই বুঝতে হবে মহারাজ—যে, এক বিধর্মী কামিনীর রূপতৃষ্ণার তীব্র উন্মাদনায় জীবনাধিক ধর্মকে বিসর্জন দিচ্ছ ?

রঘুনাথ ॥　ধর্ম তুচ্ছ—ঐ মোহিনী সুরলক্ষ্মীর জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারি ; রাজ্য, ঐশ্বর্য, সম্পদ, স্ত্রী, পুত্র, সমাজ… এমন কি স্বীয় প্রাণ পর্যন্ত!

[স্খলিত চরণে প্রস্থান করিতে থাকেন।

চন্দ্রপ্রভা তাহলে যাবার আগে তুমিও শুনে যাও—পতিব্রতা হিন্দুনারী তার স্বামীর, দেশের, ধর্মের কল্যাণে সব কিছু করতে পারে; প্রয়োজন হ'লে জীবনও বলি দিতে পারে!

[প্রস্থানোদ্যতা ; লালবাঈয়ের প্রবেশ।]

লালবাঈ ॥ রানীসাহেবা…

চন্দ্রপ্রভা ॥ কে…তুমিই লালবাঈ!

লালবাঈ ॥ (কুর্নিশ) আপনার অনুমান সত্য।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তোমারই যৌবন-দেহের অগ্নিশিখায় মহারাজ দগ্ধ!

লালবাঈ ॥ সে আমার অপরাধ নয় রানীসাহেবা।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তোমারই কামনা চরিতার্থ ক'রে রাজকোষ নিঃস্ব!

লালবাঈ ॥ এসব আমার অজ্ঞাত!

চন্দ্রপ্রভা ॥ তোমার এত স্পর্ধা যে, প্রহরী দিয়ে আমাকে সাত্বনা পাঠাও—অসুস্থ মহারাজ তোমার মহলেই নিশিযাপন করবেন, আমি যেন নিশ্চিন্ত থাকি!

লালবাঈ ॥ বেহোঁশ রাজাবাহাদুরকে কেমন ক'রে ছেড়ে দিই রানী-সাহেবা। তাছাড়া আমি তাঁর সেবা-যত্নের কোনো ত্রুটি করি নি—

চন্দ্রপ্রভা ॥ সেবা-যত্ন! সুরার নেশায় অচৈতন্য রেখে তুমি চাও বিষ্ণুপুররাজের সেবা করতে! কেন, তাঁর পাটরানী কি মৃতা?

লালবাঈ ॥ রানীসাহেবা, সুরার নেশায় তিনি নিজেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন—

চন্দ্রপ্রভা ॥ মিথ্যাকথা! তুমিই তাঁর চেতনাকে ধীরে ধীরে লুপ্ত করো!

লালবাঈ ॥ বিশ্বাস করুন—

চন্দ্রপ্রভা ॥ নাগিনীকে বিশ্বাস করা যায় না!

লালবাঈ ॥ রাজাবাহাদুরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তিনি তোমার বিষ-নিঃশ্বাসে আচ্ছন্ন!

লালবাঈ ॥ ঈশ্বরের নামে শপথ করছি—

চন্দ্রপ্রভা ॥ বাঈজীর আবার ঈশ্বর!

লালবাঈ ॥ তাহলে আপনি বলতে চান রানীসাহেবা যে, আমিই আপনার স্বামীকে—

চন্দ্রপ্রভা ॥ হ্যাঁ, বিষ্ণুপুরের ভাগ্যাকাশে রাহুর মতো উদিত হয়ে তুমি তার সূর্যকে তিলে তিলে গ্রাস করেছ—তোমার ক্ষমা নেই!

লালবাঈ ॥ কিন্তু আমি যদি বলি, পতঙ্গকে বার বার অগ্নিশিখা থেকে দূরে সরাতে চেয়েছি—

চন্দ্রপ্রভা ॥ বিশ্বাস করব না।

লালবাঈ ॥ তাহলে আসুন রানীসাহেবা। এই বিধর্মী বাঈজীর গ্রাস থেকে বিষ্ণুপুরের সূর্যকে আর উদ্ধার করতে পারবেন না!

চন্দ্রপ্রভা ॥ লালবাঈ!

লালবাঈ ॥ হিন্দুর মেয়ে আপনি, পবিত্র রাজবংশের সতী-সাধ্বী বধূ,—শুনেছি স্বামীই আপনাদের জীবনের ধ্যান, জ্ঞান, তীর্থ। সেই স্বামীকেও ধরে রাখতে পারলেন না! অথচ একদিন প্রেমের বন্ধনেই রাজাবাহাদুরকে বন্দী করেছিলেন। আপনার প্রেম এত দুর্বল!

চন্দ্রপ্রভা ॥ আমার মিনতি···আমার মিনতি লালবাঈ, তোমার মোহের নাগপাশ থেকে আমার স্বামীকে মুক্তি দাও··· তাঁকে আমার হাতে ফিরিয়ে দাও—

লালবাঈ ॥ আর তা হয় না রানীসাহেবা। সামান্যা নারী আমি— জীবনে চেয়েছি একটু আশ্রয়, পেয়েছি; চেয়েছি এক-জনের মুহব্বত, তাও পেয়েছি। এর বেশি···এর বেশি আমি তো কিছুই চাই নি—তবু কেন আমার এই অবমাননা, কেন এই লাঞ্ছনা?

চন্দ্রপ্রভা ॥ লালবাঈ – লালবাঈ—আমার কাতর অনুরোধ—

লালবাঈ ॥ বলেছি তো – না। সমস্ত অন্তর দিয়ে যাঁকে ভালবেসেছি, তাঁকে আমার কাছ থেকে কোনো নারীই ছিনিয়ে নিতে পারবে না,—এমন কি তাঁর সতী-সাধ্বী স্ত্রীও না!

[প্রস্থান। চন্দ্রপ্রভার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। রামশংকর প্রবেশ করিল।]

রামশংকর ॥ বধূরানী—

চন্দ্রপ্রভা ॥ কে···রামশংকর!

রামশংকর ॥ ঘুমন্ত রাজপুরীর দৃষ্টি এড়িয়ে এলেও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। তাই আপনার অনুসরণ ক'রে এখানে এসেছি; দেখি যদি মহারাজের চৈতন্যকে জাগ্রত করতে পারি।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তাঁর চৈতন্যের পথ চিররুদ্ধ করেছে লালবাঈ!

রামশংকর ॥ বিষ্ণুপুর রাজলক্ষ্মীর চোখে অশ্রুর প্লাবন! এতে যে রাজ্যের অকল্যাণ হবে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ স্বামীকে কেড়ে নিয়ে আমার চোখে জল এনেছে লালবাঈ। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, সে ধ্বংস হবে!

রামশংকর নারীর চোখের জলের অভিশাপ দেবতাও রোধ করতে পারেন না। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস বধূরানী—ঐ লালবাঈ অভিষেক-উৎসবের দিনে নগরে এসেছিল সামান্য পথ-নর্তকী রূপে! আর আজ—

চন্দ্রপ্রভা ॥ তারই রূপের মাদকতায় মহারাজ উন্মাদ!

রামশংকর রূপ!

চন্দ্রপ্রভা ॥ হ্যাঁ—সেই রূপের তরঙ্গে তরঙ্গে মিশে আছে তরল-অগ্নি!

রামশংকর ক্ষমা করবেন বধূরানী, আপনি তার চেয়ে অনেক বেশি রূপবতী—আপনি চন্দনের শান্ত-স্নিগ্ধ প্রলেপ! একমাত্র আপনিই পারেন মহারাজের দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াতে!

চন্দ্রপ্রভা ॥ কেমন ক'রে কবি?

রামশংকর। গান গেয়ে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ গান গেয়ে!

রামশংকর হ্যাঁ। লালবাঈয়ের কণ্ঠ বুলবুলকেও হার মানায়, তাই সুরের উপাসক মহারাজের সকল সত্তা আচ্ছন্ন। সেই সত্তাকে জাগ্রত করুন গানের সুরে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ যে সুর লালবাঈয়ের কণ্ঠে খেলে সে কি আমার কণ্ঠে মূর্ত হবে?

রামশংকর ॥ সমস্ত সাধনা দিয়ে মূর্ত করুন বধূরানী।

চন্দ্রপ্রভা ॥ কিন্তু আমার সাধনা সিদ্ধ করতে পার একমাত্র তুমি…

রামশংকর ॥ আমি!

চন্দ্রপ্রভা ॥ হ্যাঁ, তুমি—দুরূহ রাগ-রাগিনী তোমার কণ্ঠে বন্দী। তুমি…

[রঘুনাথ প্রবেশ করিয়া অন্তরালবর্তী হইলেন।]

তোমাকেই আহ্বান করছি কবি। কথা দাও…আমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবে না। উপেক্ষার বিষে আমি জর্জরিত। তাই আজ তোমাকেই আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। রামশংকর, তুমিই আমার একমাত্র নির্ভর…

রামশংকর ॥ বেশ বধূরানী, তাই হবে। আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী।

চন্দ্রপ্রভা ॥ তাহলে কাল থেকে প্রতি সন্ধ্যায় তুমি আমার কক্ষে যেয়ো—

[প্রস্থান

রামশংকর ॥ এই যে মহারাজ…কতদিন আপনার দর্শন পাই নি। কেমন ক'রে প্রিয়বন্ধু রামশংকরকে ভুলে—

রঘুনাথ ॥ চুপ! প্রিয়বন্ধু! বন্ধুত্বের আবরণে মুখ ঢেকে তুমি আমার চরম সর্বনাশে উদ্যত হলে!

রামশংকর ॥ কি বলছেন মহারাজ!

রঘুনাথ ॥ শয়তান, লম্পট—তুমি আমার কেউ নও! তোমার মুখদর্শনও পাপ!

রামশংকর ॥ আমার অপরাধ—?

রঘুনাথ ॥ অপরাধ! তোমার সীমাহীন অপরাধের ক্ষমা নেই! আমার দৃষ্টির অন্তরালে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা! নীচ শয়তান—প্রতি সন্ধ্যায় রানীর কক্ষে যাবে!

রামশংকর ॥ ছি-ছি মহারাজ, আপনি আমাকে আজীবন দেখে আসছেন—আজ হঠাৎ এ মতিভ্রম—

রঘুনাথ ॥ দূর হও—কোনো কথা শুনতে চাই না। কাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুর ত্যাগ ক'রে চলে যাবে, নইলে স্মরণ রেখো…চির-অন্ধকার গুমগড়ের পাষাণগাত্রে শতশত উদ্যত ছুরিকার ওপর নেবে চির-বিশ্রাম!

রামশংকর ॥ আপনার নির্বাসন-দণ্ড মাথায় নিয়ে প্রভাতেই বিষ্ণুপুর ত্যাগ করব। তার আগে শুধু একটিবার মৃন্ময়ী দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাব—ঠাকুর, বুদ্ধিভ্রংশ মহারাজকে কৃপা ক'রো · কৃপা ক'রো… !

[প্রস্থান

(লালবাঈয়ের প্রবেশ)

লালবাঈ ॥ রাজাবাহাদুর—একি, কি হয়েছে আপনার!

রঘুনাথ ॥ রাজ-অন্তঃপুর বিষাক্ত হয়েছে লালবাঈ, সেখানে পাপ ঢুকেছে! একদিন যাকে ভালবেসে গ্রহণ করেছিলাম সে আজ কলঙ্কিনী; যাকে রত্নমালা ভেবে কণ্ঠে ধারণ করেছিলাম—আজ দেখছি সে কালনাগিনী!

লালবাঈ ॥ সে কি মহারাজ!

রঘুনাথ ॥ রামশংকর—আমার আবাল্য-সুহৃদ—যাকে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক জ্ঞান করেছিলাম—সে করেছে বিশ্বাসঘাতকতা!

লালবাঈ ॥ এ কি সত্য?

রঘুনাথ ॥ এ প্রত্যক্ষ! আমি ঐখানে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখেছি—রামশংকর এখানে এসেছিল; শুনেছি—কলঙ্কিনী রানী তাকে মিনতি জানিয়েছে, প্রতি সন্ধ্যায় সে যেন রানীর কক্ষে আসে—

লালবাঈ ॥ বেইমান ! বেইমান দুনিয়া ! এখানে কাউকে বিশ্বাস নেই। একমাত্র বিশ্বাসের পাত্র—সুরাপাত্র।

রঘুনাথ ॥ (পান) আঃ···কি তৃপ্তি ! তুমি আজ স্বহস্তে আমাকে সুরা তুলে দিয়েছ। কত সাধ্য-সাধনা ক'রেও এতকাল তোমার হাতে সুরাপানের সৌভাগ্য হয় নি ! আজ··· আজ বড়ো আনন্দের দিন !

লালবাঈ ॥ হ্যাঁ—আজ বড়ো আনন্দের দিন ! এইদিনে আসুন আমরা দুজনে একপাত্রে সুরাপান করি।

[সুরাপানে উদ্যত হয়, দেবানন্দ প্রবেশ করিয়া তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে চমকিত হইলেন।]

দেবানন্দ ॥ রঘুনাথ—

রঘুনাথ ॥ কে···মন্ত্রীমশায় ! আপনিও হঠাৎ অসময়ে এখানে উপস্থিত !

[লালবাঈয়ের প্রস্থান

দেবানন্দ ॥ চন্দ্রপ্রভার মুখে সব কথা শুনে রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভেবে না এসে থাকতে পারলাম না। কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে এখানে উপস্থিত না হলেই ছিল ভাল। ছি-ছি-ছি রঘুনাথ ! পরম বৈষ্ণব-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে এক বাঈজীর সঙ্গে একপাত্রে সুরাপান করতে কুণ্ঠা হ'ল না !

রঘুনাথ ॥ সুরা কেন—লালবাঈয়ের সঙ্গে এক ভোজন-পাত্রে অকুণ্ঠিত চিত্তে খানাও আহার করি।

দেবানন্দ ॥ রঘুনাথ, যে ধর্মকে বিষ্ণুপুর বিধর্মীর অত্যাচার থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে সেই ধর্ম ত্যাগ করতে চলেছ এক বাঈজীর আকর্ষণে !

রঘুনাথ ॥ মন্ত্রীমশায়, উপদেশ না দিয়ে বক্তব্য পেশ করলেই খুশী হব!

দেবানন্দ ॥ আমি জানতে চাই—কেন তুমি রাজকার্যে অনুরাগ হারিয়েছ? কেন তুমি দেবভাষা শিক্ষার জন্য রাজকোষের বরাদ্দ বন্ধ করে ফারসী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছ? আমি জানতে চাই—রাজকর্মে সৈন্যবিভাগে হিন্দুদের সরিয়ে তুমি কেন নিয়োগ করেছ মোগল আর পাঠানদের? একদিন যাদের উচ্ছেদ ছিল তোমার অন্তরের কামনা, আজ তাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তোমার ব্রত!

রঘুনাথ ॥ মন্ত্রীমশায়, এটা রাজসভা নয়—প্রমোদকক্ষ!

দেবানন্দ ॥ জানি—প্রমোদের পল্বল-পঙ্কে গা ভাসিয়ে রাজ্য রাজা সমাজ সবেরই তুমি অবমাননা করছ! রঘুনাথ, নিষ্ঠাবান হিন্দু হয়ে কেন তোমার এই অধঃপতন? এখনো সতর্ক হও। আগামীকাল রাস-উৎসব, ঐদিন আবার তোমার সন্তান গোপাল সিংহেরও জন্মদিন। এই উৎসবের মাঝে প্রাসাদে ফিরে এস বৎস।

রঘুনাথ ॥ ফিরে যাব আমি সেই প্রাসাদ-বৃন্দাবনে…

দেবানন্দ ॥ প্রাসাদ-বৃন্দাবন!

রঘুনাথ ॥ হ্যাঁ—রাসলীলাক্ষেত্র! জানেন না—পুণ্যের সংসার বিষ্ণুপুর-রাজবংশে আজ ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত?

দেবানন্দ ॥ হ্যাঁ, সেই স্রোতে তুমি নিমজ্জিত!

রঘুনাথ ॥ কৃষ্ণপ্রেমের গান কণ্ঠে নিয়ে রামশংকর সুরু করেছে কৃষ্ণলীলা! দুশ্চরিত্র! লম্পট!

দেবানন্দ ॥ দেবচরিত্র রামশংকর লম্পট—আর বাঈজীর প্রেমাসক্ত তুমি মহাসৎ! ভণ্ড! রামশংকরের কাছে আমি সব শুনেছি। ভেবেছ তোমার এই পাপ, এই অত্যাচার, অবিচার বৃথা যাবে! না—সতীর তপ্ত অশ্রুবন্যায় তুমি ভেসে যাবে; তার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসের দাবানলে তোমার সমস্ত অন্তর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

রঘুনাথ ॥ আঃ··· আপনি আমার বিশ্রম্ভালাপে বিঘ্ন ঘটাবেন না. লালমহল ত্যাগ করুন। আমি কাল প্রাতঃকালে বিষ্ণুপুরের চিরাচরিত প্রথামত রাসমঞ্চে উপস্থিত হয়ে প্রজাদের দর্শন দেবো।

দেবানন্দ ॥ তুমি···তুমি রাস-উৎসবে যোগ দেবে!

রঘুনাথ ॥ হ্যাঁ—তবে পার্শ্বাসনে পাটরানী চন্দ্রপ্রভার পরিবর্তে থাকবে লালবাঈ।

দেবানন্দ ॥ লালবাঈ!

রঘুনাথ ॥ হ্যাঁ—আপনারা তার যোগ্য সম্বর্ধনার আয়োজন করুন।

দেবানন্দ ॥ না, না···তা আমরা পারব না! রঘুনাথ, ধর্মের প্রতি অবিচার ক'রো না।

রঘুনাথ ॥ করব না—যদি আপনারা আমার প্রতি সুবিচার করেন লালবাঈয়ের অমর্যাদা আমি কখনোই সহ্য করব না, সে আমার সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারিণী—

দেবানন্দ ॥ তোমার পুত্র বর্তমান থাকতে লালবাঈ পাবে সিংহাসন!

রঘুনাথ ॥ তাকেই আমি উপযুক্তা মনে করি।

দেবানন্দ ॥ যদি তার সিংহাসনপ্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়—?

রঘুনাথ ॥ তাহলে নির্মম হস্তে আমি তা নির্মূল ক'রে যাব!

দেবানন্দ ॥　রঘুনাথ !

রঘুনাথ ॥　স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—লালবাঈ তার যোগ্য-সম্বর্ধনা না পেলে রাস-উৎসব, মদনমোহনের পূজারতি সমস্ত বন্ধ হবে। আমার এই নিষেধাজ্ঞা যদি কেউ অমান্য করে তাহলে তার শাস্তি প্রাণদণ্ড !

দেবানন্দ ॥　তোমার এই অপকীর্তি তোমাকে ধ্বংস করবে !

রঘুনাথ ॥　সেই ধ্বংসের মাঝে আমার কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে !

দেবানন্দ ॥　শীঘ্র আদেশ প্রত্যাহার করো নইলে প্রজারা ধর্মনাশভয়ে দলেদলে রাজ্যত্যাগ করবে।

রঘুনাথ ॥　যারা রাজ্যত্যাগ করবে, আমি চাইব তাদের ছিন্নশির !

দেবানন্দ ॥　তাহলে শোনো মূর্খ ! তোমার উদ্যত কৃপাণ তোমারই শিরশ্ছেদ করবে !

[প্রস্থান

রঘুনাথ ॥　লালবাঈ !

(লালবাঈয়ের প্রবেশ)

লালবাঈ ॥　রাজাবাহাদুর—

রঘুনাথ ॥　সুরা—মোহিনী সুরা ! সমস্ত নেশা টুটে গেছে—

লালবাঈ ॥　(সুরাদান) রাজাবাহাদুর, আমি হব বিষ্ণুপুরের রাজ্যেশ্বরী !

রঘুনাথ ॥　হ্যাঁ—তোমার এক ইঙ্গিতে বিষ্ণুপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা সসম্ভ্রমে শির নত করবে।

লালবাঈ ॥　আসমানের চাঁদ নেমে আসবে আমার হাতে ! এইবার দেখি রানীসাহেবা, প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে হারে কে জেতে !

রঘুনাথ ॥ কাছে এস লালবাঈ। তোমাকে আমি সম্মানের উচ্চ শিখরে বসাব।

লালবাঈ ॥ কিন্তু যারা আমাকে অসম্মান করে, তাদের সম্মান কেমন ক'বে আদায় করব ?

রঘুনাথ ॥ যে-মুহূর্তে আমি তোমার ধর্ম গ্রহণ করব সেই মুহূর্ত হতেই ওরা তোমাকে সম্মান করবে।

লালবাঈ ॥ (শিহরিয়া) না রাজাবাহাদুব, তা হয় না! তা হয় না! আপনি বিদায় দিন, আমি বিষ্ণুপুব ছেড়ে চলে যাই—

রঘুনাথ ॥ না লাল, আমাব জীবনেব ধ্রুবতারা তুমি—তুমি অস্ত গেলে অন্ধকারে আমি হব দিশাহারা!

লালবাঈ ॥ কিন্তু যেখানে আমার আবদার থাকে না সেখানে আমার মূল্য কতটুকু!

রঘুনাথ ॥ তোমাব আবদাব!

লালবাঈ ॥ হ্যাঁ, আমার আবদাব—। বাজাবাহাদুর, কাল আপনাব সন্তানের জন্মদিনের উৎসব! আপনার সন্তান আমার সন্তান রাজাবাহাদুর। আমি চাই সেই উৎসবে রাজ্যে সমস্ত প্রজাদের প্রীতিভোজ দিতে!

রঘুনাথ ॥ প্রীতিভোজ! সে তো প্রতি বৎসব রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয়…

লালবাঈ ॥ কিন্তু এবারে তা অনুষ্ঠিত হবে আমার এই লালমহলের পশ্চিমে উন্মুক্ত স্থানে।

রঘুনাথ ॥ কেন লালবাঈ ?

লালবাঈ ॥ আমার খেয়াল।…দেখি, বাজাবাহাদুর কাকে বেশি ভালবাসেন—আমাকে, না বানীসাহেবাকে!

রঘুনাথ ॥ লাল, তোমার কোনো খেয়াল আমি অপূর্ণ রাখি নি। কাল প্রাতে সমস্ত রাজ্যে ঢোল-শোহরতের আদেশ দিচ্ছি—

লালবাঈ ॥ কিন্তু আপনার প্রজারা কি নিমন্ত্রণরক্ষা করবে ?

রঘুনাথ ॥ রাজাজ্ঞা অমান্য করবার শক্তি এ রাজ্যে কারুর নেই।

(ইয়ারবক্সের প্রবেশ)

ইয়ারবক্স ॥ মহারাজ! সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁর পরোয়ানা নিয়ে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ দোহাজারী মনসবদার ইসলাম আলি খাঁ বিষ্ণুপুরে উপস্থিত। তিনি আপনার সাক্ষাত-কামনায় লালমহলের দ্বারে প্রতীক্ষা করছেন।

রঘুনাথ ॥ আচ্ছা, তাঁকে সসম্মানে নিয়ে এস—

[ইয়ারবক্সের প্রস্থান

লালবাঈ ॥ হঠাৎ সুবেদারী-পরোয়ানা…?

রঘুনাথ ॥ কি জানি…শুনতে পাচ্ছি, সুবাদার মুর্শিদকুলি রাজস্ব আদায়ের জন্য হয়েছেন অত্যাচারী…তাই আশঙ্কা হচ্ছে, স্বাধীন বিষ্ণুপুরও তাঁর অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবে না!

লালবাঈ ॥ আমি কক্ষান্তরে যাচ্ছি—

[প্রস্থান

রঘুনাথ ॥ আসুন ইসলাম খাঁ—

(ইসলামের প্রবেশ)

আসন গ্রহণ করুন। এই বিষ্ণুপুরে আপনার আগমনের কারণ ?

ইসলাম ॥ মুঘলের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের মিত্রতার সর্তানুযায়ী যে সন্ধিমূল্য স্থির হয়েছিল তা বহুবৎসর যাবৎ অনাদায়ী; তাই বর্তমানে সে সর্ত হয়েছে তমাদী। এবার বর্দ্ধিত হারে

রাজস্ব দিতে হবে বিষ্ণুপুরকে।—এই সুবেদারী-পরওয়ানা।

রঘুনাথ ॥ পরোয়ানা যদি গ্রহণ না করি— ?

ইসলাম ॥ তাহলে আমার সৈন্যদল বাধ্য হবে বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা হরণ করতে !

রঘুনাথ ॥ তাহলে শুনুন মনসবদার—মোগল, পাঠান, মারাঠা বার বার ঐশ্বর্যশালী শোভাময়ী বিষ্ণুপুরের সম্পদশ্রী হরণ করতে এসেছে, আর প্রতিবারই বিষ্ণুপুরের শৌর্য বীর্যের কাছে মাথা নত ক'রে ফিরে গেছে !

ইসলাম ॥ তা শুনেছি মহারাজ।

রঘুনাথ ॥ বিষ্ণুপুরের অমোঘ অস্ত্র—তার সাতটি বাঁধের জলধারা। সেই জলধারা একসঙ্গে মুক্তি পেলে হাজার হাজার শত্রুসৈন্য নিমেষে তৃণের মতো ভাসিয়ে দেবে। একবার সুজা বাদশাহীফৌজ-সহ এসেছিল বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা হরণ করতে, কিন্তু বাঁধের জলস্রোতে প'ড়ে তারা কেউ ফিরে যায় নি ! আবার আজ মুর্শিদকুলি খাঁ পাঠিয়েছেন সৈন্যদল···

ইসলাম ॥ মহারাজের কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর ! তবে কি মহারাজ রাজস্ব দিতে অনিচ্ছুক ?

রঘুনাথ ॥ সেটা সম্পূর্ণ মহারাজের ইচ্ছাধীন। দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা—এই প্রবাদের সম্মান রাখতে বিষ্ণুপুরের রাজারা মোগলসরকারে কখনো পঞ্চদশ-সহস্র মুদ্রা, কখনো-বা বিশসহস্র মুদ্রা বার্ষিক সেলামী পাঠিয়েছেন ; আবার কখনো এক কপর্দকও পাঠান নি—

ইসলাম ॥ মহারাজ !

রঘুনাথ ॥　হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে না মনসবদার। এ সম্বন্ধে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব, এখন আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত। ইয়ারবক্স—

(ইয়ারবক্সের প্রবেশ)

ইয়ারবক্স ॥　মহারাজ—

রঘুনাথ ॥　রাজ-অতিথিশালায় মনসবদারের বিশ্রামের আয়োজন করো।

[ইয়ারবক্সের প্রস্থান

কোনো বিদেশী যে-মুহূর্তে বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করেন সেই মুহূর্ত হতেই তিনি রাজ অতিথি ব'লে গণ্য হন। বিষ্ণুপুর অতিথি-সৎকারে কোনো ত্রুটি রাখে না। বলুন মনসবদার, কিভাবে আপনাকে আপ্যায়ন করতে পারি ?

ইসলাম ॥　আমার একমাত্র কামনা—লালবাঈয়ের নাচ !

রঘুনাথ ॥　···বেশ, আপনার কামনা-পূরণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আপনি আসন গ্রহণ করুন—

[প্রস্থান

ইসলাম ॥　লালবাঈ ! আমার সারা জিন্দগীর আকাঙ্ক্ষা লালবাঈ ! দশবছর পরে ফিরে পেয়েছি আমার সেরা ইনাম··· হাঃ হাঃ হাঃ···ওকে আমার চাই !

[ইয়ারবক্স সুরা ও পানপাত্র দিয়া গেল, ইসলাম পান করিল। সুন্দর পুষ্প হস্তে লালবাঈ প্রবেশ করিল।]

লালবাঈ···

লালবাঈ ॥　কে !

ইসলাম ॥　চিনতে পেরেছ লাল !

লালবাঈ ॥ ও, খাঁ-সাহেব ! লালবাঈয়ের প্রথম উপহার—লালবাঁধের পাড়ের মনোরম পুষ্পোদ্যান থেকে চয়ন-করা এই পুষ্প—

ইসলাম ॥ অনাঘ্রাত—?

লালবাঈ ॥ অনাঘ্রাত।

ইসলাম ॥ খাসা ! খাসা !

লালবাঈ ॥ এইবার দ্বিতীয় উপহার—

[কামনা-মদির নৃত্য···নৃত্যশেষে লালবাঈ ইসলামের অংকশায়িনী হইল।]

ইসলাম ॥ ওয়া ! শাবাশ ! শাবাশ লালবাঈ ! এইবার তৃতীয় উপহার—?

লালবাঈ ॥ অপেক্ষা, দেখে আসি রাজাবাহাদুর কি করছেন—

[প্রস্থান

ইসলাম ॥ লালবাঈ ! লালবাঈয়ের সুর্মাটানা চোখের দিল-জখম-করা চাহনি···তার যৌবনতপ্ত দেহের নাচ আজো আমার শিরায় শিরায় আগুন জ্বালে ! দশ বছরের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কিছুটা পূর্ণ। এইবার···এইবার···হাঃ হাঃ হাঃ···!

(লালবাঈয়ের প্রবেশ)

লালবাঈ ॥ রাজবাহাদুর নিদ্রিত। এই সুযোগে নিভৃত-কক্ষে তোমাতে-আমাতে—

ইসলাম ॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

লালবাঈ ॥ অমন ক'রে হেসো না ইসলাম আলি !

ইসলাম ॥ কেন, আজও আমার হাসি শুনে তোমার ডর লাগে ?

লালবাঈ ॥ না, তা নয়। মহারাজের যদি ঘুম ভেঙে যায়···

ইসলাম ॥ ও, তাঁর চোখের আড়ালে গোপনে গোপনে—

লালবাঈ ॥ আমি চাই তোমার সঙ্গে পেয়ার করতে !

(কণ্ঠলগ্ন হইল)

ইসলাম ॥ পেয়ার ! হাঃ হাঃ হাঃ ! বড়ি তাজ্জব ! আজ তুমি এসেছ উপযাচিকা হয়ে—অথচ একদিন শত আকাঙ্ক্ষা ক'রেও তোমাকে পাই নি ; পেয়েছিলাম চাবুক, পেয়েছিলাম ছুরিকাঘাত। কপালের এই দাগ দশ বছর ধরে আমাকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে !

লালবাঈ ॥ আমার সেদিনের কসুর মাফ করো। আজ আমার সত্যিকারের দোস্ত কেউ নেই খাঁ-সাহেব !

ইসলাম ॥ কেন, তোমার রাজবাহাদুর—?

লালবাঈ ॥ বেদরদ—আমার মর্ম বোঝেন না !

ইসলাম ॥ অথচ একদিন তিনিই তোমাকে দিলেন আশ্রয় ! মুঘল-দরবার হতে ফিরে এসে সেই খবর পেয়ে শূন্য হল আমার কলিজা ; আজ তোমাকে ফিরে পেয়ে আবার তা পূর্ণ হয়েছে ! চলো, এই রাতে আমরা দুজনে পালিয়ে যাই—

লালবাঈ ॥ কিন্তু তার আগে—এসো, সুরার পেয়ালায় চুমুক দিয়ে রাত ভোর মাতোয়ালা হয়ে যাই ··

(উভয়ের সুরাপান)

কতকাল···কতকাল পরে তুমি এলে প্রীতম···তোমার পথ চেয়ে চেয়ে আমার দু আঁখ আজ ক্লান্ত। সেই ক্লান্তি দূর করতে পারে শুধু শরাব—

[পুনরায় উভয়ের সুরাপান···অলক্ষ্যে লালবাঈ অঙ্গুরীয়স্থ বিষ পাত্রে মিশাইল ।]

এস নওজওয়ান, তোমার ঠোঁটের সামনে তুলে ধরেছি পাত্র···এক চুমক···মাত্র এক চুমুক···

ইসলাম ॥ তোমার কাতর অনুনয় আমি উপেক্ষা করতে পারছি না লালবাঈ। দাও—তোমার রাঙা-হাতের মিঠি শরাব আমার দিল ভরিয়ে দিক—। ···একি···একি জ্বালা! সর্বাঙ্গ আমার জ্বলে যাচ্ছে! এ শরাব · না তরল অগ্নি···

লালবাঈ ॥ (অট্টহাস্য) বিষাগ্নি—ধীরে ধীরে তোমার দেহে ছড়িয়ে পড়ছে ইসলাম! প্রতিশোধ···আমার ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ!

ইসলাম ॥ প্রতিশোধ! ওঃ···শয়তানী, শরাবের সঙ্গে জহর মিশিয়ে ভেবেছিস্ প্রতিশোধ নিবি! আমিও কাফ্‌রীর সন্তান—

[তরবারি কোষমুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু বিষ-যন্ত্রণায় স্খলিত চরণে মাটিতে পড়িয়া গেল। লালবাঈ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—]

লালবাঈ ॥ বৃথা আস্ফালন ইসলাম আলি—বৃথা আস্ফালন !

(নাদেরের প্রবেশ)

নাদের ॥ কি হয়েছে—কি হয়েছে লালী—একি! মনসবদার খতম!

লালবাঈ ॥ হ্যাঁ, ওকে খতম ক'রে বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা সাময়িক রক্ষা করেছি।

নাদের ॥ কি করেছিস তুই ! সুবেদারী-ফৌজ যে দলে দলে আক্রমণ করবে···

লালবাঈ ॥ ভয় নেই, আমি আফগান-সৈন্যাধ্যক্ষকে পূর্বেই প্রস্তুত থাকবার আদেশ জানিয়েছি।

নাদের ॥ কিন্তু তবুও—

লালবাঈ ॥ তোমার মনে আছে নানা ? এক কাফরী একদিন এই বিষ্ণুপুরে আমার বে-ইজ্জত করেছিল—

নাদের ॥ হাঁ-হাঁ—

লালবাঈ ॥ এই সেই কাফরী—

নাদের ॥ মনসবদার !

লালবাঈ ॥ হ্যাঁ, নসীবের খেয়ালে হয়েছিল মনসবদার—এখন একটা মুরদা !

নাদের ॥ নসীবের খেয়াল ! ঠিক বলেছিস ! নসীব ! লালী, নসীব যদি তোকে বিষ্ণুপুরের বেগম বানিয়ে দেয়···

লালবাঈ ॥ নানা !

নাদের ॥ হাঁ-হাঁ—তাহলে খুশী হবি না ?

লালবাঈ ॥ হব, হব ! কিন্তু কেমন ক'রে ?

নাদের ॥ রাজাবাহাদুর রাস-উৎসবে তোকে নিয়ে সিংহাসনে বসবেন শুনলাম···তারপর···হ্যাঁরে, কাল তোর মহলের সামনে জবর দাওয়াত দিচ্ছিস নাকি !

লালবাঈ ॥ হ্যাঁ। রানীসাহেবা আমার অপমান করেছেন, আমি তার বদলা নেব ! তাঁর প্রাসাদে সন্তানের অন্নপ্রাশনের ভোজ হতে দেবো না !

নাদের ॥ লেকিন, বাঈজীর জিয়াফতে রাজ্যের সমস্ত প্রজা আসবে তো ?

লালবাঈ ॥ জরুর—

নাদের ॥ ব্যস্ ব্যস্—তুই যা বিশ্রাম করগে। শুধু এই বুড়টার ওপর ভরোসা রাখ! সে তুনিয়ায় তোকে বাঁচিয়ে রাখতে সব কিছু করতে পারে।

লালবাঈ ॥ নানা!

নাদের ॥ তুই নিশ্চিন্ত থাক, আমি তোকে কালই বিষ্ণুপুরের তকৃত্এ বসাব।

লালবাঈ ॥ আমিও তাই চাই নানা, আমিও তাই চাই। বিষ্ণুপুরের তকৃত্এ রাজাবাহাতুরের পাশে একদিনের জন্ম ঠাঁয় নিতে চাই—রানীসাহেবাকে দেখিয়ে দিতে চাই রাজাবাহাতুরের ওপর আমার কতখানি কতৃত্ব!

[প্রস্থান

নাদের ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! এইবার—এইবার শুরু হ'ল বিষ্ণুপুর ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়; সে-অধ্যায়ের একচ্ছত্র বেগম তুই—লালবাঈ, তুই!...ইয়ারবক্স!

(ইয়ারবক্সের প্রবেশ)

ইয়ারবক্স ॥ নাদের সাহেব আমায় তলব করেছেন?

নাদের ॥ হাঁ শুনো। তুমি আমাদের ইমানদার নফর—আজ তোমাকে ইমানের মর্যাদা রাখতে হবে।

ইয়ারবক্স ॥ আজ্ঞা করুন।

নাদের ॥ তোমাকে গোপনে সংগ্রহ ক'রে আনতে হবে সংখ্যাগুরুদের নিষিদ্ধ মাংস।

ইয়ারবক্স ॥ কেন নাদের সাহেব?

নাদের ॥ কাল রাজ্যের সমস্ত প্রজাদের একটা দাওয়াত দেওয়া হবে এখানে—তাদের ভোজনতলায় বসিয়ে খাওয়ানো হবে সেই খানা!

ইয়ারবক্স ॥ নাদের সাহেব! আপনি চাইছেন তাদের ইমান বরবাদ করতে!

নাদের ॥ হ্যাঁ, ওদের ধর্ম ওরা হারাক—তাহলে আর আমাদের ঘৃণার চোখে দেখবে না! তুমি যাও—

ইয়ারবক্স ॥ আমি পারব না।

নাদের ॥ কি বললি?

ইয়ারবক্স ॥ আমার পক্ষে এ কাজ অসম্ভব।

নাদের ॥ বিনিময়ে পাবি প্রচুর ইনাম।

ইয়ারবক্স ॥ আমার আরজ—নিরীহ প্রজাদের ধর্মনাশের চেষ্টা করবেন না।

নাদের ॥ বিধর্মীদের প্রতি তোর এত দরদ কিসের?

ইয়ারবক্স ॥ জানি না। তবে এটুকু জানি, কারও ধর্ম বরবাদ করতে নেই—তাতে পাপ হয়।

নাদের ॥ পাপপুণ্য বিচারের সময় এখন নয়—যেমন ক'রে হোক আমাকে কাজ হাসিল করতে হবে।

ইয়ারবক্স ॥ তাহলে আমাকেও প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়ে নিষেধ করতে হবে যেন তারা ভোজনতলায় না আসে—

নাদের ॥ ইয়ারবক্স!

ইয়ারবক্স ॥ তোমার চোখ রাঙানিকে ভয় করি না। আমি চিৎকার ক'রে সকলকে বলতে বলতে যাব তোমার ষড়যন্ত্রের কথা—

নাদের ॥ খবরদার—তাহলে তোর জান খতম করব!

ইয়ারবক্স ॥ তবুও জান দিয়ে জানিয়ে যাব যে গুলাম ইয়ারবক্সও মানুষ !

[প্রস্থান

নাদের ॥ তবে রে শয়তান—

[ছুরিকা নিক্ষেপ… নেপথ্যে আর্তনাদ]

নাদের ॥ বিদ্রোহী গুলামও বিদ্রোহী ! তবুও কার্যোদ্ধার করতে হবে। এই সুযোগ…রঘুনাথের ভাগ্যশশি অস্তাচলে ! এইবার পূর্বদিগন্তের সূর্যরশ্মি তসলিম জানাচ্ছে—বিষ্ণুপুরের আলো, বিষ্ণুপুরের নূরজাহান ঐ লালবাঈকে !

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

বিষ্ণুপুর রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান

[প্রভাত।… প্রতীক্ষমান রামশংকর, পরনে পরিব্রাজকের বেশ। চন্দ্রপ্রভার প্রবেশ।]

চন্দ্রপ্রভা ॥ একি, পরিব্রাজকের বেশে কোথায় চলেছ রামশংকর ?

রামশংকর ॥ আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি বধূরানী। বিষ্ণুপুরের বিষাক্ত বাতাস আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে দিচ্ছে, তাই বেরিয়ে পড়েছি উন্মুক্ত আকাশের নীচে।

চন্দ্রপ্রভা ॥ শুনেছি সব। কবি, তুমি নীলকণ্ঠ ! আমার জন্য কলঙ্কের বিষ কণ্ঠে নিয়ে নির্বাসন দণ্ড মাথায় ব'য়ে এমনি ক'রে পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে বেড়াবে !

রামশংকর — বধূরানী, আমার অনেকদিনের স্বপ্ন···সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে স্বগৃহে সংগীত-বিদ্যালয় স্থাপন করব···সারা বঙ্গের নানাস্থান থেকে সংগীত-শিক্ষার্থীরা আসবে···তাদের শিক্ষাদান করব। তখন সমস্ত বিষ অমৃত হয়ে উঠবে।

চন্দ্রপ্রভা — মৃন্ময়ী দেবী তোমার স্বপ্ন সার্থক করুন। তাহলে এস কবি—বিষ্ণুপুর তোমার মুখ চেয়ে বসে থাকবে।

[রামশংকরের প্রস্থান

(দেবানন্দের প্রবেশ)

দেবানন্দ — মা চন্দ্রপ্রভা, নগরে ঢোল-শোহরৎ হচ্ছে—তোমার পুত্রের জন্মদিনের প্রীতিভোজ এবারে লালমহলে অনুষ্ঠিত হবে; প্রত্যেকটি প্রজা নিমন্ত্রণরক্ষা করবে, নইলে সপরিবারে গ্রহণ করবে মৃত্যুদণ্ড!

চন্দ্রপ্রভা — বিষ্ণুপুরের এই দুর্দিনে কি আমার কর্তব্য মন্ত্রীমশায়?

(সুবল সিংহের প্রবেশ)

সুবল ॥ — রানীমা, মৃত ইসলাম আলি খাঁর সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করেছে।

চন্দ্রপ্রভা — জানিনা আবার কি অমঙ্গল ঘটে!

সুবল ॥ — লালবাঈয়ের মহল থেকে ইয়ারবক্স নামে এক প্রহরী এসেছে আপনার সাক্ষাত-কামনায়!

চন্দ্রপ্রভা। — হঠাৎ তার কী প্রয়োজন!

সুবল ॥ — কি জানি মা, বলছে বিশেষ প্রয়োজন।

দেবানন্দ — আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও এখানে।

[সুবল সিংহের প্রস্থান

চন্দ্রপ্রভা ॥ — কি ব্যাপার মন্ত্রীমশায়, মহারাজের নিযুক্ত গুপ্তঘাতক কি

তবে আমার পুত্রকে·· না-না, তা আমি হতে দেবো না।
আপনি যে-মুহূর্তে জানিয়েছেন মহারাজ চান লালবাঈয়ের সিংহাসন আরোহণের পথ নিষ্কণ্টক করতে, সেই মুহূর্ত হতে আমি গুপ্তঘাতকের হাত থেকে আমার গোপালকে বাঁচাবার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি···সর্বদা সঙ্গে রেখেছি এই অস্ত্র !

দেবানন্দ ॥ পারবে মা, পারবে তোমার গোপালের অমঙ্গলকামী শত্রুর বুকে ঐ অস্ত্র বসিয়ে দিতে ?

চন্দ্রপ্রভা ॥ মন্ত্রীমশায়, যে দেশের মাটিতে একদিন মহিমময়ী রানী ভবশংকরী অস্ত্রহাতে প্রতাপশালী পাঠানদের পরাস্ত করেছিলেন—সেই ভূরিশ্রেষ্ঠের মেয়ে আমি !

দেবানন্দ ॥ তাহলে প্রস্তুত থেকো মা, অমঙ্গলের কোনো নিশ্চিত পথ নেই—

[রক্তাক্ত-কলেবরে ইয়ারবক্স আসিয়া মহারানীকে অভিবাদন করিল।]

ইয়ারবক্স ॥ রানীসাহেবা—

চন্দ্রপ্রভা ॥ কি চাও তুমি !

ইয়ারবক্স ॥ আমি কিছুই চাই না, চায় লালবাঈ আর নাদের—

চন্দ্রপ্রভা ॥ কাকে···কাকে চায় ?

ইয়ারবক্স ॥ আপনাদের ধর্মকে—বরবাদ করতে !

দেবানন্দ ॥ এর অর্থ কি ?

ইয়ারবক্স ॥ অর্থ পরিষ্কার। ভোজসভায় তারা প্রজাদের ভোজন করাবে নিষিদ্ধ মাংস !

চন্দ্রপ্রভা ॥ মন্ত্রীমশায়··· !

ইয়ারবক্স ॥　তার এই অন্যায় জুলুম বরদাস্ত করবেন না রানীসাহেবা। আমিও করি নি, তাই আহত।···আদাব-আদাব—

[প্রস্থান

চন্দ্রপ্রভা ॥　একি ভয়ানক ষড়যন্ত্র! শেষে ধর্মনাশ···

দেবানন্দ ॥　ধর্মনাশের অর্থ দেশের স্বাধীনতা বিনষ্ট। তাই প্রাণ দিয়েও ধর্মরক্ষা করতে হয় মা—এই-ই শাস্ত্রের বিধান।

চন্দ্রপ্রভা ॥　কিন্তু কি উপায়ে···

দেবানন্দ ॥　সমষ্টির কল্যাণে একের আত্মদান প্রয়োজন। তাই তোমার স্বামীর—

চন্দ্রপ্রভা ॥　এ কি শোনালেন মন্ত্রীমশায়! স্ত্রী হয়ে স্বামীর—

দেবানন্দ ॥　হ্যাঁ! নইলে এবার মা হয়ে চোখের সামনে সন্তানহত্যা—

চন্দ্রপ্রভা ॥　না-না, ওকথা উচ্চারণ করবেন না!

দেবানন্দ ॥　সন্তানের সমান তোমার রাজ্যের প্রজারা—তাদের জীবন্ত-মৃত্যু দেখতে চাও?

চন্দ্রপ্রভা ॥　না-না, চাই না—চাই না—

দেবানন্দ ॥　তাহলে পাষাণে বুক বেঁধে কর্তব্য বেছে নাও। জেনো মা, ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গ কর্তন করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়!

[প্রস্থান

চন্দ্রপ্রভা ॥　হিতাহিত বুঝতে পারছি না। একদিকে অসংখ্য প্রজার ধর্ম, অন্যদিকে আমার ইহকাল-পরকাল···আমার স্বর্গ··· আমার সীমন্তের সিন্দুর—একি, নিজের হাতে সিন্দুর মুছে ফেললুম! মৃন্ময়ী দেবী, আমি তো তোমার কাছে কোনো অপরাধ করি নি, তবে কেন আমার স্বামীকে

দূরে সরিয়ে নিয়েছ! তাঁকে ফিরিয়ে দাও ঠাকুর, ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও—

[প্রস্থান

(দেবানন্দের প্রবেশ)

দেবানন্দ ॥ তাই তো! ও কে···কে আসছে···রঘুনাথ! তবে কি সে তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে···লালবাঈকে সঙ্গে নিয়ে রাস-উৎসবে যোগ দিতে আসছে! না-না, তা কিছুতেই হতে-দেবো না।

(রঘুনাথের প্রবেশ)

রঘুনাথ ॥ মন্ত্রীমশায়—মন্ত্রীমশায়, আমি এসেছি!

দেবানন্দ ॥ সঙ্গে— ?

রঘুনাথ ॥ কেউ নেই।

দেবানন্দ ॥ কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ রঘুনাথ?

রঘুনাথ ॥ মৃন্ময়ী দেবীর মার্জনালাভের জন্য—

দেবানন্দ ॥ রঘুনাথ!

রঘুনাথ ॥ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন আমি—হঠাৎ ভোররাত্রে স্বপ্নে দেখি, শিয়রে আবির্ভূতা এক ত্রিশূলধারিণী দেবীমূর্তি! প্রশ্ন করলাম, তুমি কে? উত্তর এল—আমি পুরুষ, আবার আমিই প্রকৃতি; ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করি, বিষ্ণুরূপে করি পালন, আর মহাকালরূপে করি সংহার!

দেবানন্দ ॥ তিনি···তিনি আর কি বললেন রঘুনাথ?

রঘুনাথ ॥ তাঁর সাধের লীলাক্ষেত্র বিষ্ণুপুরে আমি অধর্মের, অনাচারের প্লাবন ডেকে আনছি—তাই আমাকে পরিত্যাগ করতে বললেন আমার পাপ-সংকল্প!

দেবানন্দ ॥ রঘুনাথ…রঘুনাথ…এ তুমি কী বলছ…সত্য বলো…সত্য বলো…সুরার নেশায় তোমার চৈতন্য আচ্ছন্ন নয় তো ?

রঘুনাথ ॥ না-না, সুরার নেশা নয়—স্বপ্নরূপিণী চৈতন্য আমার বিবেককে করেছে জাগ্রত ! সুরার মতো রাঙা লালবাঈয়ের লীলায়িত দেহ, সুরার মতো রঙিন তার অধরের সুর তিলেতিলে বিষ্ণুপুরের ভাগ্যদেবতার অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন ক'রে তাকে মৃত্যুর সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছিল—সেই অমৃতময়ী দেবীর স্বপ্নাদেশ তাকে সচেতন করেছে !

দেবানন্দ ॥ রঘুনাথ—রঘুনাথ—

রঘুনাথ ॥ আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি মন্ত্রীমশায়। ঐ আমার গোপাল উদ্যানে ছুটে বেড়াচ্ছে…দেবশিশু পথভুলে মর্তে এসেছে …তাকে অনাদরে অবহেলায় কতো কষ্ট দিয়েছি ! ওকে একটিবার …একটিবার বুকে তুলে নিই—

দেবানন্দ ॥ তাই যাও বৎস, তাই যাও ! আমিও যাই রাস-উৎসব মহাসমারোহে উদযাপন করবার আজ্ঞা দিই—

[প্রস্থান

রঘুনাথ ॥ গোপাল—গোপাল —

[প্রস্থান

(দ্রুত দেবানন্দের প্রবেশ)

দেবানন্দ ॥ একি ভুল আমি করলাম…প্রতিশোধকামিনী চন্দ্রপ্রভার দিকে রঘুনাথকে ঠেলে দিলাম ! না-না—রঘুনাথ—রঘুনাথ—

[প্রস্থান ; নেপথ্যে রঘুনাথের আর্তনাদ।···চন্দ্রপ্রভা প্রবেশ করিলেন—হস্তে রক্তাক্ত কৃপাণ, চক্ষে বিদ্যুৎ-দৃষ্টি।]

চন্দ্রপ্রভা ॥ একমাত্র বংশধরকে হত্যা ক'রে বাঈজীকে দেবে সিংহাসন ···দাও···দাও!

(রঘুনাথ-সহ দেবানন্দের প্রবেশ)

দেবানন্দ ॥ রঘুনাথ! আমি মহাভুল করেছি বাবা···মহাভুল···

(বেদিকা-নিম্নে উপবেশন)

রঘুনাথ ॥ ভুল নয় মন্ত্রীমশায়—ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে আমার অদৃষ্ট-লিপি! চন্দ্রা আজ আমাকে হত্যা ক'রে···আপনার সেই অনুচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণীকে···আমার কাছে সুস্পষ্ট ক'রেছে!

দেবানন্দ ॥ এ তুমি কি করলে মা—এ তুমি কি করলে! অনুতপ্ত রঘুনাথ সস্নেহে গোপালকে বুকে তুলে নিতে যাচ্ছিল, আর তুমি কিনা···

রঘুনাথ ॥ আঃ···! অনুশোচনায় লাভ নেই···। দেবী মৃন্ময়ী, বিদায়···বিদায়—

[চন্দ্রপ্রভার অধরোষ্ঠ প্রকম্পিত হইয়া অশ্রুবন্যায় গণ্ডদেশ প্লাবিত হইল।]

পর্দা—½ মিনিট

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

লালবাঁধ

[দৃশ্যারম্ভের পূর্বে দূরে কোলাহল : "ভেঙে দাও·· ভেঙে দাও লালমহল··· গুঁড়িয়ে দাও···গুঁড়িয়ে দাও···"।

দৃশ্য প্রকাশিত হইল...পূর্ণিমা রাত্রি। জল থৈ-থৈ বিশাল লালবাঁধের কিনারায় একখানি ক্ষুদ্র প্রমোদতরণী। শোকবস্ত্রপরিহিতা বেদনাক্লিষ্টা লালবাঈ একাকিনী প্রবেশ করিল।]

লালবাঈ ॥ লালবাঁধ! লালবাঈয়ের অচ্ছেদ্য বন্ধন লালবাঁধ! এই লালবাঁধের কালো জল পূর্ণিমা রাতে আমাকে বারবার হাতছানি দিয়েছে···এর জলে ঐ ময়ূরপঙ্খী ভাসিয়ে কত রাত রাজাবাহাদুরকে নিয়ে বিহার করেছি!···কিন্তু আজ রাজাবাহাদুর বেহেস্তে···তাঁর কাছে আমাকে পৌঁছতেই হবে—ঐ প্রমোদতরণী ভাসিয়ে—লালবাঁধের মাঝ দরিয়ায়—তার শীতল অতল তলে—

(দ্রুত নাদেরের প্রবেশ)

নাদের ॥ লালী—লালী তুই এখানে! আমি তোর কত তল্লাশ করছি। শুনতে পাচ্ছিস উন্মত্ত জনতার কোলাহল! তোর সাধের লালমহল গুঁড়ো ক'রে ওরা ধেয়ে আসছে, আমাদের সন্ধান করছে! আয়, আয় আমার সঙ্গে··· আমি তোকে বুক দিয়ে আগলে রাখব লালী, সেখান থেকে কোনো দুশমন তোকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না!

লালবাঈ ॥ না…না…এই সুন্দর জগতে আমি বাঁচতে চেয়েছিলুম… আমার সংগীতকে দেশে দেশে ছড়িয়ে দিয়ে ওস্তাদজী আর বাঈসাহেবাকে বাঁচাতে চেয়েছিলুম…কিন্তু পারলুম না! ক্ষমতালোভী তুমি তা হতে দিলে না!

নাদের ॥ লালী! লালী! কি বলছিস্!

লালবাঈ ॥ তুমি…তুমি কেন এ কাজ করলে, কেন এ কাজ করলে! আমি তো এ চাই নি! আমি চেয়েছিলুম রানীসাহেবাকে অপমান করতে—আর সেই সুযোগ নিয়ে তুমি কিনা—

নাদের ॥ চুপ রহ! তোকে ছাড়া আমি তুনিয়ায় কাউকে জানি না, চিনি না। শুধু তোরই মুখ চেয়ে এ কাজ করেছি। আজ তুই আমাকে দোষ দিচ্ছিস!

লালবাঈ ॥ তুনিয়ার সবাই তোমাকে দোষ দেবে। ছি-ছি নানা… তুমি এই!

(কোলাহল নিকটবর্তী)

নাদের ॥ ঐ…ঐ ওরা আসছে! চল্, পালিয়ে চল্—পথের মানুষ আমরা, আবার পথেই বেরিয়ে পড়ি—

লালবাঈ ॥ না! পালিয়ে গেলেও এ-কলঙ্ক লুকোনো যাবে না!

জনতা ॥ (নেপথ্যে) খোঁজো…খোঁজো ‥নাদের আর লালবাঈকে খুঁজে বের করতেই হবে!

নাদের ॥ শুনছিস! তুই এখানে খাড়া থাক—আমি ঐ উঁচু ঢিবিতে দাঁড়িয়ে দেখি ওরা কোন পথে আসছে। যদি ওর তলা দিয়ে আসে তাহলে ঐ বড়ো বডো পাথরগুলো দেবো গড়িয়ে…হাঃ হাঃ হাঃ!

[প্রস্থান

লালবাঈ ॥ না, আর না! আমারই জন্য বিষ্ণুপুরের মহাসর্বনাশ··· রাজাবাহাদুরের জীবনান্ত···। উঃ, প্রতিহিংসা আমাকে নীচ করেছিল—রাজাবাহাদুরের প্রতি অন্ধ মুহব্বত আমাকে ঈর্ষাকাতর করেছিল! দীন দুনিয়ার মালেক মেহেরবান খুদা! আমি মহাপাপী, আমার গুণাহ্ মাফ ক'রো! একি ··চারিদিকে দোজাখের ভীষণ দৃশ্য··· উঃ···উঃ···অসহ্য···অসহ্য! লালবাঁধ—আমার জীবন-সঙ্গিনী লালবাঁধ——

(তরণীতে উঠিল, তরণী ভাসিল)

জনতা ॥ (নেপথ্যে) এই যে ··এই যে নাদের···পেয়েছি···ধরো··· ধরো ওকে ··বাঁধো···বাঁধো···! এইবার লালবাঈকে খোঁজো—লালবাঈ—লালবাঈ—

১ম ॥ (নেপথ্যে) ঐ···ঐ লালবাঈ·· তরণী ভাসিয়ে লালবাঁধের মাঝখানে—

জনতা ॥ (নেপথ্যে) হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ যে—ধরো, ধরো—তীর ছোঁড়ো—

[উত্তেজিত জনতা তীর-ধনুক-লাঠি হস্তে প্রবেশ করিল, পশ্চাতে দেবানন্দ।]

২য় ॥ একি, মাঝদরিয়ায় তরণী ডুবে যাচ্ছে···

৩য় ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—জলে ঝাঁপিয়ে পড়ো—

জনতা ॥ এই, ঝাঁপাও—ঝাঁপাও—

দেবানন্দ ॥ বিষ্ণুপুরবাসিগণ, তোমরা স্তব্ধ হও। তীর-ধনুক-শড়কি আস্ফালন ক'রে, লালবাঁধের জলে ঝাঁপ দিয়ে তোমরা আর লালবাঈকে ধরতে পারবে না।

জনতা ॥ কেন···কেন?

দেবানন্দ নিদারুণ মর্মবেদনায় সে আত্মহত্যার জন্য 'এখানে ছুটে এসেছিল—তাকে আর নতুন শাস্তি কি দেবে!' প্রমোদ-তরণী ভাসিয়ে মাঝবাঁধে গিয়ে সে পাটাতনের ছিদ্র খুলে দিয়েছে! ঐ শোনো—বাতাসে ভেসে আসছে লালবাঈয়ের কান্না···সে কাঁদছে! এমনি ক'রে ওর অতৃপ্ত আত্মা হয়ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কাঁদবে—

১ম ॥ প্রমোদতরণী অদৃশ্য!

২য় ॥ নিশ্চিহ্ন লালবাঈ!

৩য় ॥ লালবাঈকে বুকে স্থান দিয়ে সার্থক হ'ল লালবাঁধ নাম—

জনতা ॥ রাহুমুক্ত বিষ্ণুপুর! রাহুমুক্ত বিষ্ণুপুর!

দেবানন্দ বিষ্ণুপুরবাসিগণ, এতদিনে তোমরা হ'লে নিষ্কণ্টক··· তোমাদের রাজ্যে নেমে এল শান্তি। এইবার শূন্য-সিংহাসন পূর্ণ করবে বালক গোপাল সিংহ, তার প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য চালাবেন মহারানী চন্দ্রপ্রভা—

(নববধূবেশে চন্দ্রপ্রভার প্রবেশ)

চন্দ্রপ্রভা। না মন্ত্রীমশায়—প্রতিনিধি হবেন আপনি।

দেবানন্দ একি···চন্দ্রপ্রভা! সদ্যস্নাতা···পুষ্পভূষিতা···সীমন্তে উজ্জল সিন্দূররেখা···পরনে রক্তপট্টবস্ত্র···হস্তে শঙ্খবলয়···চরণে অলক্তরাগ! কোথায় চলেছ মা?

চন্দ্রপ্রভা ॥ শ্যামবাঁধের পাড়ে। শ্মশানক্ষেত্রে চন্দনকাষ্ঠচিতায় রচিত মহাবাসর···সেই বাসরশয্যায় প্রতীক্ষারত স্বামী···তাই নববধূবেশে চলেছি তাঁর পাশে।

দেবানন্দ ॥ তুমি···তুমি সহমরণ বরণ করবে মা!